উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

দাদ হাজা চুলকানি
মাত্র তিনবার ব্যবহারেই আরাম পান
মনমোহন® জাদু মলম
Ph : 9830303398
MK Since 90 Years

রংদার

নাক শুধু শ্বাসই নেয় না, সমাজ আর ভূগোলকেও চেনে খুব ভালোভাবে। পুঁজিবাদ মেহনতি মানুষের গায়ের ঘামকে 'দুর্গন্ধ' বলে ব্রাত্য করলেও কর্পোরেট পারফিউমকে দেয় 'আভিজাত্য'র তকমা। ভার্চুয়াল ভিড়ে মানুষ হারাচ্ছে চেনা ঘ্রাণ।

গন্ধবিচার

১৩ থেকে ১৫-র পাতায়

মদনের ঘরে ইডি'র তল্লাশি ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩৩° / ২৪°	৩৩° / ২৪°	৩৩° / ২৫°	৩৩° / ২৪°
সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন

বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়নেয়ার মাস্ক ১১

সিন্ধুর জল দেব না, হুমকি রাজনাথের ১০

শিলিগুড়ি ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ রবিবার ৭.০০ টাকা 14 June 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 27

তদন্ত, তল্লাশির চক্রব্যূহে অভিষেক

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ জুন : পর্দার থ্রিলার নয়, বাস্তবের কালীঘাট! শনিবার ভোররাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে তালা ভেঙে ঢুকল পুলিশ, অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের খোঁজে। যদিও একের পর এক তদন্তকারী সংস্থার চক্রব্যূহে এখন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। শনিবার নতুন করে তাঁর বিরুদ্ধে আমপানের ত্রাণের ২৫০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগে এফআইআর দায়ের হয়েছে।

ক্যালেন্ডার দেখলে স্পষ্ট হবে চাপের বহর। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় সই জালিয়াতির অভিযোগে ভবানী ভবনে তাঁকে

তালা ভেঙে কালীঘাটের বাড়িতে পুলিশি অভিযান

সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করে সিআইডি। শুক্রবার উসকানিমূলক ভাষণের মামলায় নোটিশ ধরাতে তাঁর বাড়িতে পৌঁছায় সিআইডি। সই জালিয়াতির মামলায় রবিবার ফের তাঁকে সিআইডি তলব করেছে। এরপর সোমবার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডি এবং মঙ্গলবার উসকানিমূলক ভাষণের মামলায় ফের সিআইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে হবে তাঁকে।

একের পর এক তলব, জিজ্ঞাসাবাদ ও পুলিশি অভিযানের জাঁতাকলে ফেলা হচ্ছে তাঁকে। জমি কেলেঙ্কারিতে ধৃত প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সুজয় হাজরা সম্প্রতি শালবনি থানায় অভিযোগ করেন, বিধানসভা ভোটে টিকিট

এরপর ষোলোর পাতায়

সিন্ডিকেটের গ্রাসে পথশ্রী রাস্তা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, খাদ্য- তৃণমূল আমলে নানা দপ্তরের দুর্নীতি ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে। এসবের বাইরে নিঃশব্দে কাটমানি সিন্ডিকেট তৈরি করে কোটি কোটি টাকা লুট হয়েছে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট রুরাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (ডিব্লউবিএসআরডিএ) বা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থায়। অন্যান্য প্রকল্পের কথা আপাতত সরিয়ে রাখলেও সুপরিকল্পিত উপায়ে শুধুমাত্র পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা তৈরিতেই দু'হাতে সরকারি অর্থ লুট করেছে ঠিকাদার সিন্ডিকেট। সংস্থার আধিকারিকদের একাংশের সঙ্গে মিলে চুপিসারে বছরের পর বছর বেআইনি কারবার চালিয়েছে সিন্ডিকেটের কারবারিরা।

কোথাও তৈরির কয়েকদিনের মধ্যে উঠে গিয়েছে পিচের চাদর, কোথাও কয়েক ঘণ্টায়। কোথাও আবার হাত দিয়েই তুলে ফেলা যাচ্ছে সদ্য নির্মীত রাস্তার পিচের আস্তরণ। গত কয়েক বছরে সংবাদমাধ্যমে বা সামাজিক মাধ্যমে এ ধরনের দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ এলাকার মানুষজন। মালদা থেকে কোচবিহার, তৃণমূল আমলে উত্তরবঙ্গজুড়ে নিম্নমানের রাস্তা তৈরি নিয়ে হাজারো অভিযোগ সামনে এসেছে। সবথেকে বেশি অভিযোগ উঠেছে পথশ্রী প্রকল্প নিয়ে। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই প্রকল্পের দায়িত্বে ছিল ডিব্লউবিএসআরডিএ। এত অভিযোগ উঠলেও সেই অর্থে আজ পর্যন্ত কোনও অভিযোগেরই সঠিক তদন্ত হয়নি।

উত্তরের আট জেলায় এজেন্সির যাবতীয় কাজ পরিচালিত হত জলপাইগুড়ি থেকে। অভিযোগ, সেটাই ছিল দুর্নীতির আঁতুড়। কাটমানি সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রিত হত জলপাইগুড়ি থেকেই। প্রতিটি কাজে নির্দিষ্ট শতাংশের হারে কাটমানি ছাড়াও সিন্ডিকেটের কিছু

এরপর ষোলোর পাতায়

দুর্নীতির কালো ছায়া

- পথশ্রী প্রকল্পে উত্তরবঙ্গজুড়ে গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণে কোটি কোটি টাকার বেনিয়ম ও দুর্নীতি প্রকাশ্যে
- উত্তরবঙ্গের আট জেলার কাটমানি সিন্ডিকেট জলপাইগুড়ি থেকেই নিয়ন্ত্রিত হত
- শীর্ষ আমলার মদতে 'এ-ওয়ান' নামক অনামী কলকাতাভিত্তিক সংস্থা থেকে অত্যন্ত নিম্নমানের বিটুমেন ও ক্যাটনিক কেনা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল
- প্রতি কিলোমিটার রাস্তা তৈরির সামগ্রীতে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার আর্থিক হেরফের ঘটিয়ে সরকারি কোষাগার লুটেছে অসাধু চক্র
- নিম্নমানের উপাদানের জেরেই দ্রুত ভাঙছিল নির্মীয়মাণ রাস্তা

বিদ্রোহীদের পদ্মে ঠাঁই নয়

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : এখনও নিজের মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকলেও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত বিদ্রোহী শিবিরেই ভিড়ে গেলেন। শনিবার নয়াদিল্লি পৌঁছে বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদদের অন্যতম নেত্রী শতাব্দী রায়ের সঙ্গে এক গাড়িতে পৌঁছালেন কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে। যে ভূপেন্দ্র গত কয়েকদিন ধরে সংসদে তৃণমূল শিবিরে ভাঙন ধরানোর মূল কারিগর।

তৃণমূলের পক্ষে এই ঘটনা বিরাট ধাক্কা বৈকি। তৃণমূলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা সুদীপ। ভুয়ো অর্থলগ্নি সংস্থা রোজভ্যালির প্রতারণা মামলায় গ্রেপ্তার হলেও তিনি তৃণমূল নেত্রীর পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিলেন। সুদীপকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে মমতা হারিয়েছেন পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবিদ বলে পরিচিত তাপস রায়কে।

সেই সুদীপ তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাচ্ছেন বলে স্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় শনিবারের বারবেলায় প্রমাণ হয়ে গেল ঘাসফুলের ফাটল এখন মেরামতির অতীত। তবে বিজেপি বিদ্রোহী শিবিরকে একেবারে ঘরে টেনে নেবে না, তাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। রাজ্যসভার পদত্যাগী সাংসদ হোন বা লোকসভায় আলাদা 'ব্লকে' বসতে ইচ্ছুক বিদ্রোহীরা হোন, কারও হাতে দলীয় ঝান্ডা তুলে দেবে না বিজেপি।

দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, পদত্যাগী তৃণমূল সাংসদদের বিজেপির টিকিটে রাজ্যসভায় ফিরিয়ে আনা হবে না। লোকসভায় বিজেপি শিবিরে বিদ্রোহীদের ঠাঁই হবে না। এনডিএ-র সহযোগী হিসেবে তাঁদের থাকতে হবে। পরের নির্বাচনে ওই সাংসদদের পদ্ম প্রতীকে টিকিট দেওয়া দূরের কথা, নিজেরা লড়লেও তাঁদের জেতানোর দায়িত্ব নেবে না বিজেপি।

RAMKRISHNA IVF CENTRE
Delivering A Miracle
আপনার শূন্য ঘরে সন্তান আসুক আলো করে
IVF TEST TUBE BABY
IUI • ICSI
Isar আইএসএআর মান্যতা প্রাপ্ত IVF সেন্টার
আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি | M: 9800711112

বিদ্রোহী ও পদত্যাগী তৃণমূল সাংসদদের অনেকের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্থানীয় স্তরে অত্যাচারের অভিযোগ আছে বলে বিজেপি নেতৃত্ব মনে করে। এঁদের অনেকের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অসন্তোষও কম নয়। তাই সংসদে কেন্দ্রীয় সরকারকে যতই সমর্থন দিক, এঁদের থেকে দলগতভাবে দূরত্ব বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব।

এরপর ষোলোর পাতায়

পরিত্যক্ত কোয়ার্টারে টেনে নিয়ে শ্লীলতাহানি

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৩ জুন : রাতে টিউশন পড়ে ফেরার পথে নবম শ্রেণির এক ছাত্রী ও তার সহপাঠী ছাত্রকে রেলের পরিত্যক্ত কোয়ার্টারে টেনে নিয়ে গিয়ে ছাত্রীর শ্লীলতাহানির পাশাপাশি ভয় দেখিয়ে ছাত্রের কাছ থেকে এক হাজার টাকা অনলাইনে আদায় করল তিন দুষ্কৃতী। তল্লাশির নামে শ্লীলতাহানির সেই ভিডিও দুষ্কৃতীরা মোবাইলে রেকর্ড করে বলেও অভিযোগ। সেই ভিডিও ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে ছাত্রীর কাছে টাকা চাওয়া হয়। বৃহস্পতিবার রাতে শিলিগুড়ির ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে সূর্য সেন কলোনির 'সি' ব্লকের লোকনাথ মন্দির সংলগ্ন এলাকায় ওই ঘটনার জেরে এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

ইতিমধ্যে ঘটনাটি নিয়ে দুই পড়ুয়ার অভিভাবকরা নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার পর থেকে ওই দুই পড়ুয়া আতঙ্কে রয়েছে। ছাত্রীটি আর রাতে টিউশন পড়তে যেতে চাইছে না, সেকথা পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন। পুরনিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিমান তপাদার বলেন, 'রেলের পরিত্যক্ত কোয়ার্টারগুলি নেশায় আসক্তদের জায়গা হয়ে গিয়েছে। পুরোটা জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। রেলকে বিষয়টি জানানো সত্ত্বেও সেগুলি ভাঙার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে কাম্য নয়। পুলিশ যাতে দুষ্কৃতীদের ধরে এবং এলাকায় টহলদারি বাড়ায় সেটাই চাইছি।' বিষয়টি নিয়ে এনজেপি থানার পুলিশের এক কর্তা জানান, অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। তিনজনকে দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে।

নবম শ্রেণির দুই পড়ুয়া একে অপরের প্রতিবেশী। সূর্য সেন কলোনির 'বি' ব্লকে সপ্তাহে তিনদিন এক শিক্ষকের কাছে তারা পড়তে যায়। সন্ধ্যায় পড়তে গিয়ে রাত সাড়ে ৯টায় ছুটির পর দুজনে একসঙ্গে বাড়ি ফেরে। ফেরার পথে 'সি' ব্লকে রেলের অনেকগুলি পরিত্যক্ত কোয়ার্টার রয়েছে। সেই কোয়ার্টারগুলি দুষ্কৃতীদের অসামাজিক কাজকর্মের আখড়া। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার টিউশন

- নবম শ্রেণির দুই পড়ুয়া রাতে টিউশন থেকে ফেরার পথে দুস্কৃতীদের কবলে পড়ে
- তাদের টেনে পরিত্যক্ত কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়
- ছাত্রের ব্যাগ ও পোশাক তল্লাশি, ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ
- কিশোরকে মিথ্যে বলিয়ে আত্মীয়ের থেকে টাকা নেওয়ার পাশাপাশি কিশোরীর হার ছিনতাই করে

পড়ে ওই দুই পড়ুয়া বাড়ি ফেরার সময় তিন দুষ্কৃতী তাদের টেনে পরিত্যক্ত কোয়ার্টারে নিয়ে যায়। তাদের একজন নিজের মোবাইল থেকে ওই দুই পড়ুয়ার ভিডিও করতে শুরু করে। ওই ভিডিওতে দেখা যায় (ভিডিওর সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি) একজন ছাত্রের ব্যাগ ও পোশাক তল্লাশি করেছে। সেই সময়ই একজন ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করে। এমন পরিস্থিতিতে ভয় দেখিয়ে এক দুষ্কৃতী নিজের মোবাইল নম্বরে অনলাইনে

এরপর ষোলোর পাতায়

ডাম্পিং গ্রাউন্ডে বিকল্প ব্যবস্থা দাবি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ জুন : শিলিগুড়ির ডাম্পিং গ্রাউন্ডের ধারণক্ষমতা সাড়ে ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন। রোজ শুধুমাত্র শহর থেকে এখানে আসছে ৪০০ মেট্রিক টন বর্জ্য। এরমধ্যে দিনে গড়ে পৃথকীকরণ হয় মাত্র ১৭০ থেকে ১৮০ মেট্রিক টন। অথচ, ওই চত্বরে ঠাঁই নাই দশা। জঞ্জালের চাপে সীমানা প্রাচীর ভেঙেছে আগেই। এদিকে, বহরে বাড়ছে শহর। লাফিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে জনসংখ্যা।

রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী বলেছেন, বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহের ডিজিটালাইজেশন হবে। সেপ্টেম্বর থেকে রাস্তায় ময়লা ফেললেই জরিমানা। যদি অগ্নিমিত্রা পালের ঘোষণা বাস্তবায়িত হয়, তবে দৈনিক সংগৃহীত জঞ্জালের পরিমাণ আরও বাড়বে স্বাভাবিকভাবে। এরমধ্যেই জলপাইগুড়ি থেকে বর্জ্যবোঝাই ডাম্পার ঢুকতে শুরু করে। পুরমন্ত্রীর ঘোষণামতো ক'দিন পর থেকে পাহাড় থেকেও গাড়ি আসতে শুরু করলে পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে যাবে। ভবিষ্যতে আশপাশের এলাকা নিয়ে নতুন নতুন পুরসভা গঠনের সম্ভাবনা

জমতে জমতে পাহাড়সমান আবর্জনা। ছবি : সান্নিধ্য মালাকার।

পুরমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার আশ্বাস শংকরের

রয়েছে। সেখান থেকেও প্রথমদিকে আবর্জনা এখানে আসতে পারে। অবিলম্বে দ্বিতীয় ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি না হলে কিংবা পৃথকীকরণের প্ল্যান্টের সংখ্যা বৃদ্ধি না করলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।

এরপর ষোলোর পাতায়

বৃষ্টি ও কুয়াশামাখা সিমলায় পর্যটকরা। শনিবার।

ফুটবল মানে আবেগ, ফুটবল মানে আশা, ফুটবল মানে ভালোবাসা। তা সে বাঙালিই হোক বা অবাঙালি- ফুটবল প্রেমহীন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আজকের জোড়া প্রতিবেদনে উত্তরের এক ভূমিকন্যার চোখে বিশ্বকাপের দেশের উন্মাদনা, আরেকদিকে ফুটবল পাগল পাহাড়ের সেই চিরচেনা ছবি।

লস অ্যাঞ্জেলেসে ফুটবলের বিশ্বায়ন

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রুমি বাগচী

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১৩ জুন : রাত এগারোটা। চোখের ঘোরটা তখনও কাটেনি। সত্তর হাজার মানুষের একটা গ্যালারি থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে আসার অভিজ্ঞতা যাঁদের নেই, তাঁদের সেটা বোঝানো সত্যিই খুব কঠিন। ছোটবেলায় শিলিগুড়ির বাড়িতে সোফায় বসে, হাতে চায়ের কাপ নিয়ে টিভির ছোট্ট চৌখুপিতে যে বিশ্বকাপ দেখতাম, আজ আমি সেই গ্যালারিরই একটা অংশ! লস অ্যাঞ্জেলেসের সোফাই স্টেডিয়ামের গগনভেদী উল্লাসের মধ্যে আজ আমারও গলা মিশে ছিল। গ্যালারিতে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে নানা ভাষার কোলাজ- কেউ চ্যাঁচাচ্ছে স্প্যানিশে, কেউ ফরাসিতে, আর আমি আমার প্রাণের বাংলায়।

লস অ্যাঞ্জেলেসে বিশ্বকাপ হবে শুনেই আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিলাম। ভাগ্যিস বর ভিআইপি প্যাকেজটা কিনে ফেলেছিল! উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে কোয়ার্টার্স ফাইনাল পর্যন্ত আটটা ম্যাচের সাক্ষী থাকার এই সুযোগ তো এক জীবনে বারবার আসে না।

লস অ্যাঞ্জেলেস এমনিতে বিশাল শহর। প্রায় সবারই নিজস্ব গাড়ি রয়েছে। কিন্তু বিশ্বকাপের জন্য এখানকার গোটা যাতায়াত ব্যবস্থাই ঢেলে সাজানো হয়েছে। যাঁদের গাড়ির পাস নেই, তাঁদের জন্য শহরের নির্দিষ্ট কিছু জায়গা থেকে স্টেডিয়াম পর্যন্ত বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাগজের টিকিটের বালাই নেই, পুরোটাই ডিজিটাল। স্টেডিয়ামের গেটে পৌঁছোনোর ঠিক আগেই অ্যাপে টিকিট সক্রিয় হল। ভেতরে ঢোকার সময় একেবারে বিমানবন্দরের ধাঁচে কড়া নিরাপত্তা বলয়। ব্যাগের মাপজোখ নিয়েও প্রবল কড়াকড়ি। সাড়ে ছ'ইঞ্চির বড় ব্যাগ নিয়ে ঢোকা নিষেধ, তবে ব্যাগটি স্বচ্ছ হলে বারো ইঞ্চি অবধি ছাড়। সব মিলিয়ে আয়োজন একেবারে নিশ্ছিদ্র এবং আধুনিক।

আমার বাড়ি থেকে সোফাই স্টেডিয়াম গাড়িতে ঘণ্টাখানেকের রাস্তা। যাওয়ার পথে মনে পড়ে যাচ্ছিল ১৯৯৪ সালের কথা। সেবার এই শহরেরই রোজ বোল স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ হয়েছিল। তখনকার আমেরিকার সঙ্গে আজকের আমেরিকার যেন আকাশপাতাল তফাত। স্টেডিয়ামের কাছাকাছি আসতেই চোখে পড়ল লাল-সাদা-নীল পতাকায় মোড়া আমেরিকান সমর্থকদের জনসমুদ্র। বাস্কেটবল আর বেসবলের একটা দেশ যে আজ বুক চিরে ফুটবলের প্রতি এতটা আবেগ উজাড় করে দেবে, সেটা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। সকারকে আপন করে নিতে আমেরিকা হয়তো তিন দশক সময় নিল, কিন্তু এখন তারা সত্যিই এই জাদুকরি গোলকের প্রেমে পড়েছে।

সোফাই স্টেডিয়াম নিজেই এক বিস্ময়। এর সুবিশাল ইনফিনিটি স্ক্রিন আর অত্যাধুনিক স্থাপত্য দেখে মুগ্ধ হতে হয়। ছাদ আর পিলারের মাঝের অনেকটা খোলা অংশ দিয়ে সমুদ্রের ফুরফুরে হাওয়া হুহু করে ঢুকছে, জুড়িয়ে যাচ্ছে শরীর। আটচল্লিশটা দেশের পতাকা নিয়ে যখন মাঠের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হল, পরিবেশটা তখন সত্যিই মায়াবী।

এরপর ষোলোর পাতায়

পাখির চোখে গ্যালারিতে নজর এক ইউএসএ সমর্থকের। -এএফপি

বিশ্বকাপে রঙিন দার্জিলিংয়ের 'নকশিকাঁথা'

সোয়েব আজম

দার্জিলিং, ১৩ জুন : পাহাড়ে অন্ধকার নামে ঝুপ করে। আবার দিন শুরুও হয় খুব ভোরে। তবে সামনের দেড় মাস হয়তো পাহাড়ি মানুষদের চিরাচরিত সেই নিয়মে বদল আসতে চলেছে। সৌজন্যে মেক্সিকো, কানাডা ও আমেরিকায় শুরু হওয়া ফুটবল বিশ্বকাপ। রাত-ভোরে ফুটবল উন্মাদনায় মেতে উঠতে তৈরি শৈলরানি দার্জিলিং।

পাহাড়ের গাড়িগুলোতে উড়তে শুরু করেছে ঝকঝকে নতুন পতাকা। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, পর্তুগাল, জার্মানির। শুধু গাড়ি নয়, কার্সিয়াংয়ের পর রাস্তার ধারের বাড়িতে বাড়িতে নজর কাড়ছে ফুটবল বিশ্বের রঙিন পতাকার উপস্থিতি।

ফুটবল বিশ্বের পতাকায় মুড়েছে দার্জিলিংয়ের পথ। -সংবাদচিত্র

প্রথম দর্শনে ব্রাজিল সমর্থকদের পাল্লা ভারী মনে হচ্ছিল। তবে ভুল ভাঙালেন চকবাজারে গোলঘরের পেছনের গলির দোকানদার অনিল ভিত্রিকটি, 'পর্তুগালকে নিয়ে এবার উন্মাদনা অনেক বেশি। জার্সি, স্কার্ফ, ব্যানার, টুপি- পর্তুগালের যে ক'টা সামগ্রী ছিল সব শেষ। রোজ পরিচিত লোকজন আসছেন, ঘুরিয়ে দিতে হচ্ছে।'

এরপর ষোলোর পাতায়

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নতুন কোনও বিনিয়োগ করার আগে অভিজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে নিন। মায়ের পরামর্শে দীর্ঘদিনের কোনও সাংসারিক সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। কোনও নতুন বন্ধু পেয়ে খুশি হবেন। সংগীত ও অভিনয়শিল্পীদের জন্য সপ্তাহটি উল্লেখযোগ্য হতে পারে। বাবার স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন। সংসারের ছোটখাটো সমস্যায় বেশি মাথা ঘামাবেন না। বেহিসাবি খরচ থেকে সতর্ক থাকুন।

বৃষ : বন্ধুর অসামান্য সৃজনমূলক কাজের জন্যে গর্বিত হবেন। অতি আকাঙ্ক্ষায় সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। পুরোনো কোনও রোগের চিকিৎসায় সাফল্য আসবে। নতুন কোনও দায়িত্ব কাঁধে চাপতে পারে। প্রিয়জনের সঙ্গে কথাবার্তার ভুলে দূরত্ব তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা। এ সপ্তাহে আর্থিক পরিস্থিতি ভালোই থাকবে। মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন।

মিথুন : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তার অবসান। সাধারণ কাজ করতে গিয়ে দুশ্চিন্তা হলেও সমাধান হবে। পিঠ ও কোমরের ব্যথায় কষ্ট বাড়বে। পেটের কারণে কোনও প্রয়োজনীয় কাজ বাতিল করতে হতে পারে। সৃজনশীল কাজে আপনার খ্যাতি বাড়বে। কাউকে কোনও গোপন পারিবারিক কথা বলে সমস্যায় পড়তে পারেন। এ সপ্তাহে টাকাপয়সা সাবধানে রাখুন।

কর্কট : দূরের প্রিয়জনের সুসংবাদে মানসিক শান্তি। জমি নিয়ে আইনি সমস্যা মিটে যাবে। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি। সংসারে নতুন অতিথির আগমনে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। সংসারে পূজার্চনার উদ্যোগ গ্রহণ। অলসতার কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। সপ্তাহের শুরুতে খরচ বাড়লেও শেষের দিকে আর্থিক স্থিতি আসবে।

সিংহ : সামান্য কারণে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। নতুন গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত। প্রেম নিয়ে দুশ্চিন্তা বাদ দিন। কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছ থেকে বড় কোনও সুযোগ পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে বাড়িতে সামান্য মতপার্থক্য হলেও, পরে পরিবারের সদস্যরা মেনে নেবে। কর্মপ্রার্থীরা আকর্ষণীয় চাকরির সুযোগ পেতে পারেন।

কন্যা : কোনও দুষ্ট ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস করে সমস্যায় পড়তে পারেন। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পেরে মানসিক শান্তি পাবেন। দীর্ঘদিনের পুরোনো বন্ধুকে খুঁজে পেয়ে আনন্দ। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের দক্ষতার পুরস্কার পাবেন। পারিবারিক ছোটখাটো সমস্যা উপেক্ষা করে আনন্দে থাকার চেষ্টা করুন।

তুলা : বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে পারে। পেটের কারণে কোনও প্রয়োজনীয় কাজ বাতিল করতে হতে পারে। নতুন বাড়ি তৈরিতে আর্থিক খরচ বাড়বে। দীর্ঘদিন পর আটকে থাকা কোনও নথি হাতে পেয়ে স্বস্তি পাবেন। সরকারি চাকরিজীবীদের বহুদিন ধরে দেখা কোনও স্বপ্ন এ সপ্তাহে বাস্তব হবে।

বৃশ্চিক : পরিবারের সকলের মন জয় করার চেষ্টা করে নিজে কোনও বয়স্কজনের ব্যবহারে কষ্ট পাবেন। মূল্যবান দ্রব্য হারাতে পারে। প্রেমের সমস্যা কেটে যাবে। ব্যবসার কারণে ব্যাংক ঋণ এ সপ্তাহে মঞ্জুর হতে পারে। পাওনাও আদায় হওয়ায় স্বস্তি মিলবে। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সুনাম বৃদ্ধি পাবে।

ধনু : উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হলে এ সপ্তাহে কোনও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া প্রয়োজন। ভাইবোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের অবসান হওয়ায় মানসিক শান্তি লাভ। খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্তদের এ সপ্তাহে চাকরির সুযোগ মিলতে পারে। স্ত্রীর সহযোগিতায় সংসারে ভুল বোঝাবুঝি মিটবে।

মকর : পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ সফল হবে। সন্তানদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্যে দুশ্চিন্তা থাকবে। নতুন কোনও ব্যবসা শুরু করবার আগে পরামর্শ করে নিন। কর্মক্ষেত্রে অচলাবস্থা কেটে যাবে। অংশীদারি ব্যবসায়ী ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে।

কুম্ভ : আপনার কোনও কাজের ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে। কর্মজীবনে বড় পরিবর্তন আসতে চলেছে। তোষামোদপ্রিয় কোনও ব্যক্তির বুদ্ধিতে কাজ করে অনুশোচনা করতে হতে পারে। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় ভুল বুঝে সমস্যা হতে পারে। ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণে বিশেষ সাফল্যের কারণে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন।

মীন : কর্মক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষের বিরোধিতায় না গিয়ে আপস আলোচনায় সমস্যা মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন। নতুন গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়িত হবে। উচ্চশিক্ষায় বিশেষ সাফল্যে বিদেশযাত্রায় সুযোগ মিলতে পারে। সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন। এ সপ্তাহে পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ভাঃ ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪ জুন ২০২৬, ৩০ জেঠ, সংবৎ ১৪ জ্যৈষ্ঠ বদি অধিক, ২৮ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৫, অঃ ৬।২০। রবিবার, চতুর্দশী দিবা ১১।৩৩। রোহিণীনক্ষত্র রাত্রি ১০।৪০। ধৃতিযোগ দিবা ১।৩৩। শকুনিকরণ দিবা ১১।৩৩ গতে চতুষ্পাদকরণ রাত্রি ১০।১৯ গতে নাগকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ১০।৪০ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, দিবা ১১।৩৩ গতে ঈশানে। বারবেলাদি ৯।৫৭ গতে ১।১৬ মধ্যে। কালরাত্রি ১২।৫৭ গতে ২।১৬ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৭।৫৭ গতে দক্ষিণেও নিষেধ, দিবা ৯।৫৭ গতে যাত্রা নাই। দিবা ১।১৬ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট এবং অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমাবস্যার নিশিপালন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৪।৩৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৮ গতে ৯।২৮ মধ্যে ও ১২।৮ গতে ২।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৭ মধ্যে ও ১০।৩৮ গতে ১২।৪৬ মধ্যে।

রায়গঞ্জ আউট, ডালখোলা ইন

এইমস তৈরির জায়গা নিয়ে নতুন জল্পনা

রণবীর দেব অধিকারী

রায়গঞ্জের পানিশালায় এইমসের জন্য প্রস্তাবিত ছিল এই জমি।

রায়গঞ্জ, ১৩ জুন : এইমস তুমি কার? কোচবিহার, জলপাইগুড়ির নাকি উত্তর দিনাজপুরের? প্রথম থেকে এইমস ধাঁচের হাসপাতালের জন্য প্রস্তাবিত জমি চিহ্নিত ছিল রায়গঞ্জের পানিশালায়। কিন্তু এবার এইমসের জন্য জমি খোঁজা হচ্ছে ডালখোলা সংলগ্ন এলাকায়। জেলার নবনির্বাচিত বিজেপির চার বিধায়ক ও রায়গঞ্জের সাংসদ মিলে রবিবার কলকাতায় এই রাজ্যে দলের পর্যবেক্ষক সুনীল বনসলের সঙ্গে জেলার সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। সূত্রের খবর, সেখানেই এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

সেই ২০০৮ সাল থেকে তৎকালীন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির সৌজন্যে রায়গঞ্জের পানিশালায় এইমস ধাঁচের হাসপাতাল গড়ে ওঠার স্বপ্ন দেখছেন উত্তর দিনাজপুরের মানুষ। পানিশালায় ওই হাসপাতাল তৈরির জন্য প্রস্তাবিত জমি চিহ্নিত করে ৮২৩ কোটি টাকা বরাদ্দও করেছিল তৎকালীন কেন্দ্র সরকার। কিন্তু জমি অধিগ্রহণ নিয়ে প্রথমে বাম ও পরে তৃণমূল সরকারের টালবাহানায় শেষপর্যন্ত ওই প্রকল্প চলে যায় নদিয়ার কল্যাণীতে। সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রচারে অন্যতম প্রধান ইস্যু ছিল উত্তরবঙ্গে এইমস স্থাপন। এরপর রাজ্যে পদ্ম সরকার বসতেই ফের এইমস নিয়ে আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেন উত্তরের মানুষ। মুখ্যমন্ত্রীর তখতে বসেই শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, স্থানীয় বিধায়ক ও সাংসদদের সঙ্গে আলোচনা করে উত্তরবঙ্গে দ্বিতীয় এইমস ধাঁচের হাসপাতাল গড়ার জন্য কেন্দ্রের কাছে দ্রুত প্রস্তাব পাঠানো হবে। এরপর থেকেই উত্তরবঙ্গের জয়ী বিজেপির বিধায়ক ও সাংসদরা নিজের নিজের জেলায় ওই হাসপাতাল টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগেন। যে কারণে শেষপর্যন্ত কোথায় ওই হাসপাতাল গড়ে উঠবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে।

উত্তর দিনাজপুরে এই হাসপাতাল স্থাপনের সপক্ষে এই জেলার পদ্ম বিধায়করা যে যুক্তিগুলি রেখেছেন তা হল, উত্তরবঙ্গের মধ্যে গৌড়বঙ্গের তিন জেলা— মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছিয়ে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও দার্জিলিংয়ের মানুষ তবু শিলিগুড়িতে গড়ে ওঠা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ পান। কিন্তু দূরত্ব ও যোগাযোগের সমস্যার কারণে মুর্শিদাবাদের একাংশ ও গৌড়বঙ্গের মানুষ সেই পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। তাই তাঁরা উত্তর দিনাজপুরেই এইমস হওয়ার সপক্ষে দাবি জানিয়েছেন।

যদিও তাঁরা চাইছেন, পানিশালার বদলে এইমস হোক ডালখোলাতে। সূত্রের খবর, তাঁরা মনে করছেন ডালখোলা থেকে বিহারের পূর্ণিয়া বিমানবন্দর মাত্র ৪৫ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টার পথ। সেখান থেকে দেশের যে কোনও বড় শহরের বিমান যোগাযোগ রয়েছে। তাছাড়া ডালখোলায় এইমস হলে সমগ্র উত্তরবঙ্গ তো বটেই, তার পরিষেবা পেতে সুবিধা হবে মুর্শিদাবাদ সহ গৌড়বঙ্গের তিন জেলা, পার্শ্ববর্তী বিহার, ঝাড়খণ্ড ও অসমের মানুষেরও। রবিবারের বৈঠকে উপস্থিত জেলার এক বিধায়ক বলেন, 'রায়গঞ্জের বদলে ডালখোলায় হলে পূর্ণিয়া এয়ারপোর্ট যেমন কাছে পাওয়া যাবে তেমনই শিলিগুড়ি সহ উত্তরের বাকি জেলাগুলিরও ৫০ কিমি দূরত্ব কমবে।' জেলার বিধায়ক ও সাংসদরা ডালখোলায় ওই প্রকল্পের জন্য জমি দেখছেন। জমি চিহ্নিত হলে তা জেলা প্রশাসনকে দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ওই জমিতে এইমস ধাঁচের হাসপাতাল করার প্রস্তাব পাঠাবেন। মুখ্যমন্ত্রী রাজি হলেই জমি প্রস্তুত করে তিনি সেই প্রস্তাব কেন্দ্রের কাছে পাঠাবেন।

- জেলার পদ্ম বিধায়করা মনে করছেন, ডালখোলা থেকে বিহারের পূর্ণিয়া বিমানবন্দর মাত্র ৪৫ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টার পথ
- ডালখোলায় এইমস হলে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে পরিষেবা পাবে মুর্শিদাবাদ সহ গৌড়বঙ্গের তিন জেলা, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও অসমও
- ইতিমধ্যেই জেলার বিধায়ক ও সাংসদরা মিলে ডালখোলায় ওই প্রকল্পের জন্য জমি দেখছেন বলে খবর

পাত্র চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 40+, W.B.Govt. চাকরিরতা Class-2 Officer, নামমাত্র ডিভোর্সি, Army/ রাজ্য/Central Govt. চাকরিরত, 40-43 সুপাত্র কাম্য। পিতা Ex-Defence, মাতা গৃহবধূ। ঘটক/Matrimoni চাই না। (M) 9832417887. (C/113798)

■ কায়স্থ, 31+/5', B.Sc. (CU), ফর্সা, সুন্দরী, কেঃ সঃ চাঃ (Group-C) পাত্রীর সরকারি চাকরিজীবী সুপাত্র কাম্য। মালদা অগ্রগণ্য। ঘটক/ম্যাট্রিমনি বাদে। (M) 8972794026. (C/122198)

■ শিলিগুড়ি-শিবমন্দির নিবাসী, বয়স ২৬, ফর্সা, সুন্দরী, ৫'-৮", M.A., B.Ed., বর্তমানে NBU থেকে Ph.D. করছে। সুপাত্র চাই। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। Ph : 7364832609. (C/122199)

■ রায়গঞ্জ নিবাসী, 27/5'-4", B.A., B.Ed., বেঃ সঃ স্কুলে কর্মরত, সুশ্রী, ফর্সা, একমাত্র পাত্রীর জন্য সঃ চাকরিজীবী বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 7908964458. (C/122306)

■ পাত্রী উচ্চবংশীয় ভরদ্বাজ গোত্রের এবং একমাত্র কন্যা। 5'-3"/31, M.A., M.Sc., বর্তমানে চাকরিরত। বাবা ও মা জীবিত। শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি। দাবিহীন, ছোট পরিবার ও সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। শীঘ্র বিবাহে আগ্রহী। (পাত্র শিলিগুড়ি বা জলপাইগুড়ির অগ্রগণ্য)। (M) 8388094161. (M/M)

■ কায়স্থ, ২৭+/৫'-৩", M.Tech., একমাত্র কন্যা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, Private Bank কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, সরকারি চাকরিজীবী, কায়স্থ, অনূর্ধ্ব ৩৩ পাত্র কাম্য। (M) 9436677253. (C/122310)

■ আলিপুরদুয়ার, কায়স্থ, পিতা Ex-Rly. Officer, 33/5'-1", B.Com. (H), সুশ্রী কন্যার জন্য প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (M) 7797459196 (5 P.M. - 10 P.M.). (C/122018)

■ কায়স্থ, 32+/5'-7", Triple M.A., B.Ed., (একমাত্র কন্যা), শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। কোচবিহার শহর অগ্রগণ্য। (M) 8389988877, 8617473211. (C/121442)

■ কায়স্থ, 29+/5'-3", B.A. (Hons., Journalism), প্রকৃত সুন্দরী, ফর্সা, সাংসারিক, একমাত্র সন্তান পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/উচ্চ পদস্থ সঃ কর্মী, শিলিগুড়ি নিবাসী (30-32 মধ্যে) সুপাত্র কাম্য। (M) 9775125875.

■ পাল, 25+/5'-2", M.Sc., B.Ed., সুশ্রী, শান্ত স্বভাবের পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 31-এর মধ্যে সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। কোচবিহার, তুফানগঞ্জ অগ্রগণ্য। মোঃ 9002938003. (D/S)

■ পাত্রী ২৯+/৫'-৪", শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ফর্সা, Software Engineer, বর্তমানে ব্যাঙ্গালোরে চাকরিতা পাত্রীর জন্য লম্বা উপযুক্ত পাত্র চাই। শুধুমাত্র অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। (M) 9434177077, 6294634215. (C/122324)

■ জেনারেল, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, 28/5'-1", DMLT, হাসপাতালে কর্মরতা। সঃ চাকুরে/ প্রঃ ব্যবসায়ী/হাসপাতালে কর্মরত পাত্র চাই। কলকাতা চলিবে। (M) 9531624931. (U/D)

■ কায়স্থ, জলপাইগুড়ি, 27/5'-2", সুন্দরী, M.A. (Eng., B.Ed.), বাবা-মা সঃ চাকুরে. প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। (M) 9883156237. (U/D)

■ পাত্রী সুশ্রী, M.Sc., 28/5'-5", সঃ চাকুরে পাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। নো ম্যাট্রিমনি। Mob : 8016597471. (C/121587)

পাত্র চাই

■ পাত্রী মালদা নিবাসী, 36/5'-3", ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, কর্মরতা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, বৈষ্ণব। উপযুক্ত চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। ফোন নং-8509874235. (C/122171)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 31/5'-5", B.Sc. (Zoology Hons.), পাত্রীর জন্য (সরকারি/বেসরকারি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা), নেশাহীন উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9614163760. (U/D)

■ পাল, 24, M.A. পাশ, ঘরোয়া, সুন্দরী, বাড়িতে টিউশন পড়ায়, পিতা Late, মাতা পেনশনভুক্ত, মধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9733066658. (C/122220)

পাত্র চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, গন্ধবণিক, বয়স 23+, M.A. (ইতিহাস), সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। কোনও কাস্ট বার নেই। (M) 9064542652. (C/122315)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, উচ্চশিক্ষিতা, সুদর্শনা, ব্রাহ্মণ, 31, মাঙ্গলিক কাটানো আছে। উত্তরবঙ্গ নিবাসী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 8597333044. (C/113817)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫+, সুন্দরী, শিক্ষিতা, নিজস্ব জব কন্সালটেন্সির ব্যবসা করেন। এইরূপ ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9242295120. (C/122220)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, MBA, সরকারি ব্যাংক-এ কর্মরতা, গানে বিশারদ। এইরূপ পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী যোগ্য পাত্র চাই। 9382435745. (C/122234)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৩, M.A. (English), প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা। এইরূপ ঘরোয়া পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী যোগ্য পাত্র চাই। 9242398532. (C/122341)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯, B.Tech., ব্যাঙ্গালোরে MNC-তে কর্মরতা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 9242547789. (C/122341)

পাত্র চাই

■ পাত্রী B.A., Eng.(H), 36/5', SC, SBI স্থায়ী কর্মী। এক বোন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI কর্মী। মা গৃহিণী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 6295933518.

■ উত্তরবঙ্গের রাজবংশী পরিবারের কন্যাসন্তান, ২৫, B.Tech. পাশ ও বর্তমানে গভঃ ব্যাংক-এ চাকরিরতা। যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/122220)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, B.Tech. পাশ ও বর্তমানে নামী MNC-তে চাকরিরতা। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/122220)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫ বছর, MBBS, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, মাতা গৃহবধূ। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7029241726. (C/122330)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫ বছর, B.Sc., ভালো গান জানে, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9091607897. (C/122330)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭ বছর, গৃহকর্মে নিপুণা, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 6297245926. (C/122330)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩০, সরকারি দপ্তরে কর্মরতা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 6297245926. (C/122330)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৪ বছর, M.A., ভালো গান জানে, অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9239329826. (C/122330)

■ বয়স ২৬+, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, শিক্ষিতা, সুন্দরী ও প্রাইভেট স্কুলে শিক্ষিকা। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/122220)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৪+, ব্রাহ্মণ, গুয়াহাটি-তে প্রাইভেট কলেজ-এ চাকরিরতা পাত্রীর জন্য ব্রাহ্মণ, কায়স্থ যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 8822987763. (C/122220)

■ কায়স্থ, 31/5'-4", B.Tech., SBI Bank কর্মরতা, পরমা সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত ভালো পরিবারের পাত্র চাই। 9330848518. (C/122220)

■ জন্ম ১৯৯৭, শিলিগুড়ি নিবাসী, হিন্দু বাঙালি, প্রাইভেট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 8597728234. (C/122220)

■ জন্ম ১৯৯৬, নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ICDS-এর সুপারভাইজার পদে কর্মরতা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9242295120. (C/122220)

■ কায়স্থ, 29/5', M.A. পাশ, ফর্সা, সুন্দরী, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। পাত্রপক্ষ সরাসরি যোগাযোগ করবেন। (M) 8967160511.

■ কায়স্থ পাত্রী, 40/5'-3", সরকারি চাকরিরতার জন্য সরকারি/বেসরকারি উচ্চপদস্থ ডিভোর্সি, নন ডিভোর্সি, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি মধ্যে পাত্র কাম্য। (M) 9434629303, 9734772859 (7 P.M.-10 P.M.).

■ কোচবিহার নিবাসী, ব্রাহ্মণ, 30/5'-7", M.Sc. and LLB (IIT Kharagpur) সুশ্রী, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। বর্তমানে দিল্লীতে MNC-তে কর্মরত। (M) 6290692103, 7439873458. (C/121435)

■ বৈশ্য সাহা, ৩৪/৫'-২", Ph.D., Central Govt. নবোদয় স্কুলের শিক্ষিকা (স্থায়ী)। অনূর্ধ্ব ৩৮, নবোদয় শিক্ষক/কেঃ সঃ চাঃ/উপযুক্ত পাত্র চাই। (উত্তরবঙ্গ নিবাসী অগ্রগণ্য)। (M) 9475039939. (C/122331)

■ উত্তরবঙ্গ, ডিভোর্সি, পাত্রী ৩৮+, রাজ্য সরকারি গ্রুপ-ডি চাকরিজীবী। নিজস্ব বাড়ি বর্তমান। পাত্র কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 7679478988. (C/122220)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সুশ্রী, ফর্সা, ২৭ বছর বয়সি, MBA পাশ এবং বর্তমানে একটি বেসরকারি হাসপাতালে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পদে কর্মরতা। শিক্ষিত, ভদ্র, সচ্চরিত্র ও প্রতিষ্ঠিত যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/122220)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সুশ্রী, ২৮+, M.Com. পাশ ও বর্তমানে প্রাইভেট স্কুলে শিক্ষিকা। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/122220)

পাত্রী চাই

■ সরকার, মাঃ ব্যাঃ, 35+/5'-6", গাড়ি ও ফুলের নার্সারি ব্যবসা। পিতা পেনশনার। পাত্রী ঘরোয়া, সত্বর বিবাহ, দাবিহীন। (M) 7699172636. (C/113815)

পাত্রী চাই

■ বৈশ্য সাহা, 38, Grocery Shop, (নিজ বাসস্থানে), উচ্চমাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ পাত্রের জন্য ঘরোয়া ও সমতুল্য পাত্রী প্রয়োজন। ঘটক ও ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (M) 8509629799. (C/122188)

■ ব্রাহ্মণ, 27+, স্নাতক, 5'-7", প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের পুরোহিত, সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্রের ন্যূনতম মাধ্যমিক, সুশ্রী, ফর্সা, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9749302287. (S/C)

■ কায়স্থ, 35+/5'-7", B.Tech., M.Design, Bangalore-এ কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। Mob : 9434121169. (C/122301)

■ কায়স্থ, বিএ পাশ, ব্যবসায়ী, 34+, রায়গঞ্জ নিবাসী পাত্রের জন্য উপযুক্ত কায়স্থ পাত্রী চাই। যোগাযোগ- 9734888889. (C/122312)

■ পাত্র ব্যবসায়ী নিজস্ব বাড়ি, শিলিগুড়ি নিবাসী (যাদব ঘোষ) ৩৫ উর্ধ্ব ঘরোয়া, সংসারী পাত্রী চাই (ঘোষ বা অন্য কাস্টের চলবে)। 9641094794, সকাল 10 টার মধ্যে, রাত 9 টার পর। (C/122317)

■ কায়স্থ, 37+/5'-1", গৃহশিক্ষকতা, পাত্রী কাম্য। 7432934723. (C/122309)

■ জেনারেল, 40/5'-7", দেবারিগণ, বৃশ্চিক, ডিভোর্সি, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, B.Com.(H), MNC-তে কর্মরত। যোগ্য পাত্রী কাম্য। কোচবিহার। 9614197675. (C/121440)

■ পাত্র কায়স্থ, নামমাত্র বিবাহে ডিভোর্সি, 36/5'-6", (দাস), ব্যবসায়ী, H.S.Pass, ডিভোর্সি, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 7583915490, 9547716813, ওদলাবাড়ী নিবাসী। (M/G)

■ বৈদ্য, 32/5'-9", MBA, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, নিজস্ব বাড়ি, একমাত্র সন্তান, বেঃ সঃ চাকরি, পাত্রের জন্য শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 8927619270. (C/122020)

■ কায়স্থ ঘোষ, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 32/5'-8", একমাত্র ছেলে, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, MBBS, MD ডাক্তার পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা, ঘরোয়া পাত্রী চাই। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (M) 9434117944. (C/122021)

■ অধ্যাপক, কায়স্থ, বয়স 45, অবিবাহিত, উচ্চতা 5'-8", অনূর্ধ্ব 38 পাত্রী চাই। শিলিগুড়ি। (M) 9242542940. (C/122344)

■ পাত্র জলপাইগুড়ি, ব্রাহ্মণ, 33/5'-10", B.Tech./MNC/ Kol. উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। সুন্দরী, শিক্ষিতা, পাত্রী কর্মরতা অগ্রগণ্য। (M) 9609982551. (C/121584)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কায়স্থ, ঘোষ, B.A., একমাত্র পুত্র, 35/5'-6", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। Caste no bar. (M) 7318752630. (C/121582)

■ প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক, 35/5'-11", রায়গঞ্জ নিবাসী, শিলিগুড়িতে কর্মরত পাত্রের জন্য বাঙালি পাত্রী চাই। 8759291044. (C/122326)

■ পাত্র রাজবংশী, 28/5'-10", BE, সরকারি ব্যাংক কর্মী, পিতা Retd. LIC Officer, মা স্কুল শিক্ষিকা, একমাত্র সন্তানের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। সরাসরি যোগাযোগ। 9476358685. (C/122327)

■ গন্ধবণিক, 30+/5'-5", B.Tech., IT-তে কর্মরত পাত্রের জন্য কর্মরতা উপযুক্ত পাত্রী চাই। সরাসরি যোগাযোগ-9434600535. (C/122328)

■ রাজবংশী ক্ষত্রিয়, 41 বৎসর, 5 ফিট 6", জানুয়ারি 2011 হইতে জলপাইগুড়িতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থায়ী শিক্ষক, দাবিহীন, যে কোনও কাস্ট-এর ন্যূনতম মাধ্যমিক পাত্রী চাই। মোঃ 9733631106. (C/122343)

পাত্রী চাই

■ সুদর্শন, সরকারি ব্যাংক অফিসার পাত্রের (32) জন্য ফর্সা, সুন্দরী, অনূর্ধ্বা 28, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। 8584856482. (C/122329)

■ পাত্র কায়স্থ ঘোষ, বয়স 35, উচ্চতা 5'-6", H.S., বেঃ সরকারি চাকুরে, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ফর্সা, ঘরোয়া, 5'-2"/25-এর মধ্যে H.S. পাত্রী কাম্য। Mob. No. 9832692325 (7 P.M.-10 P.M.). (A/B)

■ EB, কায়স্থ, দিল্লী, 41/5'-8", Mass Com Asst. Editor Hindustan Times. 37 মধ্যে শিক্ষিতা, সুশ্রী, কর্মরতা/ঘরোয়া, দিল্লী থাকতে ইচ্ছুক পাত্রী কাম্য। Mob : 8860159644, শিলিঃ/জলপাইঃ অগ্রগণ্য। (K)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৪ বছর, MBA, সরকারি ব্যাংক-এ উচ্চপদে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7029241726. (C/122330)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৪ বছর, M.Tech., রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9091607897. (C/122330)

■ ব্রাহ্মণ, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮ বছর, MBA, সরকারি দপ্তরে উচ্চপদে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 6297176324. (C/122330)

পাত্রী চাই

M.Sc., Ph.D., বয়স 33+, উচ্চতা 5'-8", বেঃ সঃ কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। চাকরিরতা অগ্রগণ্য। (M) 8509434404.

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯ বছর, M.Tech., রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 6297176324. (C/122330)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৩ বছর, রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এইরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9239329826. (C/122330)

■ ৩৪/৫'-৫", কায়স্থ, MBA, HDFC-তে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য ফালাকাটা সংলগ্ন সুপাত্রী কাম্য। মা পেনশনভোগী। 8597519854. (B/S)

■ কায়স্থ, 36, BCA, 5'-7", IT সেক্টরে জব করে। ডিভোর্সি, সুদর্শন পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9126261977. (C/122333)

■ কায়স্থ, 40/5'-11", সুদর্শন, নেশাহীন, 40,000/- PM, সুন্দরী পাত্রী চাই 25-39, 9475342240. (C/122335)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.Tech. পাশ ও সেন্ট্রাল গভঃ এয়ারপোর্ট অথরিটিতে কর্মরত। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। দাবিহীন। (M) 9330394371. (C/122220)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮+, বাঙালি, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী এবং গুয়াহাটি-তে পোস্টিং পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 8822987763. (C/122220)

■ ঘোষ, 34, শিলিগুড়ি নিবাসী, Cent. Govt. FCI বিভাগে অফিসার পদে কর্মরত, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, পাত্রের জন্য ভদ্র পাত্রী চাই। 9733088858. (C/122220)

■ নমশূদ্র, 29/5'-8", M.Sc. (Agri.) অ্যাগ্রিকালচার অফিসার, উত্তরবঙ্গে কর্মরত, সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9836935367. (C/122220)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, হিন্দু বাঙালি, ৩২, M.Com. পাশ, সরকারি ব্যাংকে কর্মরত। এইরূপ পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী, যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 8597728234. (C/122220)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৭+, ডিভোর্সি, গভঃ ব্যাংক-এ চাকরিরত ছেলের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। লোকেশন, কাস্ট নো বার। (M) 9242295120. (C/122220)

■ উত্তরবঙ্গের পাত্র, ৩১+, প্রতিষ্ঠিত ফ্যামিলি বিজনেস-এর সাথে যুক্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9242295120. (C/122220)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, ৩৫, MBA পাশ করে সেন্ট্রাল গভঃ-এর অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট-এ কর্মরত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/122220)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৪, MCA ও বর্তমানে নামী IT কোম্পানীতে কর্মরত। এইরূপ হিন্দু বাঙালি পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/122220)

■ উত্তরবঙ্গ, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, পাত্র ৪৫+, রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী ও নিজস্ব ব্যবসা আছে। পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 7679478988. (C/122220)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, জন্ম ১৯৯৩, CPWD-তে ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত। এইরূপ হিন্দু বাঙালি পরিবারের উপযুক্ত সন্তানের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/122220)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩০, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ-এ অফিসার পদে কর্মরত, কলিঃ-তে ফ্ল্যাট। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই, দাবিহীন। 9382435745. (C/122341)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, M.Tech., নামী MNC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, এরূপ পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। 9242547789. (C/122341)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৩ বছর বয়সি, MBBS পাশ এবং বর্তমানে সরকারি হাসপাতালে Medical Officer (GDMO) পদে কর্মরত। সুশিক্ষিতা, ভদ্র ও যোগ্য পাত্রী কাম্য। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/122220)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 33, MBA, সরকারি ব্যাংক-এ ম্যানেজার, এরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য, দাবিহীন। 8637896519. (C/122341)

■ কোচবিহার, একমাত্র পুত্র, নিজস্ব ব্যবসা (Auction), মা ও ছেলে, মা পেনশনার (Govt.), 36 মধ্যে সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9832539450. (C/122342)

■ নন্দী, 34, বেসঃ চাকরিরত, দাবিহীন পাত্রের জন্য গ্রাম্য ও দরিদ্র ঘরোয়া, ফর্সা পাত্রী চাই। (M) 8972035317. (C/122221)

■ পাত্র পাল, 33/5'-6", B.A. Pass, HDB Bank-এ কর্মরত। সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। Ph.No. 8597846421. (C/122222)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। No call matrimony. মোঃ ৮৯০০৫৩৪৬১৯. (C/122345)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 1999/-, Unlimited Choice. 9038408885. (C/122220)

■ মিলন ওয়েডলক ম্যাট্রিমনি সেন্টার। কলিকাতা, শিলিগুড়ি, গুয়াহাটি ও দুর্গাপুর। সম্পূর্ণ অফলাইন ম্যাট্রিমনি। ফ্রি রেজিস্ট্রেশন। (M) 9239500117. (C/121775)

উত্তর নিয়ে স্বপ্ন রিয়েল এস্টেট দুনিয়ার

সৌভিক সেন

শিলিগুড়ি, ১৩ জুন : বছরের পর বছর পিছিয়ে থাকা একটি অঞ্চলের উন্নতির স্বার্থে এক ছাদের নীচে সবাই। উত্তরবঙ্গ, বিশেষ করে শিলিগুড়িকে ঘিরে তাঁদের দু'চোখ ভরা স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন দেখার স্পর্ধা জোগাচ্ছে রাজ্যের নতুন সরকার। ঘোষণা হয়েছে এইমস, আইআইটি, আইআইএম, ক্যানসার হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান তৈরি হবে এই অঞ্চলে। দুটো মেডিকেল কলেজ পাচ্ছে দুই জেলা। অভিজ্ঞতার ঝুলি ভর্তি কিছু মানুষ শনিবার কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি (সিআইআই)-র মঞ্চ থেকে উত্তর-পূর্বের এই প্রবেশদ্বারকে 'ফিউচার রেডি অফ রিয়েল এস্টেট' বলে যখন আখ্যা দিলেন, তখন দর্শকাসন থেকে ওঠা হাততালির সুর বুঝিয়ে দিল 'বঞ্চিত', 'পিছিয়ে পড়া' তকমা ঝেড়ে ফেলতে বদ্ধপরিকর সকলেই।

ইস্টার্ন বাইপাসের একটি বিলাসবহুল হোটেলে আয়োজিত দু'দিনের 'আরবান হরাইজনস-২০২৬, সিআইআই নর্থবেঙ্গল রিয়েল এস্টেট সামিট-২০২৬'-এর সুর প্রারম্ভিক ভাষণে বেঁধে দিয়েছিলেন সংস্থার উত্তরবঙ্গ জোনাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সতীশ মিক্রকা। তারপর একে একে বিশিষ্টরা বক্তব্য রেখেছেন। অন্যতম আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানটি ছিল গোধূলিবেলায়। আলোচনা সভায় বক্তা হিসেবে ছিলেন নরেশ আগরওয়াল, চন্দনা রায়চৌধুরী, নীনা বসু, সুদীপ চক্রবর্তী, প্রদীপ পুরোহিত, দীপক আগরওয়াল ও মুকেশ আগরওয়াল। প্রত্যেকেই আবাসন শিল্পের সঙ্গে জড়িত। এছাড়াও, ছিল কানায় কানায় ভর্তি দর্শকাসন। উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় শিলিগুড়ি তথা গোটা উত্তরের কথা বারবার উঠে আসছিল নীনা, প্রদীপদের কথায়।

নতুনভাবে তৈরি হচ্ছে বাগডোগরার বিমানবন্দর। ভোল বদলাচ্ছে নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশনের। বুলেট ট্রেন, চিকেন নেকের নিরাপত্তার বাড়তি নজর ইত্যাদি উদ্যোগ দেশ-বিদেশের তাবড় রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের নজর কাড়ছে শিলিগুড়ির প্রতি।

একইরকমভাবে সেবক-রংপো প্রকল্প ও হিলসিটির পরিকল্পনা দার্জিলিং-কালিম্পংয়ে গুরুত্ব বাড়িয়েছে। অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ারে হাসিমারা এয়ারপোর্ট আর হসপিটালিটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুযোগ, মালদায় উন্নত রেল ও সড়ক যোগাযোগ এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা, কোচবিহারে সীমান্ত বাণিজ্যের সম্ভাবনা ও হেরিটেজ টুরিজমের সুযোগ-সম্ভাবনা রয়েছে বিস্তর।

শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসের একটি হোটেলে সিআইআই-এর রিয়েল এস্টেট সামিট। শনিবার ।

নীনা বলছিলেন, 'রিয়েল এস্টেট মানে শুধুমাত্র জমি কেনা, তারপর সেখানে ইমারত তৈরি নয়। একটি সম্পূর্ণ বাস্তুতন্ত্র গড়ে তোলাই লক্ষ্য হওয়া উচিত একজন বিল্ডারের। গ্রাহকদের সুবিধা-অসুবিধা মাথায় রেখে তাঁদের 'আমার বাড়ি' উপহার দিতে হবে। শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গের 'অ্যাঙ্কর সিটি'। এই ক্ষেত্রের সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের এগিয়ে আসতে হবে অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য।'

লক্ষ্মী টাউনশিপের ডিরেক্টর সুদীপ জানালেন, তাঁরা আরও নতুন নতুন কাজ করবেন শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায়। দ্বারকা গ্রুপের ডিরেক্টর দীপক মঞ্চ থেকে সরকারের কাছে আর্জি রাখলেন, 'সিঙ্গল উইন্ডো পদ্ধতি তো অবশ্যই দরকারি। সঙ্গে আরও একটি দিকে নজর দেওয়া উচিত। কাজ করতে গেলে বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন নিয়মের মুখোমুখি হতে হয়। সমস্ত দপ্তর মিলে যদি একটি নির্দিষ্ট নিয়মের তালিকা তৈরি করে, তবে আমরা উপকৃত হব।'

স্টার সিমেন্টের সিওও প্রদীপ বলছিলেন, 'আমরা উত্তরবঙ্গে উন্নতির সমস্ত সম্ভাবনা দেখতে পাই। সরকারি বড় বড় প্রকল্প, হোটেল-ওয়্যারহাউস-কারখানা নির্মাণে বিনিয়োগের ঝোঁক এবং আরও ভালো জীবনযাপনের চাহিদা আমাদের মতো ব্যবসায়ীদের আত্মবিশ্বাস জোগায়।' ফিদারলাইট বিল্ডকোনের তরফে মুকেশ সবচেয়ে মোক্ষম কথাটি বললেন, 'উত্তরবঙ্গ, বিশেষত শিলিগুড়ির অবস্থান একে বাকিদের থেকে আলাদা করে।'

রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় পরিবেশের নাকি ক্ষতি হয় মারাত্মক?

'ভুল ধারণা', বেশ জোর গলায় বললেন রাম নিবাস গ্রুপের নরেশ আগরওয়াল। তাঁর ব্যাখ্যা, 'রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক নিয়ম রয়েছে। সেসব আমাদের অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হয়। হতে পারে, আজ থেকে কিছু বছর আগে অনেক ভুল কাজ হয়েছে। তবে, এটুকু বলতে পারি, এই ঘরে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল মানুষ। পরিবেশের ক্ষতি না করে আমরা কাজ করি। করতে বদ্ধপরিকর।'

এনবিএসটিসি'র আর্থিক দুর্নীতিতে নিশানায় বাসকর্মীরা

ফ্রি টিকিটের 'ভুয়ো' কারবার

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৩ জুন : সরকারি নিয়মকে কাজে লাগিয়ে আর্থিক দুর্নীতি! উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) বাসে মহিলা যাত্রীদের বিনামূল্যে যাতায়াতের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে কনডাক্টরদের একাংশের বিরুদ্ধে।

অভিযোগ, বাসে মোট যাত্রীর ৭০-৮০ শতাংশ মহিলা যাত্রী দেখানো হচ্ছে। এই অস্বাভাবিক হিসেবে কার্যত চোখ কপালে উঠেছে নিগমের আধিকারিকদের। বিষয়টি নজরে আসতেই অভিযুক্ত কনডাক্টরদের কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া মাত্রই সেই হিসেব নিমেষে ৪০-৫০ শতাংশে নেমে আসে বলে খবর। মূলত বিনামূল্যে বাসযাত্রার সুযোগকে হাতিয়ার করেই এই বিপুল অর্থের দুর্নীতি করা হচ্ছে।

কীভাবে চলছে দুর্নীতি? সরকারি বাসে ওঠা মহিলাদের জিরো ব্যালেন্সের (ভাড়াহীন) টিকিট দেওয়া হয়। বাস ডিপোয় ফেরার পর কনডাক্টর সেই টিকিটের হিসেব জমা দেন। নিগমের আধিকারিকরা সেই হিসেব প্রধান কার্যালয়ে পাঠানোর পর তা পরিবহণ দপ্তরে যায়। এই হিসেবের ভিত্তিতে পরিবহণ দপ্তর নিগমকে ভাড়ার টাকা মিটিয়ে দেয়। অভিযোগ, রাস্তায় পর্যাপ্ত নজরদারির অভাবের সুযোগ নিচ্ছেন কয়েকজন কনডাক্টর। বাসে মহিলা যাত্রী না থাকলেও, ইচ্ছেমতো জিরো ব্যালেন্সের টিকিট কেটে রেখে দেওয়া হচ্ছে। পরে সেই 'ভুয়ো' হিসেব দেখিয়ে দপ্তরের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হচ্ছে। এই চক্রের সঙ্গে নিগমের আধিকারিকদের একাংশও জড়িত বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বর্তমানে এনবিএসটিসি-র ৩৬টি বাস চুক্তির ভিত্তিতে বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে চালানো হয়। এই বাসগুলিতে 'ই-পস' মেশিনের বদলে পুরোনো পদ্ধতিতে কাগজের টিকিট দেওয়া হয়। এদিকে, মহিলাদের বিনামূল্যে যাত্রার জন্য নিগমের তরফে তাঁদের নির্দিষ্ট ফরম্যাট দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, সংস্থা পরিচালিত এই বাসগুলিতেই মহিলা যাত্রীদের টিকিটের হিসেবে সবচেয়ে বেশি গড়মিল দেখা গিয়েছে। মুনাফা বাড়াতে বেসরকারি সংস্থাগুলি মহিলা যাত্রীর সংখ্যা ২০-৩০ শতাংশের জায়গায় ৬০-৭০ শতাংশ পর্যন্ত দেখাচ্ছে।

অন্যদিকে, ইতিমধ্যে মহিলাদের

সরকারি বাসে ফ্রি টিকিট হাতে মহিলা যাত্রী। -ফাইল চিত্র

বিনামূল্যে বাস পরিষেবার জন্য পরিবহণ দপ্তরের তরফে এনবিএসটিসি-কে ১২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। পরে প্রতি মাসের হিসেব অনুযায়ী দপ্তর টাকা মেটাবে। তবে দুর্নীতির রাশ টানতে কড়া অবস্থান নিয়েছে নিগম। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সংস্থা পরিচালিত বাসগুলিতে মহিলা যাত্রীর সংখ্যা ৩০ শতাংশের বেশি দেখালে, সেই সংস্থাকে আর বাস দেওয়া হবে না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নিগমের এক আধিকারিকের কথায়, 'বেসরকারি সংস্থা দ্বারা চালিত বাসগুলিতে আগে থেকেই নজরদারির অভাব রয়েছে। এই সুযোগে জিরো ব্যালেন্সের টিকিটের ভুয়ো হিসেব দিচ্ছেন কিছু কনডাক্টর।'

এ নিয়ে নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাইয়ের বক্তব্য, 'আমরা চেকিং বৃদ্ধি করব। মহিলা যাত্রীর নামে ভুয়ো জিরো ব্যালেন্সের টিকিট যাতে কাটা না হয়, তা দেখা হবে। বাসগুলিতে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হবে।'

যদিও এই পদ্ধতি কতটা বাস্তবায়িত হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কেননা, এমনিতেই নিগমে কর্মীসংকট চরমে, টিকিট চেকিং অফিসারের সংখ্যাও খুব কম। ফলে অনেক বাসেই নিয়মিত চেকিং হয় না। তাই পদক্ষেপের কথা বললেও আগামীদিনে এই ব্যবস্থার কতটা বদল হবে, তা নিয়ে ধন্দ রয়েছে। পাশাপাশি, বহু বাসে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকলেও সেগুলি বিকল। তবে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিকল ক্যামেরাগুলি দ্রুত সচল করা হবে এবং যে বাসগুলিতে ক্যামেরা নেই, সেগুলিতে নতুন করে লাগানো হবে।

ভাড়ার জন্য কমার্শিয়াল স্পেস প্রয়োজন
উদ্দেশ্য : ব্র্যান্ডের রিটেল শপ
লোকেশন: সুনীতি রোড, কোচবিহার
পছন্দ: সুনীতি রোডের বাটা স্টোরের কাছাকাছি
এরিয়া: প্রায় ৭০০ স্কোয়ার ফুট
ফ্রন্টেজ: ১২ ফুট বা তার বেশি
ভাড়া: মাসে ৫৫,০০০ - ৬০,০০০ টাকা এর মধ্যে
আগ্রহী বাড়ির মালিক / ব্রোকাররা বিস্তারিত সহ যোগাযোগ করুন।
মাইলেজ ফুটওয়্যার
মোবাইল: ৯২৩০৫ ৪৭৭১৭

হাত বাড়ালেই
Suvida
গর্ভনিরোধক পিল
ESKAG PHARMA PRIVATE LIMITED
6290 900 900 / 8017 444 555

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
সত্যমেব জয়তে
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
উদ্যোগে
জনকল্যাণ শিবির
সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প থেকে নাগরিক পরিষেবা
সব সুবিধা এক ছাদের তলায়
১৫-১৭ জুন, ২০২৬
আপনার সরকার, আপনার পাশে
18003450117 / 033-22140152
jankalyanshivirwb@gmail.com
আপনার শিবির খুঁজে পেতে স্ক্যান করুন
ICA-D853(6)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Commandant, Gorkha Bn., Siliguri, Darjeeling from bonafide suppliers/Firms/Contractors/Dealers/Co-operative SSI Unit having Govt. Registered trade license for purchasing of Stationery Articles, Forms & Printed Registers, Computer Spare Parts, Furniture & Miscellaneous Articles of this office vide Tender Ref No.: WBP/GBN/e-NIT-01/26-27 dt. 29.05.2026 & Tender ID : 2026_WBP_1026842_1. The last date for submission of e-Tender is on 27.06.2026 up to 12:30 hrs. For other details please visit our office Notice Board & https://wbtenders.gov.in
Sd/- Commandant, Gorkha Bn., Siliguri, Darjeeling. ICA-T10114(2)/2026

কাটিহার মণ্ডলে ওএইচই নন-কোর কামকাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল-টিআরডি-০৬-২৬-২৭ তারিখঃ ১০-০৬-২০২৬ (ডাক সংখ্যা. ইএল_টিআরডি_০৬_২৬-২৭)। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে- কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলে ২৪ মাসের এক সময়সীমার জন্যে এডিইই/টিআরডি/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে ওএইচই নন-কোর কামকাজ (ওএইচই ডিপো নিউ জলপাইগুড়ি, আলুয়াবাড়ি, ডালখোলা এবং বাগডোগরা) (সংশ্লিষ্ট ওএইচই নন কোর কামকাজ)। কার্যের আনুমানিক রাশিঃ ২,৪২,০৫,৬৮৬.৭০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৭১,১০০/- টাকা। ডাক সমাপ্তির তারিখ এবং সময়ঃ ০৩-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার মণ্ডলে ওএইচই নন-কোর কামকাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল-টিআরডি-০৩-২৬-২৭ তারিখঃ ১০-০৬-২০২৬ (ডাক সংখ্যা. ইএল_টিআরডি_০৩_২৬-২৭)। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে- কাজের নামঃ ... ডাক সমাপ্তির তারিখ এবং সময়ঃ ০৩-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ধৃতদের পুলিশ হেপাজত

মালদা, ১৩ জুন : স্কুটার নিয়ে বাড়ি ফেরার ফেরার পথে ছিনতাইবাজদের কবলে পড়েছিলেন দুই তরুণী। ব্যাগ ছিনতাই না করতে পেরে ধাক্কা মারলে স্কুটার থেকে পড়ে মৃত্যু হয় একজনের। সেই ঘটনায় শুক্রবার রাতে তিন তরুণকে গ্রেপ্তার করে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। ধৃত হানিপ শেখ (১৯), সাবির শেখ (১৮) ও মোবারক শেখকে (২০)। শনিবার মালদা জেলা আদালতে পেশ হলে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেয় আদালত।

গত বৃহস্পতিবার স্কুটারে বান্ধবীকে নিয়ে যাচ্ছিলেন চন্দ্রিমা ঝা (২৪)। অভিযোগ, সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সুস্থানি মোড় এলাকায় তিনজন বাইকে করে তাঁদের ওভারটেক করার সময় চন্দ্রিমার ব্যাগ ছিনতাইয়ের চেষ্টা করেন। ব্যাগ টেনে নিতে না পেরে ধাক্কা মারতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়েন চন্দ্রিমা ও তাঁর বন্ধবী ঝুমা হালদার। হাসপাতালে নিয়ে চন্দ্রিমাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

e-NIQ No. 2188/2026-27/MGNEGA dt-13/06/2026
e-NIQ (2nd Call) is hereby invited on behalf of District Magistrate & District Programme Co-ordinator (MGNREGS), Dakshin Dinajpur. Last Date of submission is 19/06/2026. Details of NIT may be seen in the website www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Additional Executive Officer (Z.P) & Addl. District Programme Co-ordinator (MGNREGS), Dakshin Dinajpur, Balurghat

সহায়ক ট্র্যাক মেশিন মেরামত
ই-প্রোকিওরমেন্ট ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. টিএমসি/এটিএম/আউটসোর্সিং/(২০২৬-২৮), তারিখঃ ১১-০৬-২০২৬। ... www.gem.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
জোনাল ম্যানেজার (ডব্লিউ)/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম
আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের ... স্টেশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম ... ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারেন।
টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।
মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

টয়ট্রেনে সস্ত্রীক রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। শনিবার। -সংবাদচিত্র

পর্যটনকে ঘিরে কর্মসংস্থানের আশ্বাস

টয়ট্রেনে সামার ফেস্টিভালে দিলীপ

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৩ জুন : স্ত্রীর সঙ্গে টয়ট্রেনে চেপে বসে পাহাড়ি সৌন্দর্য অনুভব করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, কৃষি বিপণন এবং প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি সংস্কৃতির বিকাশ এবং পর্যটনকে এক সুতোয় বাঁধতে কার্সিয়াং স্টেশনে আয়োজিত ধ্রুমা চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দিতে কার্সিয়াং স্টেশনে যান দিলীপ ঘোষ। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) আয়োজিত 'সামার ফেস্টিভাল'-এর অংশ হিসেবে এই চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানেই পর্যটনকে কেন্দ্র করে পাহাড়ের মানুষের কর্মসংস্থানের বিষয়টি দেখা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী।

এদিন সকালে কার্সিয়াং স্টেশনে দ্বিতীয় উৎসবের সূচনা হয়। তারপর পাহাড়ের মনোরম সৌন্দর্য উপভোগ করতে টয়ট্রেনে করে কার্সিয়াং থেকে টুং স্টেশন পর্যন্ত সফর করেন দিলীপ। কুয়াশাঘেরা সবুজ পাহাড় আর পাইন বনের মধ্যে দিয়ে টয়ট্রেনের এই সফরের প্রশংসা করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, 'দার্জিলিং ও কার্সিয়াং-এর এই হেরিটেজ রেলওয়ে শুধুমাত্র পরিবহণের মাধ্যম নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর মাধ্যমে দেশ ও বিদেশের মানুষের কাছে পাহাড় এবং উত্তরবঙ্গকে তুলে ধরতে চাই। পর্যটনকে কেন্দ্র করে স্থানীয়রা যাতে চাকরি পান, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হবে। অনেক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা এখানকার মানুষ পাচ্ছেন না। সেসব সমাধানেরও চেষ্টা করা হবে।' আঞ্চলিক চলচ্চিত্র উৎসবের মাধ্যমে স্থানীয় প্রতিভা ও সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার এই উদ্যোগেরও প্রশংসা করেছেন তিনি।

স্থানীয় চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাজ ও পাহাড়ি জীবনের গল্পকে বড় পর্দায় তুলে ধরার জন্য এই উৎসবে আঞ্চলিক চলচ্চিত্রের প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছে ডিএইচআর। গ্রীষ্মকালীন উৎসবের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ঐতিহ্যকে আকর্ষণীয় করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে। উৎসবের ফলে স্থানীয় সংস্কৃতি ও হস্তশিল্পের প্রচারের পাশাপাশি এলাকার অর্থনীতিরও অনেকটা প্রসার ঘটেছে বলে মনে করছে রেল। ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেন, 'তিনদিনব্যাপী এই ফিল্ম ফেস্টিভালে প্রায় ৪৫টি ছবির স্ক্রিনিং হবে। আজ ১৬টি ছবি দেখানো হয়েছে। রবিবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবে।'

এদিন চলচ্চিত্র উৎসবকে কেন্দ্র করে কার্সিয়াং স্টেশনে পর্যটক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। কয়েকটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের আঞ্চলিক ছবি ও তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। যা দেখে প্রশংসা করেন পর্যটক ও স্থানীয়রা।

বাতিল ৪৬টি বাস

কোচবিহার, ১৩ জুন : সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, ১৫ বছরের বেশি পুরোনো যানবাহন রাস্তায় নামানো যায় না। নিয়মের এই গেরোয় এবার একধাক্কায় বাদ পড়তে চলেছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ৪৬টি বাস। ১৫ বছরের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেও বাসগুলিকে বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিগম। বিগত বছরগুলিতেও এই নিয়ম মেনে প্রচুর বাস বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু, তার পরিবর্তে নতুন বাস নিগমের হাতে আসেনি। এই পরিস্থিতিতে আগামীদিনে বড়সড়ো বাসের সংকটের আশঙ্কা করছে নিগম। এতে বাস পেতে সমস্যায় পড়বেন যাত্রীরা। নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাইয়ের সঙ্গে এব্যাপারে যোগাযোগ করা হলেও, তিনি বিস্তারিত কিছু বলতে রাজি হননি।

পুরোনো গাড়ি বাতিলের এই নিয়ম কার্যকর করতে গিয়ে কার্যত ফাঁকা হতে বসেছে নিগমের ডিপোগুলি। ২০২৩ সালে একধাক্কায় ১৮৯টি বাসের মেয়াদ ফুরিয়ে যায়। সেই কারণে সেগুলিকে রাস্তা থেকে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিল নিগম। যার বড়সড়ো প্রভাব পড়েছিল নিগমের আয়ে। এরপর আরও ৫০টি বাস একই কারণে বাতিল হয়েছিল। এবারও ৪৬ বাস বাতিল হয়ে যাওয়ায় চিন্তায় পড়েছেন নিগমের কর্তারা। এই বাসগুলি আলিপুরদুয়ার, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ রুটের পাশাপাশি দূরবর্তী রুটগুলিতেও পরিষেবা দিত।

নিগম সূত্রে খবর, বাতিল হওয়া বাসের পরিবর্তে নতুন বাস নিগমের হাতে এসে পৌঁছায়নি। ফলে যাত্রীদের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিটি রুটে বাস পরিষেবা তুলনায় অনেকটাই কম। সিএনজি এবং ডিজেলচালিত মোট ৬৭টি নতুন বাসের টেন্ডার দেওয়া থাকলেও চলতি বছরের মাত্র ৬টি স্লিপার ভলভো বাস রাস্তায় নেমেছে।

এদিকে, নিগমের হাতে এই মুহূর্তে সব মিলিয়ে ৭০৯টি বাস রয়েছে। তার মধ্যে অন্তত দশ শতাংশ বাস বিভিন্ন ডিপোতে রিজার্ভ রাখতে হয়। তবে কর্মীর অভাব থাকায় বহু রুটে বাস নামাতে পারছে না নিগম। তার ওপর যদি এভাবে বাস কমতে থাকে, তাহলে যে সমস্যা বাড়বে সে কথা স্বীকার করে নিয়েছেন নিগমের কর্মকর্তারাই।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন রুটে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের অন্যতম প্রধান ভরসা নিগমের এই বাসগুলি। তবে এতগুলি বাস বাতিল হয়ে যাওয়ায় এখন কীভাবে পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা হবে, সেটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ নিগমের কাছে।

পরিদর্শনে জয়ন্ত

জলপাইগুড়ি, ১৩ জুন : জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে শনিবার আসাম মোড় থেকে পাহাড়পুর বালাপাড়া পর্যন্ত ফ্লাইওভারের জন্য প্রস্তাবিত এলাকা পরিদর্শন করেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়। সঙ্গে ছিলেন জলপাইগুড়ির বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী। সাংসদ বলেন, 'ডিপিআর তৈরির কাজ শেষের দিকে। তাই কীভাবে কোথায় কী হচ্ছে, খতিয়ে দেখলাম। কিছু সংশোধনের প্রয়োজন হলে আমরা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারব। ফ্লাইওভারের প্রশাসনিক অনুমোদন মিলেছে। ডিপিআরের কাজ শেষ হলেই কাজ শুরু হবে।' অনন্তদেবের কথায়, 'মেডিকেল কলেজ, হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবন চালু হওয়ায় যানবাহন বেড়েছে। সকলের সুবিধার্থে সাংসদের প্রচেষ্টায় ফ্লাইওভার পেতে চলেছে জলপাইগুড়ি।'

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Tenders are invited from reputed firms for supply of Lab Equipments and Articles for NTEP in the District of Malda For the year 2026-2027. Last date & time of bid submission 30.06.2026 at 10:00 A.M. respectively for details visit www.wbtenders.gov.in Sd/- Secretary DH&FWS & CMOH, Malda. ICA-T10099(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
NIT No- HFWD/CMOH-MLD/NIT-03/26-29 dated 11.06.2026. e-Tender are invited for House keeping services at Gazole S.G.H in Malda District. Last date of Submission 13.07.2026. For details logon www.wbhealth.gov.in/ www.malda.gov.in & CMOH office. Sd/- CMOH, Malda. ICA-T10102(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Bid reference no.:- WBMSCL/NIT-488/2026; Dated-11/06/2026. AMC of ELV system for MALDA MCH with manpower. Last date of submission of bid (online)-23/06/2026 at 02:00 PM. The tender document can be downloaded from www.wbtenders.gov.in on or after 12/06/2026 at 04:00 P.M. Clarification requests, if any may be sent to mit.wbmsc@gmail.com Sd/- General Manager, WBMSCL. ICA-T10092(2)/2026

ওএইচই নন-কোর গতিবিধির সাথে সম্পর্কিত কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল_টিআরডি_০৫_২৬-২৭; তারিখঃ ১০-০৬-২০২৬; ... ডাক সমাপ্তির তারিখঃ ০৩-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং ... http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ... খুলবে ১০-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১০-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps. gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

কোই মিল গয়া সন্ধে ৭.৩০ অ্যান্ড পিকচার্স

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৪৫ লভ এক্সপ্রেস, দুপুর ১২.৪৫ রাবণ, বিকেল ৩.৪৫ কেলোর কীর্তি, সন্ধে ৭.০০ গুরু, রাত ১০.১৫ পাওয়ার

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ রণক্ষেত্র, দুপুর ১২.৪৫ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৩.৩০ প্রেমের কাহিনী, সন্ধে ৭.০০ সাথী, রাত ১০.০০ বিন্দাস

জি বাংলা সোনার : দুপুর ১২.৩০ প্রধান, বিকেল ৩.৫৫ মাটির মানুষ, সন্ধে ৬.৪৫ মেজবউ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দেবীবরণ, সন্ধে ৭.৩০ বড়বউ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মায়ের আঁচল

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পুরুষোত্তম

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.০৩ রঙ্গবলী, দুপুর ১.৩৭ বিজনেসম্যান-টু, বিকেল ৪.৩১ সূরয়া-এসথ্রি, সন্ধে ৭.৩০ এক্সট্রা অর্ডিনারি ম্যান, রাত ১০.১৭ ওম ভীম বুশ

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৪৪ শাদি মে জরুর আনা, দুপুর ২.০৯ বিজনেসম্যান-টু, বিকেল ৪.৩২ সিম্বা, সন্ধে ৭.৩০ কোই মিল গয়া, রাত ১০.৪১ ফুকরে

প্রেমের কাহিনী বিকেল ৩.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

পুরুষোত্তম বিকেল ৩.০৫ আকাশ আট

আফ্রিকাজ সুপার স্নেক সন্ধে ৭.১৯ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৮৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৯৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৪৭৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৪৭৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

স্পোকেন ইংলিশ

■ ইংরেজি স্বচ্ছন্দে বলতে শেখার অপূর্ব সহজ পদ্ধতি। ক্লাসে বা ডাকযোগে ২ মাসের অভিনব কোর্স। বিস্তারিত জানতে আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন : 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/122223)

সংগীত/কলা

■ প্রভাত সংগীত অবলম্বনে- নৃত্য, গীত ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা। স্থান : আনন্দ মার্গ প্রাইমারি স্কুল, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি। তারিখ : ইং 19.07.2026. যোগাযোগ : 8597363495 & 8436102935. (C/122202)

ডিস্ট্রিবিউটার চাই

■ জনপ্রিয় ব্র্যান্ড 'অহনা গোল্ড ঘি' বিক্রির জন্য মালবাজার, শিলিগুড়ি, সিতাই, ময়নাগুড়িতে ডিস্ট্রিবিউটার ও বড় কাউন্টার বিক্রেতা চাই। 'অহনা গোল্ড ঘি' খেয়ে দেখুন। বাজারের সেরা না হলে ১০০% ফেরত! যোগাযোগ : 9749827856/ 7364855525. (A/K)

চিকিৎসা
UNICLINIC

■ Dr. Ajit Kr. Singh MBBS. MD. DNB Sr. Nephrologist/ Renal Specialist is now available at "UNICLINIC" Siliguri. For appointment Call- 9054009651. (C/122218)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ গ্রিন ড্রিমস-এগ্রিকালচারের ব্যবসা করে প্রতিমাসে ভালো আয় করুন। উৎপন্ন মাল আমরা কিনব। 9147760349. (K)

ভাড়া

■ ফার্নিস্ট 2 BHK ফ্ল্যাট ভাড়া হবে @15000/-। শিলিগুড়ি কলেজের সামনে- খাট রান্নার বাসন সহ। 9932143432. (C/122226)

■ শিলিগুড়ি সারদাপল্লি-তিলক সাধু মোড়-এ 3 BHK রুম ভাড়া দেওয়া হবে। এক তলায়। M : 9144260825. (C/122226)

ভ্রমণ
কোচবিহার ট্রাভেল, প্রধান বিল্ডিং, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি
কাস্টমাইজ/কর্পোরেট ট্যুর স্পেশালিস্ট

■ কেনিয়া-তানজানিয়া- 3/8, গ্রীস 2/9, জর্জিয়া-আজারবাইজান 16/9, জাপান- 2/10, 25/3, রাশিয়া (ইগলু টেন্টে রাত্রিবাস, অরোরা বোরিয়ালিস দর্শন) -17/10, সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়া-17/10, ইজিপ্ট (সান ফেস্টিভাল) 18/10,24/12, চীন (গ্রেট ওয়াল)- 27/10, শ্রীলঙ্কা - 28/10, 12/11, ভিয়েতনাম - 27/10, 24/12, থাইল্যান্ড 7/11, 24/11, উজবেকিস্থান-কাজাকাস্তান- 3/12, নেপাল- 16, 27/10, বালি- 27/10. মোঃ- 7797473127/ 9932204885. (C/121665)

ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ স্পিতি ভ্যালি 20/9, কেদার-বদ্রী 1/10, কাশ্মীর 27/10, কেরালা 17/10, 28/10, 18/12, রাজস্থান 17/10, 29/10, অরুণাচল 17/10, 17/11, গুজরাত 23/11,21/12, আন্দামান, ভুটান যে কোনও দিন। 9733373530. (K)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/122221)

বিক্রয়

■ রথখোলা ওয়েলফেয়ার-এর সামনে পৌনে তিন কাঠা জমি বিক্রয় হইবে সত্বর যোগাযোগ করুন। M : 8509895918. (C/113814)

■ বিনশিরা/মাতাইশে (হিলি) ২টি পুকুর সহ প্রায় 19 বিঘা বাস্তুভিটা জমি বিক্রয় হইবে। 6287799878/ 9932659535. (C/121959)

■ শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের বিপরীত দিকে ১ কাঠা জমি সহ বাড়ির দোতলা বিক্রয় করা হইবে। (M) 9907268098. (C/121761)

■ দার্জিলিং-র পাশে সিটং-এ কমলালেবুর বাগান ও পাহাড়ের View Facing প্লটিং-এ নিজস্ব জমি বিক্রয় ও সুন্দর ফ্ল্যাট বিক্রয়। Limit- 8617756188/ 9804456156. (K)

■ আলিপুরদুয়ার-ভাটিবাড়ী রাস্তায় পদ্মেশ্বরী স্কুল সংলগ্ন উত্তম পরিবেশে প্রধান রাস্তার ধারে ৫০ ডেসিঃ জমি (৬৫০০ স্কোয়ারফুট গোডাউন সহ) ও ১০ ফুট বাউন্ডারি ওয়াল দেওয়া জমি বিক্রি হবে। যোগাযোগ : 7908445616. (A/K)

■ New Town Kolkata AA-1 Ready to move flat sale. Call- 9830625996. (C/122320)

বিক্রয়

■ জলপাইগুড়ি কদমতলা মিউনিসিপালিটি Bus Stop-এর পাশে 3 BHK 1264 SFT Flat বিক্রয়। M : 9733217544. (S/C)

■ কোচবিহার দেওয়ানহাটে ২ বিঘা জমি বিক্রয়। যোগাযোগ - 8927301208/ 9832463323. (C/121585)

■ Sale Shop, 200 sq.ft, Raja Ram Mohan Road, Slg, 7098207153. (C/122332)

■ ইস্টার্ন বাইপাস আশিঘর মোড় থেকে সাহুডাঙী যাওয়ার মেন রোডে নতুন পেট্রোল পাম্প (ফারাবাড়ি)-এর উল্টো দিকে 2.5 কাঠা ও 4 কাঠা জমি বিক্রি হবে। 9332492359. (C/122221)

■ কলেজপাড়ায় গ্যারাজ সহ 3 BHK ফ্ল্যাট বিক্রি হবে, 1100 sq.ft. 3rd floor. দালাল নিষ্প্রয়োজন। Ph.No- 9475393566, 7908080290. (C/122337)

■ ২ কাঠা জমির উপর দোতলা বাড়ি সহ বিক্রয় হবে - শিলিগুড়ির সুভাষপল্লিতে। M : 7908353108. (C/122226)

■ জলপাইগুড়ি শহরের মধ্যে, আশালতা স্কুলের উল্টোদিকের গলিতে মনোরম পরিবেশে চার কাঠা জমি সত্বর বিক্রয়। মো : 9932278967. (C/121591)

■ Holychild School-এর পেছনে ২ কাঠা জায়গা বিক্রয় হইবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। M : 9733416191. (C/121592)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে LED সাইনবোর্ডের কাজ জানা দক্ষ ছেলে চাই। Mob : 9531728215. (C/122227)

কর্মখালি

■ Company-র কাজের জন্য Manager/Sales Executive ও Sales Man, ছেলে ও মেয়ে চাই। যোগাযোগ - 7602007761. (C/122336)

■ অভিজ্ঞ দায়িত্বশীল ফিল্ডওয়ার্ক ছেলে প্রয়োজন (কাজ : বিল সংগ্রহ, ক্রয়, বিক্রয়, ব্যাংক অফিসের কাজ ইত্যাদি)। বেতন : 16K + বোনাস + খাবার। (শিলিগুড়ি নিবাসী ও নিজস্ব বাইক আবশ্যক), বয়স ৩০+ M : 99320-20008. (C/122220)

■ বাগডোগরা শোরুমের জন্য 3 জন মহিলা/পুরুষ নেপালি ভাষা জানা সেলসম্যান এবং শিলিগুড়ির জন্য 2 জন ক্যাসিয়ার প্রয়োজন। বায়োডাটা সহ যোগাযোগ করুন : মাল্টিলেভেল জুয়েলার্স অ্যান্ড কোং, এনটিএস মোড়, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/122218)

■ শিলিগুড়িতে Namkeen Product ready stock-এ Sale করার জন্য অভিজ্ঞ SR প্রয়োজন। বেতন 12K+DA+Incentive+Bonus, M : 93393-64426. (C/122220)

■ সেলস মার্কেটিং এর জন্য ২২ থেকে ৩৫ বছর বয়সি একজন সুদক্ষ কর্মী প্রয়োজন। ভালো বেতনের সঙ্গে ইনসেনটিভ রয়েছে। শুধুমাত্র whatsapp-এর মাধ্যমে যোগাযোগ করুন বায়োডাটা সহ 9641681365. (C/121590)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী ডিপ্লোমা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার (অনূর্ধ্ব ২৫) চাই banapalas.sorcar@gmail.com

■ বাগডোগরা সুপ্রতিষ্ঠিত খাওয়ার হোটেলে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ওয়েটার এবং কুক প্রয়োজন। Ph.no- 7908516510. (C/122323)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে ছোট পরিবারে বাচ্চা দেখাশোনা ও রান্নার জন্য সর্বক্ষণের মহিলা পরিচারিকা চাই। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। মোঃ 7384365098. (C/122224)

■ দার্জিলিং পাবলিক স্কুল, ফুলবাড়ি, শিলিগুড়ি (CBSE-স্বীকৃত)-তে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত, শরীরশিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ের (PGTs), (TGT) বিজ্ঞান এবং অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন। ৫ দিনের মধ্যে আবেদন করুন। E-mail : schooldarjeelingpublic@gmail.com (C/122225)

■ শিলিগুড়িতে ছোট পরিবারে সর্বক্ষণ কাজের এর জন্য কর্মঠ মহিলা চাই। থাকা-খাওয়া ছাড়া বেতন মাসিক 12,000/-। M : 82504-48435. (C/122220)

Required

■ Required an Accountant for a Consumar Durable Distribution Firm, Experience Candidates can only apply, 1. Full Tally Knowledge should be there pro level. 2. Bank Entry, data entry, all kind of journal. 3. Stock Auditing. 4. Maintaining of Profit and Loss accounts and also keep tracking of Expenses as well. Note : Looking for someone who can take the full ownership of The Firm to run as well, looking for long term association. 1. Salary Negotiable. Apply to mail CV at : anandamelasiliguri@gmail.com, Candidates who wish to apply can send CV at WatsApp No. : 9832011192. (C/122218)

কর্মখালি

■ Fresher boy Required for Parcel Delivery, Send Resume : skkhirod@gmail.com (K)

■ অনলাইনে কিছু সমস্যা সৃষ্টি হওয়ায় ব্যক্তিগত অস্থায়ীভাবে একজন প্রফেশনাল প্রয়োজন। M : 8900575289. (C/122226)

TEA ESTATE MANAGER AND ASSISTANT MANAGER REQUIRED

■ A reputed Tea Estate in North Bengal requires an experienced Manager for overall garden operations, labour management, field supurvision, factory coordination, reporting, and day-to-day administration. Candidates must have excellent track record & experience in Tea Estate management, strong leadership ability, discipline, and long-term commitment. Apply with CV by WhatsApp : 9434054000. (C/122321)

Delhi Public School

■ (DPS-Dooars) - (Under the AEGIS of the DPS Society, New Delhi). Ethelbari, Alipurduar- Affiliated to CBSE, New Delhi. Applications are invited for the following Post : PGT-Economics. Salary will not be a constraint for deserving candidates. Aspiring candidates may forward hand written application, Bio-Data and Mark Sheets to the Principal by 21/06/2026. Mail : dpsdooars@gmail.com

কর্মখালি

■ Wanted Hostel warden (Female) for St. Mary's School, Dalkhola, Uttar Dinajpur (W.B.) Mini. Quali.- H.S. Fluency in English Must. Salary Negotiable. (M) 8972207271. (C/122224)

■ Wanted for Tea Garden Field Assistant : Mini. Exp. 10-15 yrs. 1 post & Mini. Exp. 5-10 Yrs-3 Post. (Electrician- Mini. Exp. 10-15 yrs-1 post). Send CV nakrijob@gmail.com (C/122226)

■ শিলিগুড়িতে নামী প্রতিষ্ঠানে গ্রীল ও ট্রাসের মিস্ত্রি ও হেল্পার, ফ্যাক্টরি সুপারভাইজার ও পার্ট টাইম পুরুষ/মহিলা অ্যাকাউন্ট্যান্ট চাই। প্রয়োজনে থাকার ব্যবস্থা। সত্বর নিয়োগ। আকর্ষণীয় মাইনে। শুধু প্রকৃত প্রার্থীরাই ফোন করুন - 9641023071

■ Wanted for Restaurant:- Manager-1 Post, Hospitality :-2 Post, Waiter:- 2 Post, Send CV nakrijob@gmail.com (C/122226)

APPOINTMENT
A Reputed Business House at Siliguri require candidates for the following Posts For details Please call:
9775155331
2) Skilled Computer operator Male/Female- Commerce/ Science Graduate

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

হিপ্পি ও সম্রাটের বাড়িতে হানা পুলিশের

কোচবিহার, ১৩ জুন : দক্ষিণবঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ তৃণমূল কংগ্রেসের তাবড় তাবড় নেতাদের বাড়িতে পুলিশ তল্লাশি চালিয়েছে। শনিবার কোচবিহার শহরেও একই ঘটনা ঘটে। এদিন ভরদুপুরে কোচবিহার শহর লাগোয়া গুড়িয়াহাটি–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর কালীঘাট রোডের শক্তি সংঘ এলাকায় এক নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মিলে একযোগে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি) ও তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তথা দলের প্রাক্তন জেলা সাধারণ সম্পাদক সম্রাট কুণ্ডুর বাড়িতে তল্লাশি চালায়। আচমকা দিনদুপুরে শাসকদলের দুই প্রাক্তন শীর্ষ নেতার বাড়িতে এমন পুলিশি অভিযানের খবর ছড়ানোমাত্রই গোটা এলাকায় জোর চর্চা শুরু হয়।

পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর একটি বিশাল টিম এদিন দুপুর নাগাদ হঠাৎ করেই ২ নম্বর কালীঘাট রোড এলাকায় চারদিক থেকে অভিজিতের বাড়ি ঘিরে ফেলে। এরপর কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান ও পুলিশ আধিকারিকরা সরাসরি অভিজিতের বাড়ির ভেতরে ঢুকে তল্লাশি শুরু করেন। অভিযান চলাকালীন তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি নিজে বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না। হিপ্পির দাদা সুজিত দে ভৌমিক, বৌদি, হিপ্পির ছেলে এবং পরিবারের অন্য প্রবীণ সদস্যরা অবশ্য সেইসময় বাড়িতে ছিলেন। শাসকদলের প্রাক্তন এই শীর্ষ নেতার বাড়িতে পুলিশি হানা দেখে প্রতিবেশীদের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

হঠাৎ কী কারণে বা কোন সুনির্দিষ্ট মামলার ভিত্তিতে তৃণমূলের এই হেভিওয়েট নেতাদের বাড়িতে পুলিশ একযোগে জোড়া তল্লাশি চালাল, সে বিষয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে এখনও স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। তবে স্থানীয় বাসিন্দা এবং পুলিশ সূত্রে খবর, অভিজিতের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বেই কোচবিহারের খাগড়াবাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ রয়েছে। তবে যে সময় ওই ঘটনা ঘটেছিল শুভেন্দু সে সময় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ছিলেন। এর পাশাপাশি কোচবিহার কোতোয়ালি থানাতেও তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ দায়ের হয়েছে বলে সূত্রের খবর। প্রাথমিক অনুমান, সেই সমস্ত পুরোনো অভিযোগ ও মামলার প্রেক্ষিতেই এদিন এই ঝটিকা অভিযান চালানো হয়।

এদিনের অভিযান প্রসঙ্গে কোচবিহারে পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের বক্তব্য, 'ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই পুলিশ ওদের খোঁজে বাড়িতে গিয়েছিল।'

বৃষ্টির মধ্যেই কচু শাক নিয়ে বাজারের পথে। শিলিগুড়িতে। ছবি : দীপ্তেন্দু দত্ত

ফাঁসিদেওয়ায় আইনুল হকের মৃত্যুতে রহস্য

বাড়ির ছাদে কৃষি কর্মাধ্যক্ষের দেহ

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ জুন : নিজের বাড়ির ছাদেই পাওয়া গেল শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ আইনুল হকের ঝুলন্ত দেহ। শুক্রবার রাতেও পরিবারের সকলের সঙ্গে খাবার খেয়েছিলেন। অথচ ভোরেই এভাবে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা আইনুলের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় পরিবারের সকলে হতভম্ব। ফাঁসিদেওয়ার চুনিয়াটুলিতে এই ঘটনায় পাড়াপড়শি থেকে শুরু করে দলীয় নেতৃত্বও হতবাক। কী কারণে তাঁর এমন পরিণতি হল, তা নিয়ে রহস্য দানা বাঁধছে। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। এদিকে, বিজেপি কর্মী অপু চৌধুরী খুনের মামলা চলছে আইনুলের বিরুদ্ধে। সেই মামলায় আগাম জামিন নেওয়া ছিল তাঁর।

শুক্রবার রাতে কলেজ পড়ুয়া ছেলে মহম্মদ আবু সাব্বির আখতারুল হক বাইরে থেকে না ফেরা পর্যন্ত খাবারের জন্য অপেক্ষা করছিলেন আইনুল। রাতে সকলে খাওয়াদাওয়া সেরে স্ত্রী ও ছেলের সঙ্গেই একঘরে ঘুমোতে যান। ভোর প্রায় ৪টে নাগাদ স্ত্রী সালেমা খাতুন ফজরের নমাজ পড়তে অন্য ঘরে যান। ফিরে এসে বিছানায় স্বামীকে না দেখতে পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে বাড়ির ছাদ থেকে গামছা গলায় জড়ানো অবস্থায় স্বামীকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করে দেন সালেমা। ঘুম থেকে উঠে ছুটে যান আইনুলের ছেলে আবুও। ততক্ষণে পড়শিরাও জড়ো হয়ে যান। খবর পেয়ে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আইনুলকে উদ্ধার করে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে কর্তব্যরত চিকিৎসক

■ ভোরে স্ত্রী ফজরের নমাজ পড়তে অন্য ঘরে যান, ফিরে বিছানায় আইনুলকে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন

■ পরে ছাদে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান

■ বিজেপি কর্মী অপু চৌধুরী খুনের মামলা চলছে আইনুলের বিরুদ্ধে, সেই মামলায় আগাম জামিন নেওয়া ছিল তাঁর

জানিয়ে দেন, আইনুল আর বেঁচে নেই। পরে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িতে তেমন কোনও অশান্তি ছিল না। ইদানীংকালে শারীরিক অসুস্থতার কারণে রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে আগের তুলনায় কম যেতেন আইনুল। মাঝে স্ট্রোক হওয়ার পর থেকে একাধিক ওষুধ খেতেন তিনি। আইনুলের ছেলে আবু বলেন, 'বাবা যে এমনটা করতে পারেন, তা বিশ্বাসই করতে পারছি না।' ঘটনার পর থেকে আইনুলের স্ত্রী কার্যত বাকরুদ্ধ।

দুপুরে আইনুলের চুনিয়াটুলির বাড়িতে তাঁর মরদেহ নিয়ে আসা হয়। মৃতদেহ পৌঁছানোর আগেই শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা পৌঁছান। তিনি বলেন, 'আমি আইনুলবাবুকে নানা বলে সম্বোধন করতাম। আমার মেন্টর ছিলেন। এমন তিনি কেন করলেন, বুঝতে পারছি না।'

আইনুল হক দার্জিলিং জেলা (সমতল) তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটির সদস্য ছিলেন। কংগ্রেসের টিকিটে জিতে একবার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, একবার পঞ্চায়েত সদস্য, একবার প্রধান হয়েছিলেন। সিপিএম থেকেও জিতে পঞ্চায়েত সদস্য হয়েছিলেন। এছাড়া একবার কংগ্রেস থেকে এবং দু'বার তৃণমূলের টিকিটে জিতে মহকুমা পরিষদের সদস্য হন। এদিন বিকেলে ফাঁসিদেওয়া হাইস্কুল মাঠে জানাজার পর চিয়ারুগছে কবরস্থানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে বাড়িতে শেষশ্রদ্ধা জানাতে যান গৌতম দেব, রঞ্জন সরকার, সঞ্জয় টিব্রুয়াল, কংগ্রেসের সুজয় ঘটক প্রমুখ। এদিকে গৌতম দেব বলেন, 'দীর্ঘদিন রাজনীতি করেছেন আইনুল। বহুবার নির্বাচনে জিতেছেন, কোনও দিনও হারেননি। আমি খেলা দেখছিলাম, ফোনে খবরটা পেয়েই হতবাক হয়ে যাই। কেন এমন করলেন, বুঝতে পারছি না। মর্মান্তিক ঘটনা, বলার ভাষা নেই।'

অন্নপূর্ণা যোজনার মাঝে নতুন কর্মসূচিতে চাপ

ফর্ম আপলোডে বাধা কর্মীসংকট

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৩ জুন : রাজ্যের তরফে চালু অন্নপূর্ণা যোজনায় হাজার হাজার আবেদন জমা পড়েছে। প্রথম দিকে অফলাইনে আবেদন করতে বলা হয়েছিল। আবেদনকারীরা সেই মোতাবেক আবেদন করলেও সেগুলি অনলাইনে আপলোড না হলে প্রকল্পের সুবিধা নাও পেতে পারেন। কিন্তু পঞ্চায়েত এবং বিডিও অফিসে এত পরিমাণ আবেদন অনলাইনে আপলোড করার মতো কর্মী নেই বলে অভিযোগ উঠছে। ফলে সেগুলি পড়ে থাকছে বলে অভিযোগ।

এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়িতেও জমা পড়া হাজার হাজার আবেদনের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এনিয়ে দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, 'অফলাইনের আবেদনগুলি অনলাইনে আপলোড করা হচ্ছে। অনলাইনে আপলোড না হলে সুবিধা পাবেন না আবেদনকারীরা। পঞ্চায়েত কিংবা বিডিও অফিসের কর্মীরাই সেই কাজ করবেন। তিন মাস সময় রয়েছে। ধীরে ধীরে কাজ হবে।'

প্রশাসন সূত্রে খবর, শিলিগুড়ি মহকুমার চারটি ব্লকে কমপক্ষে ৪০ হাজারের বেশি অফলাইনে অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদন জমা পড়েছে। কিন্তু অনলাইনে ফর্ম আপলোড করার জন্য পঞ্চায়েত কিংবা বিডিও অফিসে কর্মীসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেকটাই কম। এর মধ্যে আবার আগামী সোমবার থেকে শুরু

■ শিলিগুড়ি মহকুমার চারটি ব্লকে কমপক্ষে ৪০ হাজারের বেশি অফলাইনে অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদন জমা পড়েছে

■ এর মধ্যে আবার শুরু হচ্ছে জনকল্যাণ শিবির, সেখানেও বহু আবেদন জমা পড়বে

■ কিন্তু অনলাইনে ফর্ম আপলোড করার জন্য পঞ্চায়েত কিংবা বিডিও অফিসে কর্মীসংখ্যা কম

হচ্ছে জনকল্যাণ শিবির। দুয়ারে সরকারের আদলে এই কর্মসূচিতে প্রত্যেক ব্লকের ২-৩টি জায়গায় শিবির চলবে তিনদিন ধরে। সেখানে সরকারি কর্মীদের দিনভর থাকতে হবে। সেখানেও অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদন জমা পড়বে। ফলে আগের জমা পড়া এই প্রকল্পের আবেদন কবে অনলাইনে আপলোড হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

জনকল্যাণ শিবিরের প্রচারে এবং সাধারণ মানুষের কাছে প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিতে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ কাজে বিধায়কদের নিজের নিজের বিধানসভা এলাকার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে দাবি। কোনও মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীকে একটি করে জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে বিজেপি সূত্রে খবর। তবে জনকল্যাণ শিবিরের সেভাবে প্রচার না থাকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। প্রশাসনের আধিকারিকরা কর্মসূচির বিষয়ে অনেকটা দেরিতে সূচনা পেয়েছেন বলে দাবি করছেন। সেদিক থেকে তাঁদেরও আয়োজনে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ।

এদিকে প্রশাসন সূত্রে খবর, কয়েকদিন পরে পাড়ায় সমাধানের আদলে শুরু হতে পারে বিজেপি পরিচালিত সরকারের নতুন আরেকটি প্রকল্প। সেখানে কয়েকটি বুথকে নিয়ে তাঁদের সমস্যা সমাধানের জন্য শিবির হবে। সেগুলির জন্য অর্থবরাদ্দ হবে এবং পাড়ায় সমাধানের আদলে সেই বরাদ্দে কাজ হবে।

পোস্টারে চাঞ্চল্য

চোপড়া, ১৩ জুন : এক মাসের বেশি সময় পেরিয়েছে। দপ্তরে আসছেন না তৃণমূল পরিচালিত চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কণিকা ভৌমিক ও সহ সভাপতি ফজলুল হক। এবার তাঁদের দুজনের ছবি সংবলিত 'নিখোঁজ' পোস্টার পড়ল সমিতির দপ্তর চত্বরে। শুধু তাই নয়, সদর চোপড়ার বিভিন্ন জায়গায় চোখে পড়ছে ওই পোস্টার।

বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকে কণিকা ও ফজলুল দপ্তরে আসছেন না বলে অভিযোগ। ওই দুজনকে ফোন করা হলেও যোগাযোগ সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে তাঁদের অনুপস্থিতির কথা স্বীকার করেছেন চোপড়ার বিডিও সৌরভ মাজি। অন্যদিকে, কারা ওই পোস্টার টাঙিয়েছেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। পোস্টার ঘিরে এলাকায় চর্চা শুরু হয়েছে।

বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি অসীম বর্মন বলেন, 'পোস্টার কারা দিয়েছে তা জানা নেই। তবে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে সভাপতি ও সহ সভাপতি নিজেদের কার্যালয়ে আসছেন না এটাও ঠিক।' তৃণমূল নেতা প্রীতিরঞ্জন ঘোষ বলেন, 'পোস্টারের ব্যাপারে আমার জানা নেই।'

গ্রেটারের সভা

খড়িবাড়ি, ১৩ জুন : দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের দার্জিলিং জেলা কমিটির সাংগঠনিক সভা শনিবার পানিট্যাঙ্কি উত্তর রামধনজোতে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বংশীবদন বর্মন, দার্জিলিং জেলার সাধারণ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় রায়, নাটাবাড়ির বিজেপি বিধায়ক গিরিজাশংকর রায় প্রমুখ। বংশীবদন বলেন, 'সংগঠনকে শক্তিশালী করতে দার্জিলিং জেলা কমিটিকে বর্ধিত করা হয়। রাজবংশী সমাজের মানুষের কৃষ্টি-সংস্কৃতির উন্নয়ন, গ্রেটার কোচবিহারের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা করা এবং রাজবংশী ভাষাকে ষষ্ঠ তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করাই সংগঠনের মূল লক্ষ্য।' খুব দ্রুত খড়িবাড়ি ব্লক কমিটি ও অঞ্চল কমিটি গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন বংশীবদন।

ফোন উদ্ধার

বাগডোগরা, ১৩ জুন : ছিনতাই করা মোবাইল ফোন উদ্ধারের পাশাপাশি মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকে পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতরা হলেন শিশুডাঙ্গি তুম্বাজেতের সন্তোষ রাজগড়, মহানন্দা কলোনির কোকিল রায় এবং গোয়ালাপট্টি ৪ নম্বর ওয়ার্ডের নেহাল মাহাতো। বৃহস্পতিবার রাতে আমবাড়ির এক ব্যক্তির একটি দামি আইফোন ছিনতাই হয়। শুক্রবার রাতে মাটিগাড়া বাজার থেকে ওই তিনজনকে পাকড়াও করা হয়। তাঁদের হেপাজত থেকে ওই ফোনটি উদ্ধার করা হয়। বিচারক ধৃতদের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠান।

অগ্নিকাণ্ড

ইসলামপুর, ১৩ জুন : গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে ঘটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটল। শুক্রবার রাতে ইসলামপুর ব্লকের গুঞ্জরিয়া বাহার আলি টোলা এলাকার ঘটনা। আচমকাই গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে গ্রামের একটি বাড়িতে আগুন লাগে। ওই বাড়িতে তিনটি পরিবারের বসবাস। ঘটনাটি দেখে বাসিন্দারা দমকলে খবর দেন। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে অগ্নিকাণ্ডে তিনটি পরিবার পুরোপুরিভাবে নিঃস্ব হয়ে যায়। তাদের তিনটি ঘর সহ দুটি গোরু ও চারটি ছাগল আগুনে পুরোপুরিভাবে পুড়ে গিয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্য মোহাম্মদ আনসারুল বলেন, 'কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আমরা তিনটি পরিবার সর্বহারা হয়ে পড়েছি।' শর্টসার্কিটের কারণে আগুন লাগে ও তাতেই গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে ঘটনাটি ঘটে বলে দমকলের প্রাথমিক অনুমান।

গয়না, মোবাইল নিয়ে চম্পট

শিলিগুড়ি, ১৩ জুন : বিধবার সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে আলাপ, আর তা থেকে প্রেম। কিন্তু ওই মহিলাকে বিয়ে করে তাঁর সোনার গয়না, মোবাইল ফোন নিয়ে চম্পট দিলেন এক তরুণ। শনিবার বিষয়টি নিয়ে ওই মহিলা নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযুক্ত রায়গঞ্জের বাসিন্দা অভিষেক সরকার। ওই মহিলাকে নিয়ে অভিষেক শিলিগুড়ির ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের শীতলাপাড়া এলাকায় ঘরভাড়া নিয়ে এক সপ্তাহ ছিলেন। মহিলার আসল বাড়ি নদিয়ার কৃষ্ণনগরে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ওই মহিলার স্বামী বছর তিনকে আগে মারা যান। মহিলার একটি ছোট মেয়ে রয়েছে। মহিলা দুই মাস আগে ফেসবুকে ওই তরুণের সঙ্গে কথা বলা শুরু করেন। অভিযুক্ত ওই মহিলাকে বিয়ে করে তাঁর এবং ছোট মেয়ের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত বলে দাবি করেন। এরপর ওই মহিলা মেয়েকে নিয়ে তরুণের সঙ্গে শিলিগুড়িতে চলে আসেন। তার আগে দুজনে কিশনগঞ্জে বিয়ে করেন। মাঝে পাঁচদিন দার্জিলিং কাটিয়েছেন। মহিলার কথায়, 'অভিষেক একদিন রাতে নেশা করে আসে। সকালে উঠে দেখি, আমার সোনার গয়না, মোবাইল ফোন, টাকা- সমস্তকিছু উধাও। সবটা নিয়ে অভিষেক পালিয়ে গিয়েছে। মোবাইল ফোন সুইচড অফ হয়ে রয়েছে।' পুলিশ যাতে অভিযুক্তকে ধরে সমস্ত চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করে দেয়, মহিলা সেই দাবি জানান।

ঠিকাদারের বিরুদ্ধে পুলিশের দ্বারস্থ সাংসদ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ জুন : জেলা গঠনের ১০ বছর পরেও কালিম্পংয়ে জেলা প্রশাসনিক ভবন তৈরির কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ায় ক্ষোভ উগরে দিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। তিনি কালিম্পং থানায় গিয়ে এক ঠিকাদারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সাংসদের অভিযোগ, 'ওই ঠিকাদার নিজে কোনও কাজ করছেন না। বরং নেতাদের নাম করে পাহাড় থেকে তোলাবাজি করছেন।' রাজুর হুঁশিয়ারি, 'আগামী তিন মাসের মধ্যে জেলা প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণকাজ ৮০ শতাংশ সম্পূর্ণ না হলে কালিম্পংয়ের ৩০ জন ঠিকাদারের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করবেন।'

শনিবার কালিম্পংয়ের জেলা শাসকের কার্যালয়ে জেলার সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনার জন্য বৈঠক ডেকেছিলেন সাংসদ। সেখানে জেলা প্রশাসন, পুলিশ, পূর্ত, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর সহ বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি, ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের দায়িত্বপ্রাপ্ত ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড-এর আধিকারিকরা ছিলেন। প্রতিটি কাজেই ঠিকাদাররা ঢিলেমি করছেন, সময়মতো কোনও কাজই শেষ হচ্ছে না বলে প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা বৈঠকে সরব হন। জেলা প্রশাসন বৈঠকে জানিয়েছে, বহুদিন আগেই এজেন্সি নিয়োগ করে কাজের বরাত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও সেই কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কালিম্পং জেলা হিসাবে স্বীকৃতি পায়।

এরপরেই সাংসদ সন্তোষ ভুজেল নামে এক ঠিকাদারের বিরুদ্ধে কালিম্পং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ওই ঠিকাদার বিজেপিএমের সক্রিয় নেতা। সাংসদের অভিযোগ, 'ওই ঠিকাদার নেতাদের নামে পাহাড়ে তোলাবাজি করছেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। পুলিশকে বলেছি, কোথা থেকে টাকা তুলেছেন, কোন নেতার নামে টাকা তুলেছেন, সেসব তদন্ত করে দেখা হোক।'

সম্প্রতি ডেলো পার্কে এক পর্যটক প্রবেশমূল্য নেওয়ার বিরোধিতা করতে গিয়ে নিজেকে বিজেপি কার্যকর্তা হিসাবে জাহির

■ ২০১৭ সালে কালিম্পং জেলা হিসাবে স্বীকৃতি পেলেও এখনও জেলা প্রশাসনিক ভবন তৈরি হয়নি

■ এজেন্সি নিয়োগ করে কাজের বরাত দেওয়া হলেও সেই কাজ সম্পূর্ণ হয়নি

■ তিন মাসে নির্মাণের ৮০ শতাংশ সম্পূর্ণ না হলে ৩০ ঠিকাদারের নামে অভিযোগ দায়ের করার হুঁশিয়ারি

করে হুজ্জতি করেছেন। রাজু বলেছেন, 'জিটিএ-র নিয়মেই ডেলো পার্কে প্রবেশমূল্য নেওয়া হয়। সেখানে বিজেপি কার্যকর্তা পরিচয় দিয়ে কেউ হুজ্জতি করলে তাকে সমর্থন করি না। হয়তো তৃণমূলের কোনও নেতা নিজেকে বিজেপি বলে জাহির করে ওই কাণ্ড ঘটিয়েছেন।' জিটিএ-র পক্ষে সুর নরম করে সাংসদ বলেছেন, 'এটা ঠিকই যে, জিটিএ পাহাড়ের মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। তবুও নতুন কোনও ব্যবস্থা কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত জিটিএ কাজ করবে।'

মশার আঁতুড় নিকাশিনালা। নকশালবাড়ির ঝুপড়িপট্টিতে।

বদ্ধ নালার পাশে জীবনযাপন

নকশালবাড়ি, ১৩ জুন : ছেঁড়া প্লাস্টিক, ভাঙা বোতল পড়ে প্রায় বুজে যাওয়ার জোগাড় নিকাশিনালা। জল পচে কালো হয়ে গিয়েছে। মশা, পোকামাকড়ের আঁতুর এখন নকশালবাড়ি ঝুপড়িপট্টির এই নিকাশিনালা। বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হয়ে ওঠে এলাকায়। একটু বৃষ্টি হলেই নর্দমার জল আর আবর্জনা মিশে তা আশপাশের ঘরবাড়িতে ঢুকে যায়। অস্বাস্থ্যকর এমন পরিবেশেই বছরের পর বছর কাটাতে হচ্ছে ঝুপড়িপট্টির বাসিন্দাদের।

মনোজ শর্মা নামে এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, 'বহুদিন ধরে বাজারের প্রধান নিকাশিনালাটি পরিষ্কার করা হচ্ছে না। প্লাস্টিক, আবর্জনা জমে নালাগুলি থেকে জল বেরোনোর পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই নালা উপচে কালো, দুর্গন্ধযুক্ত জল ঘরে ঢুকে পড়ছে। কবে এই পরিস্থিতির বদল হবে, কে জানে!'

নকশালবাড়ি কংগ্রেস পার্টি অফিসের পাশ দিয়ে একটি সরু গলির পথ রেললাইনের দিকে চলে গিয়েছে। এলাকায় প্রায় ৩০টি পরিবারের বসবাস। এখানকার কেউ বিক্রি করেন চানা-মটর, আবার কেউ আইসক্রিম। কিন্তু সারাদিন পরিশ্রম করেও বাড়িতে এসে শান্তির ঘুম নেই কারও। কারণ ঘরের সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে নকশালবাড়ি বাজারের সবথেকে বড় নিকাশিনালা। আর সেই নালা থেকে ২৪ ঘণ্টাই ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ। এনিয়ে একাধিকবার গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতিকে জানালেও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দা সুমিতা পাসোয়ান বলছেন, 'নালার নোংরা জল কুয়োর জলের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এর ফলে খাবার জল, স্নান করাও সমস্যার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রধান, পঞ্চায়েতকে বহুবার বলা হয়েছে। কিন্তু কেউই নালাটি সাফাই করাচ্ছেন না। শুধু গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মীরা মশার লার্ভানাশক ওষুধ ছিটিয়ে চলে যাচ্ছেন।'

অতিষ্ঠ ঝুপড়িপট্টির বাসিন্দারা

এদিকে, নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলছেন, 'ওই এলাকায় প্রচুর জবরদখলকারী রয়েছেন। নিকাশিনালার আউটলেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তার ওপর রেললাইন রয়েছে। প্রচুর ফান্ডের প্রয়োজন। পরিস্থিতি এমন, গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মীরা সেখানে কাজ করতে হিমসিম খাচ্ছেন।'

মিলন্তি শর্মা নামে আরেক বাসিন্দা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বললেন, 'ভোটের সময় সবাই এসে বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। কিন্তু ভোট মিটলেই আমাদের খোঁজ নেওয়ার আর কেউ থাকেন না।'

বাগানে অনশন

শিলিগুড়ি, ১৩ জুন : দাবি আদায়ে অনশন কর্মসূচি শুরু করলেন লংভিউ চা বাগানের শ্রমিকরা। শনিবার সকাল থেকে হিল প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের নেতা সুমেন্দ্র তামাং সহ পাঁচজন অনশন শুরু করেছেন। এই অনশন ৭২ ঘণ্টা চলবে বলে জানানো হয়েছে। সুমেন্দ্র বলেছেন, 'শ্রমিকদের বকেয়ার দাবিতে ৫০ দিন ধরে আন্দোলন চলছে। কিন্তু তারপরেও প্রশাসন মালিকপক্ষকে শ্রমিকদের পাওনা মিটিয়ে দিতে বাধ্য করতে পারেনি। এর প্রতিবাদে এবং দ্রুত শ্রমিকদের বকেয়া মেটানো এবং বাগানে সুষ্ঠু কাজের পরিবেশ ফেরানোর দাবিতে ৭২ ঘণ্টার অনশন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে আমরা আমরণ অনশনেও যেতে পারি।'

ধৃত টোটোচালক

শিলিগুড়ি, ১৩ জুন : টোটোর সঙ্গে বাইকের সামান্য ধাক্কা। তার জেরে টোটোয় থাকা লোহার রড দিয়ে অনলাইনে সামগ্রী ডেলিভারি কোম্পানির কর্মীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল টোটোচালকের বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দার্জিলিং মোড় এলাকায়। ওই অনলাইন ডেলিভারি বয়ের মাথা সহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত লেগেছে। বুবাই সরকার নামে ওই টোটোচালককে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। তিনি দাগাপুরের বাসিন্দা। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ঘটনায় টোটোচালকের এক সঙ্গীরও খোঁজ করছে পুলিশ।

নয়া কমিটি

খড়িবাড়ি, ১৩ জুন : ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের খড়িবাড়ি ব্লক কমিটি গঠিত হল। শনিবার খড়িবাড়ি তারিজোতে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২৫ জনের কমিটি গঠন করা হয়। নতুন সভাপতি হয়েছেন বাবলু মিঞ্জ, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ করা হয়েছে রাধা মুন্ডা ও সুষেন মুর্মুকে। সংগঠনের চেয়ারম্যান বিনয় মুর্মু জানিয়েছেন, আদিবাসী সমাজের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি সহ সচেতনতা বাড়ানোই সংগঠনের মূল লক্ষ্য।

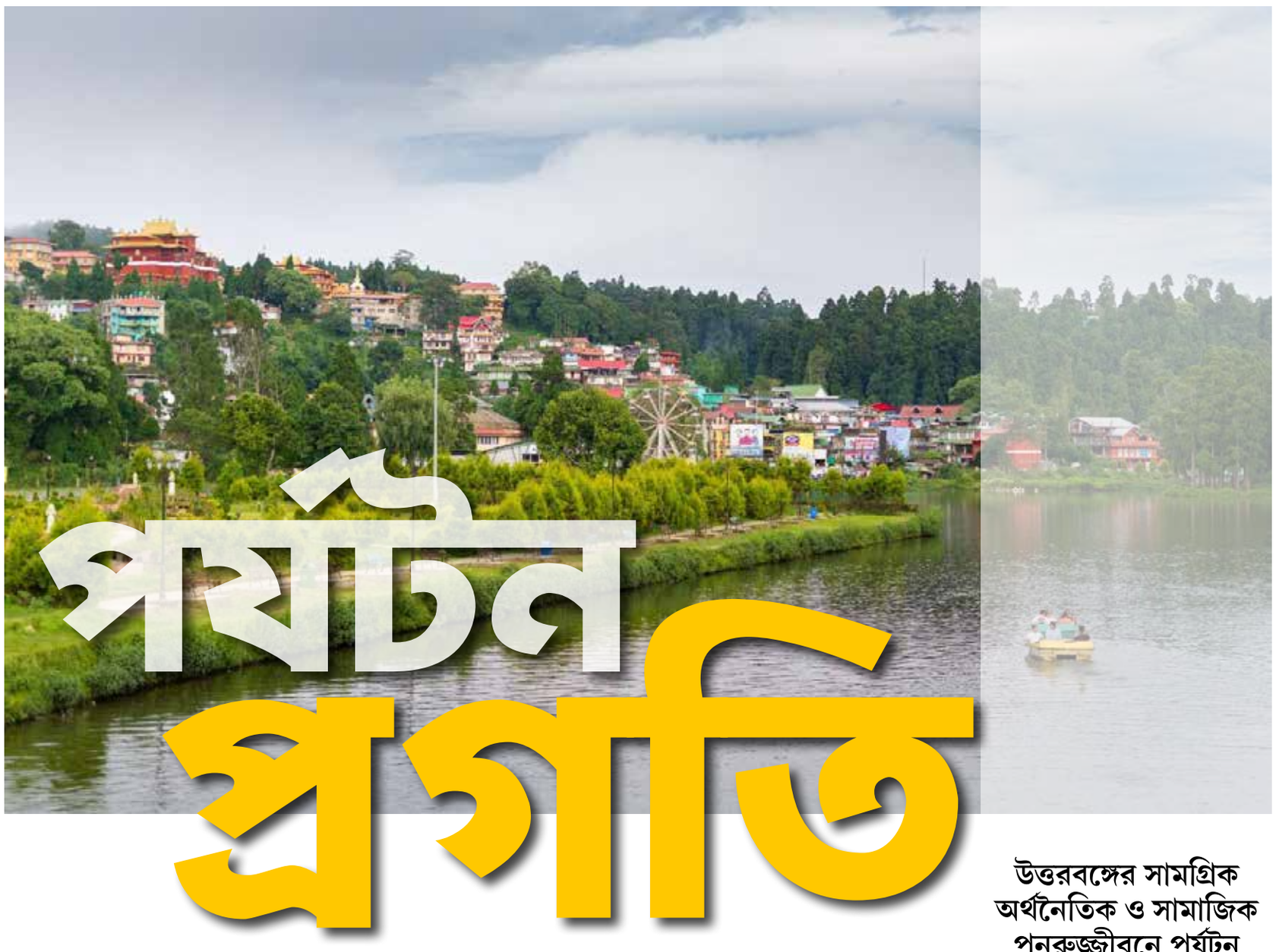

পর্যটন প্রগতি

অসচ্ছলরাও এবারে প্রাণভরে ঘুরতে পারবেন

শংকর ঘোষ

সকাল থেকেই কলকাতার আকাশে রোদ-মেঘের লুকোচুরি। গত কয়েকদিনের তীব্র গরম আর নেই। দুপুর গড়াতেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি। কয়েকশো কিলোমিটার দূরে দাঁড়িয়েও আমি নিশ্চিত এক পশলা বৃষ্টির পর শিলিগুড়ির বাতাসটায় কাঞ্চনজঙ্ঘার হিমেল স্পর্শ লেগে রয়েছে। এমন একটা দিনে শুক্রবার একবুক স্বপ্ন আর সুস্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে আমি রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। আনুষ্ঠানিক দায়িত্বভার বুঝে নেওয়ার দিন মনে পড়ছিল মেঘ-রোদ্দুরের দিনে, মহানন্দার তীরে অথবা তিলক ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকার দিনগুলি। বৃষ্টিভেজা স্কুলফেরতের দিন। উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়ির মাটিতে পা রাখলে উত্তরের প্রকৃতির অকৃপণ হৃদয়ের শ্বাসপ্রশ্বাস টের পাওয়া যায়। উত্তরে কাঞ্চনজঙ্ঘার রুপোলি মুকুট, পায়ের কাছে ডুয়ার্সের সবুজ গালিচা, বুক চিরে বয়ে যাওয়া তিস্তা-তোর্ষা, গৌড়বঙ্গে আত্রেয়ী-ফুলহরের যুগলবন্দি। দক্ষিণবঙ্গে আবার অতলান্ত বঙ্গোপসাগরের গর্জন, এক পটে এত বৈচিত্র্য পৃথিবীর খুব কম প্রান্তেই মেলে। নদী, পাহাড়, সমুদ্র, অরণ্য, সংস্কৃতি, উৎসব আর আমাদের মজ্জাগত আন্তরিকতার আতিথেয়তা। সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ এক গন্তব্য। কিন্তু এতদিন কি আমরা এই বিপুল ঐশ্বর্যের সঠিক মূল্যায়ন করতে পেরেছি? আমরা কি পেরেছি এই সম্পদকে দায়িত্বশীল ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক পর্যটনের মাধ্যমে বিশ্বদরবারে এক সম্পূর্ণ নতুন রূপে প্রতিষ্ঠিত করে কর্মসংস্থানের পথ উন্মুক্ত করতে?

বলতে দ্বিধা নেই, আমি পর্যটনকে শুধু বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে দেখি না। আমার লক্ষ্য পর্যটনের মাধ্যমে রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, বিপুল বিনিয়োগ এবং আমাদের অমূল্য ঐতিহ্য সংরক্ষণের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তিতে পরিণত করা।

এই যাত্রাপথে আমার প্রথম এবং প্রধান অগ্রাধিকার হল, সম্ভাবনাকে সাফল্যে রূপ দেওয়া। আমরা শুধু পরিকল্পনার খেরোখাতা সাজিয়ে বসে থাকব না। পর্যায়ক্রমে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গকে অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও দায়িত্বশীল পর্যটনের অন্যতম শীর্ষ গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়াই হবে লক্ষ্য। এক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ বৃদ্ধিতে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে চাই আমরা। তবে এই সাফল্য কোনও সরকারি ফাইলের পাতায় বা বিজ্ঞাপনের চটকদার কাগজে সীমাবদ্ধ থাকবে না, মাটিতে দাঁড়িয়ে যে বাস্তব পরিবর্তন দেখা যাবে, সেটাই হবে আমাদের কাজের আসল মাপকাঠি।

আমি বিশ্বাস করি, পর্যটন হওয়া উচিত সর্বজনীন। তাই একটি দ্বিমুখী কৌশল গ্রহণ করছি। একদিকে যেমন দেশি ও আন্তর্জাতিক স্তরের উচ্চস্তরের পর্যটনের বিকাশ ঘটানো হবে, বিশেষ আগ্রহভিত্তিক পর্যটনের জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে, যা রাজ্যের অর্থনীতিকে এক নতুন দিশা দেখাবে, ঠিক তেমনই পর্যটনকে একটি সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোগ হিসেবে গড়ে তুলব। অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল এবং বিশেষভাবে সক্ষম নাগরিকদের জন্য নিরাপদ, সহজলভ্য ও মর্যাদাপূর্ণ আন্তঃরাজ্য ভ্রমণের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। কারণ আমি মনে করি, ভ্রমণ বা পৃথিবী দেখার আনন্দ শুধু সামর্থ্যবানদের একচেটিয়া অধিকার হতে পারে না। পর্যটনের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের দেশকে জানার, শেখার এবং নিজের দেশের সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধনে যুক্ত হওয়ার মৌলিক অধিকার আছে।

এমন অধিকারকে সার্থক করে তুলতে প্রয়োজন বিশ্বজুড়ে আমাদের রাজ্যের পর্যটনের নতুন ব্র্যান্ডিং। আগামী পাঁচ বছরে কার্যকর বিপণন, ডিজিটাল প্রচার এবং একটি সুদূরপ্রসারী টেকসই পর্যটন নীতির মাধ্যমে রাজ্যকে বিশ্বমঞ্চে এক আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরার লক্ষ্যে কাজ করবে আমাদের সরকার। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে আমাদের রাজ্য এক অসাধারণ কৌশলগত জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। একে আমরা প্রকৃত অর্থেই পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের অবারিত প্রবেশদ্বার হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বিমান, রেল, সড়ক ও নৌপথের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও সহজ, দ্রুত ও পর্যটকবান্ধব করে তোলার সর্বাত্মক উদ্যোগ নেওয়া হবে। তাহলেই পর্যটনের বিশ্ববাজার আমরা ধরতে পারব। যদিও আমি মনে করি, পর্যটন হল বিশ্বের সর্ববৃহৎ শিল্প, যা একা কোনও সরকারের পক্ষে একক প্রচেষ্টায় আমূল বদলে ফেলা সম্ভব নয়। তাই কেন্দ্র-রাজ্য অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আমরা এক মজবুত পর্যটন ব্যবস্থা গড়ে তুলব, যার মূল লক্ষ্যই হবে রাজ্যের যুবসমাজের জন্য বিপুল কর্মসংস্থান তৈরি করা। বেকারত্ব ঘোচানো।

আমি ভারতবর্ষের বহু প্রান্তে ঘুরেছি, দেখেছি প্রকৃতির নানা রূপ। কিন্তু আজ দপ্তরের দায়িত্ব নিয়ে বুক ঠুকে বলতে পারি, আমাদের উত্তরবঙ্গের পাহাড় আর ডুয়ার্সের মতো অকৃত্রিম সৌন্দর্য, আর এখানকার মাটির যে মায়াবী সুবাস, তা ভারতের আর কোথাও নেই। ডুয়ার্সের চা বাগানের গন্ধ বা পাহাড়ি কুয়াশার যে নিজস্ব একটা ভাষা আছে, তা পর্যটকদের টানছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। কিন্তু শুধু প্রকৃতি দিয়ে তো আর আধুনিক পর্যটন চলে না! এখানকার পর্যটনকেন্দ্রগুলিকে এবার এক-একটি বিশেষ পরিচিতি বা ব্র্যান্ড হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বহু দূর থেকে আসা পর্যটকদের ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে প্রতিটি দর্শনীয় স্থানে আধুনিক ও পরিচ্ছন্ন শৌচালয় এবং বিশ্রামাগার তৈরি করতে হবে। এই কাজগুলিকে আমরা প্রাধান্য দেব অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে।

দুর্ভাগ্যবশত, এই সুন্দর ব্যবস্থার পিঠে কিছু কালো দাগও রয়েছে। এখানকার পর্যটনকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু অসাধু চক্র সক্রিয় দীর্ঘদিন থেকে। যার জেরে দূরদূরান্ত থেকে আসা পর্যটকরা মাঝেমধ্যেই প্রতারিত হন। গাড়ির চড়া ভাড়া, হোটেলের খোঁজ করতে গিয়ে দালালের খপ্পরে পড়া, এসবের চক্করে শান্তিতে বেড়াতে এসে মানুষ দিশাহীন হয়ে পড়েন, চরম হয়রানির শিকার হন। উত্তরবঙ্গের ঘরের মানুষ হিসেবে অতিথিদের এই হেনস্তা আমি কোনওভাবেই মেনে নেব না। এই সমস্ত অসাধু চক্রের দাপট এবং পর্যটকদের হয়রানি আমি কড়া হাতে বন্ধ করব, এটা আমার সংকল্প।

আরও একটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয় হল দূষণ। আমাদের অধিকাংশ পাহাড়ি উপত্যকা বা ডুয়ার্সের বনাঞ্চলের পর্যটনকেন্দ্রগুলি আজ প্লাস্টিক আর আবর্জনার স্তূপে ঢাকা। যে মানুষটি শহরের কোলাহল ছেড়ে একটু শান্তির খোঁজে, একটু বিশুদ্ধ বাতাসের টানে এখানে ছুটে আসছেন, প্রকৃতির এই কদর্য রূপ দেখে তিনি চরম বিরক্তি নিয়ে ফিরে যান। পর্যটনের নামে বছরের পর বছর ধরে এখানে এক শ্রেণির মানুষ পরিবেশ ধ্বংসের লীলা চালিয়ে যাচ্ছে। আমি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই, আগামীদিনে এই পরিবেশ ধ্বংসের মানসিকতা একদম বরদাস্ত করা হবে না। আমরা ‘সবুজ পর্যটন’ বা পরিবেশবান্ধব পর্যটনে (ইকো ট্যুরিজম) সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেব। প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে, পাহাড়-জঙ্গলের নিজস্ব চরিত্রকে অক্ষুণ্ণ রেখেই পর্যটনের বিকাশ ঘটবে। প্রকৃতি হাসলে তবেই তো পর্যটকদের মুখে হাসি ফুটবে, তবেই তো সার্থক হবে আমাদের এই নতুন পথ চলা। আজ আমাদের উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর মাধ্যমে আমি রাজ্যের সমস্ত নাগরিক ও পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি মানুষের কাছে সহযোগিতা প্রার্থনা করছি। আসুন, সকলে মিলে একপথে চলি, সবাই মিলে আমাদের রূপসি বাংলাকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভ্রমণের আঙিনা হিসেবে গড়ে তুলি।

(লেখক রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী)
(অনুলিখন : সানি সরকার)

উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনরুজ্জীবনে পর্যটন বহুদিন ধরেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বঙ্গের এই প্রান্ত আবারও পর্যটনমন্ত্রী পেয়েছে। নিজের এলাকার অন্যতম প্রধান এই বিষয়টিকে নতুনভাবে গড়তে তিনি তাঁর পরিকল্পনার রূপরেখা নিজের লেখনীতে ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’-এর পাঠকদের সামনে রাখলেন। ভারত-ভুটান সীমান্ত করিডরগুলির আধুনিকীকরণ, বনাঞ্চলে অবৈধ রিসর্ট নিয়ন্ত্রণ এবং জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি ‘আরবান রেল’ প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিগুলিও এই মঞ্চে তাঁর কাছে উঠল। প্রকৃতি রক্ষা ও আধুনিক পরিকাঠামোর বিজ্ঞানসম্মত মেলবন্ধনেই লুকিয়ে উত্তরের পর্যটনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

আধুনিক পরিকাঠামোর সঙ্গে উত্তরকে জুড়তে হবে এখনই

হিমাংশু সেন

উত্তরবঙ্গ এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। একদিকে যেমন এ অঞ্চলের রয়েছে অপরিসীম প্রাকৃতিক সম্পদ, সুবিস্তৃত অভয়ারণ্য, সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য এবং একাধিক আন্তর্জাতিক সীমান্তঘেঁষা কৌশলগত অবস্থান; অন্যদিকে ঠিক তেমনই রয়েছে স্থানীয় যুবসমাজের কর্মসংস্থানের তীব্র চ্যালেঞ্জ, আধুনিক পরিকাঠামোর অভাব এবং পরিবেশগত গভীর সংকট। এই জটিল প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে একটি বিজ্ঞানসম্মত ভারসাম্য রক্ষা করে উত্তরবঙ্গকে সামগ্রিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি পরিবেশবান্ধব, সুস্পষ্ট ও দীর্ঘমেয়াদি রূপরেখা অত্যন্ত প্রয়োজন। নবনিযুক্ত পর্যটনমন্ত্রীর হাত ধরে এই রূপরেখা বাস্তবে রূপ পাবে— এমনটাই উত্তরের আপামর মানুষের প্রত্যাশা।

নবনির্বাচিত সরকারের অন্যতম প্রধান নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি ছিল দীর্ঘদিনের বঞ্চিত ও অর্থনৈতিকভাবে অবহেলিত উত্তরের অর্থনীতিকে স্বাবলম্বী ও চাঙ্গা করে তোলার। বন্ধ ও রুগ্ন চা বাগানগুলি খোলার ইতিবাচক উদ্যোগ নিয়ে ইতিমধ্যে সরকারি স্তরে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এই পদক্ষেপ শুধু যে হাজার হাজার শ্রমিক পরিবারের জীবিকা সুরক্ষিত করবে তা-ই নয়, বরং ডুয়ার্সের চা নির্ভর সামগ্রিক অর্থনীতিকেও পুনরুজ্জীবিত করতে প্রভূত সাহায্য করবে। তবে, এই প্রক্রিয়াটিকে দ্রুত ও মসৃণভাবে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য সরকার, বাগান মালিকপক্ষ এবং শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে একটি স্বচ্ছ ও জোরদার ত্রিপাক্ষিক সমন্বয় গড়ে তোলা দরকার। একইসঙ্গে প্রথাগত চায়ের ব্যবসার পাশাপাশি পরিবেশের ক্ষতি না করে কীভাবে ‘টি ট্যুরিজম’ বা চা পর্যটনকে বৈশ্বিক মানে উন্নীত করা যায়, তা নিয়ে ভাবার এখনই উপযুক্ত সময়।

বাস্তবতা হল, ডুয়ার্সের বিপুল পর্যটন সম্ভাবনাকে আমরা আজও পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারিনি। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে বিশ্বজুড়ে পর্যটকদের চাহিদা ও মানসিকতায় আমূল বদল এসেছে। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক মানের পরিবেশবান্ধব আবাসন, পর্যাপ্ত তথ্যকেন্দ্র, সর্বক্ষণের ডিজিটাল গাইডেন্স, প্লাস্টিকমুক্ত পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী পরিবহণ এবং আন্তর্জাতিক স্তরের পর্যটন সুবিধা ছাড়া কোনও অঞ্চলই দীর্ঘমেয়াদে পর্যটকদের আকর্ষণ ধরে রাখতে পারে না। ডুয়ার্সের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিঃসন্দেহে অনন্য ও তুলনাহীন, কিন্তু সেই আদিম ও অকৃত্রিম সৌন্দর্যকে বিশ্বমানের আধুনিক পর্যটন পরিকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করার এখনই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া উচিত ভারত-ভুটান সীমান্ত করিডরগুলির আধুনিকীকরণ ও সামগ্রিক উন্নয়ন। জয়গাঁ-ফুন্টশোলিং, চামুর্চি-সামসি, জিতি কিংবা কালিখোলা-লামিজংখার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বারগুলি ভুটানের পক্ষ থেকে অত্যন্ত নান্দনিক ও পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে তারা তাদের অনন্য বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি আধুনিক ডিজিটাল ইমিগ্রেশন ব্যবস্থাও কার্যকর করেছে। ফলে সীমান্ত পেরিয়েই পর্যটকরা একটি সুশৃঙ্খল ও সমৃদ্ধ অভ্যর্থনা অনুভব করেন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, ভারতীয় অংশে বহু ক্ষেত্রে এখনও কোনও স্থায়ী ও আকর্ষণীয় প্রবেশদ্বার গড়ে ওঠেনি। কোথাও বাঁশের তৈরি অস্থায়ী কাঠামো, কোথাও বা শুধুমাত্র এসএসবি-র অস্থায়ী ক্যাম্প চোখে পড়ে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে ‘উন্নত ভারত’ গঠনের লক্ষ্যে এগিয়ে চলা একটি দেশের ক্ষেত্রে এই চিত্র মোটেই শোভনীয় নয়। সীমান্ত প্রবেশদ্বারগুলিকে আন্তর্জাতিক মানের ল্যান্ড পোর্ট বা সমন্বিত চেকপোস্টের আদলে পর্যটন ও বাণিজ্য করিডর হিসাবে গড়ে তোলার জন্য এই অঞ্চলগুলির দ্রুত উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি।

তবে, এই সমস্ত পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার বিষয়টিকেও সমানভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ডুয়ার্সের সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও তার সংলগ্ন স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে ব্যাঙের ছাতার মতো অসংখ্য ব্যক্তিমালিকানাধীন রিসর্ট, হোমস্টে এবং বাণিজ্যিক পর্যটন আবাসন গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে অনেক নির্মাণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিবেশ দপ্তর বা বন কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় অনুমোদন বা ‘নো অবজেকশন সার্টিফিকেট’ নেওয়া হয়েছে কি না, তা নিয়ে জনমানসে বিভিন্ন সময়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘিরে এই অনিয়ন্ত্রিত ও অপরিকল্পিত নির্মাণ বন্যপ্রাণীদের স্বাভাবিক চলাচল বা ‘এলিফ্যান্ট করিডর’ বন্ধ করে দিচ্ছে, যা মানুষের সঙ্গে বন্যপ্রাণের সংঘাত বাড়িয়ে তুলছে। এটি পরিবেশের ভারসাম্য ও ভবিষ্যৎ পর্যটন সম্ভাবনার ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তাই এসব অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে একটি নিরপেক্ষ উচ্চপর্যায়ের তদন্ত এবং পরিবেশ আইন অনুযায়ী কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

উত্তরবঙ্গের পর্যটন প্রসারে একসময় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা পরিচালিত ‘সবুজের পথে হাতছানি’ বাস সার্ভিসটি ভ্রমণপিপাসুদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। পর্যটকদের জন্য দক্ষ গাইড, সুসংগঠিত রুট এবং সরকারি নিরাপত্তা ডুয়ার্সভ্রমণকে মধ্যবিত্তের কাছে সহজ ও আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে লাভজনক এই পরিষেবাগুলি একসময় বন্ধ হয়ে যায়। আজ যখন নতুন পর্যটনমন্ত্রীর নেতৃত্বে পর্যটনকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে, তখন এই ঐতিহ্যবাহী পরিষেবাগুলিকে আধুনিক রূপে, বিশেষ করে পরিবেশবান্ধব ইলেক্ট্রিক বাস বা ওপেন-রুফ ট্যুরিস্ট বাসের মাধ্যমে পুনরায় চালু করার সময়োপযোগী পদক্ষেপ করা যেতে পারে। রেলের এনজেপি-আলিপুরদুয়ার ভিস্টাডোম ট্যুরিস্ট স্পেশাল ট্রেনটি পর্যটকদের প্রিয়। নতুন পর্যটনমন্ত্রী শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির মধ্যে ‘আরবান রেল’ বা শহরতলির রেল যোগাযোগের যে দূরদর্শী প্রস্তাবটি রেলমন্ত্রককে দিয়েছেন, তা কার্যকর করা হলে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতিতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। প্রতিদিনের রুজিরুটির টানে এবং বিভিন্ন কাজে বিপুলসংখ্যক মানুষ এই দুই শহরের মধ্যে যাতায়াত করেন। এই শহরতলি রেল ব্যবস্থাটি চালু হলে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি যমজ শহর কলকাতার মতোই একটি গতিশীল রূপ পাবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে একদিকে শিলিগুড়ি জংশন ও এনজেপি এবং অন্যদিকে বাগডোগরা ও গুলমার মধ্যে একটি

বাইপাস রেললাইনের চমৎকার পরিকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব। এর মূল সুবিধা হল, এই লাইনে চলাচলকারী ট্রেনগুলিকে আর এনজেপির মূল জংশনের যানজটে ঢুকতে হবে না। যাত্রীরা শহরের আলাদা কোনও পয়েন্ট বা নতুন স্যাটেলাইট স্টেশন থেকে সরাসরি এই ট্রেনে যাতায়াত করতে পারবেন। এমনকি ডুয়ার্স থেকে যে ট্রেনগুলি শিলিগুড়ি জংশনে গিয়ে শেষ হয়, সেগুলি জংশনের ওপর বাড়তি চাপ না বাড়িয়ে সরাসরি বাইপাস দিয়ে বাগডোগরার দিকে চলে যেতে পারবে। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে এই আরবান রেল রুটের সঙ্গে নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি, ময়নাগুড়ি এবং ধূপগুড়ির মতো গুরুত্বপূর্ণ মহকুমা ও ব্লক শহরগুলিকে যুক্ত করা হলে সমগ্র উত্তরবঙ্গের কয়েক লক্ষ মানুষ প্রতিদিন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবেন। সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের পরিবেশগত ক্ষতিপূরণস্বরূপ বনসৃজনের জন্য গরুমারা জাতীয় উদ্যানের লাগোয়া প্রায় ২০ একর জমি বরাদ্দ হয়েছে, যার ফলে গরুমারা জাতীয় উদ্যানের বনাঞ্চলের প্রসার ঘটবে। পরিবেশ সংরক্ষণের এমন দূরদর্শী উদ্যোগ ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক বার্তা বহন করে। পাশাপাশি, হাসিমারা সামরিক বিমানঘাঁটিকে কেন্দ্রীয় ‘উড়ান’ প্রকল্পের আওতায় এনে বাণিজ্যিক বিমান চলাচলের ঘোষণা এই অঞ্চলের যোগাযোগের মানচিত্রকে বদলে দেবে বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এমন একটি সমন্বিত নীতির ওপর, যেখানে চা শিল্প, বনজ সম্পদ, পর্যটন, সীমান্ত বাণিজ্য এবং পরিবেশ সংরক্ষণ একে অপরের প্রতিপক্ষ না হয়ে পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে। বহু পুরোনো ‘টি-টিম্বার-ট্যুরিজম’ ধারণাকে বর্তমান যুগের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পুনর্বিবেচনা করে ‘টি-ইকোলজি-ট্যুরিজম’ (চা-পরিবেশ-পর্যটন) মডেলের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হতে পারে আগামীদিনের মূল পথনির্দেশক। পরিবেশ-রাজনীতি বা ‘ইকো-পলিটিক্স’ আজ আধুনিক বিশ্বের একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। পরিবেশ ও বন্যপ্রাণ রক্ষা করে আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংস্থা, রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সমন্বিত প্রচেষ্টায় একটি নিরাপদ, সুশৃঙ্খল এবং পর্যটন শিল্পনির্ভর টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে।

(লেখক জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের (জলপাইগুড়ি) ভাইস প্রিন্সিপাল)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।
Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মালা আউট

তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রীর পদ থেকে মালা রায় ইস্তফা দেওয়ার পর সেই পদে বসানো হল কালীগঞ্জের বিধায়ক আলিফা আহমেদকে। ইতিমধ্যেই দলের 'বিদ্রোহী' সাংসদদের শিবিরে নাম লিখিয়েছেন মালা।

অনুব্রত জল্পনা

দল নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশের পরেই অনুব্রত মণ্ডলের বাড়ির সামনে উড়ল গেরুয়া পতাকা। নীচুপট্টির বাড়ির সামনেই এতদিন ছিল তৃণমূলের দলীয় পতাকার স্ট্যান্ড। এবার সেই স্ট্যান্ড ও বাড়ির দেওয়ালে দেখা গেল গেরুয়া পতাকা।

বাড়ল স্টপ

শিয়ালদা-রানাঘাট এসি লোকালের স্টপ বাড়াল পূর্ব রেলওয়ে। গরমে নাজেহাল যাত্রীদের দাবি মেনে শিমুরালি, কাঁচরাপাড়া, হালিশহর, জগদ্দল, ইছাপুরে দাঁড়াবে এসি লোকাল।

হাতছাড়া পঞ্চায়েত

ভাঙড়ে একে একে তৃণমূলের হাতছাড়া হচ্ছে পঞ্চায়েতগুলিও। শাকশহর, প্রাণগঞ্জ, বোদরার পঞ্চায়েতের পর এক নম্বর ব্লকের জাগুলগাছি পঞ্চায়েতেরও দখল নিল আইএসএফ। দীর্ঘদিন এই পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে ছিল।

ইডি'র নজরে মদন

পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতিতে বাড়ি ও দপ্তরে তল্লাশি

রিমি শীল

কলকাতা, ১৩ জুন : শিক্ষাক্ষেত্রের পর এবার পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি। তদন্তের আঁচ থেকে রেহাই পেলেন না কামারহাটির 'কালারফুল' তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রও। শনিবার কাকভোরে মদনের কামারহাটি, দক্ষিণেশ্বর, ভবানীপুর এবং জোকার ফ্ল্যাট সহ মোট ৪টি ঠিকানায় একযোগে ম্যারাথন তল্লাশি চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।

ইডি সূত্রে খবর, কামারহাটি ও টিটাগড় পুরসভায় প্রায় ১২৫ জনকে বেআইনিভাবে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার পিছনে মূল মাথা ছিলেন এই প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রী। টাকার পাশাপাশি তিনি নাকি ঘুষ হিসেবে সোনাও নিতেন! ২০২৩ সালে

তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রর বাড়িতে তল্লাশির সময়। শনিবার।

প্রোমোটার অয়ন শীলের অফিস থেকে উদ্ধার হওয়া ডায়েরিতে 'এমএম' নামের যে রহস্যময় কোড ছিল, তদন্তকারীদের দাবি, সেটি আসলে মদন মিত্র।

শুক্রবারই কালীঘাটে মমতার সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন মদন। শনিবার তাঁর ভবানীপুরের বাড়িতে টানা ১০ ঘণ্টারও বেশি সময় তাঁকে জেরা করে ইডি। অন্যদিকে, দক্ষিণেশ্বরের বাড়ি থেকে বান্ডিল বান্ডিল টাকা ও ৬টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের হদিস মিলেছে। জোকার ফ্ল্যাটটি তালাবন্ধ থাকায়, ইডি তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকে এবং ৮ ঘণ্টা তল্লাশি চালিয়ে নতুন তালা লাগিয়ে সিল করে দেয়।

পুর দুর্নীতিতে প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু ইতিমধ্যেই শ্রীঘরে। আগামী সপ্তাহে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষকেও তলব করেছে ইডি। এবার মদন মিত্রের আয়কর ও ব্যাংক ডিটেলস খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। বয়ানে অসংগতি মিললে মদনের পরবর্তী ঠিকানাও যে জেল হেপাজত হতে পারে, সেই কড়া বার্তাই দিয়ে রেখেছে ইডি।

বেসরকারি হাসপাতালে ১০ শতাংশ শয্যা বিনামূল্যে

কলকাতা, ১৩ জুন : সরকারি হাসপাতালে শয্যা না থাকলে এবার কোনও রোগীকে ফেরানো যাবে না। বাধ্য হয়ে বেসরকারি হাসপাতালে ছুটলেও মিলবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা! বৃহস্পতিবার বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে এমনই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিলেন রাজ্যের নয়া স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। তাঁর কড়া নির্দেশ, সরকারি হাসপাতাল থেকে রেফার করা রোগীদের জন্য বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে অন্তত ১০ শতাংশ শয্যা সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। সেখানে চিকিৎসা, পরীক্ষা থেকে শুরু করে ওষুধ- সবই মিলবে একদম বিনামূল্যে! এর জন্য খুব শীঘ্রই একটি টোল-ফ্রি নম্বর চালু করবে স্বাস্থ্য দপ্তর। পাশাপাশি আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করতে শুধু আধার কার্ড দেখালেই চলবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। তবে এই নির্দেশিকা নিয়ে বেসরকারি হাসপাতালগুলির অন্দরে ক্ষোভ জমছে। তাঁদের দাবি, বাজারদরে জমি কিনে হাসপাতাল চালানোর পর এই বাড়তি ১০ শতাংশের বোঝা টানা সম্ভব নয়। অন্যদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা, রাজ্যের যে ৪টি জেলায় এখনও মেডিকেল কলেজ নেই, সেখানে দ্রুত নতুন পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

অরূপের কাছে তৃতীয় সমন

কলকাতা, ১৩ জুন : হাতে সময় মাত্র ৪৮ ঘণ্টা। লিওনেল মেসি কাণ্ডে তৃতীয় নোটিশ পেলেন প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। নিউ আলিপুর থানা মারফত তাঁর কাছে নোটিশ পাঠিয়েছে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে থানায় হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্ট থেকে ১৭ অগাস্ট পর্যন্ত অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ রয়েছে অরূপের। তাঁকে হাজিরা দেওয়ার ৪৮ ঘণ্টা আগে নোটিশ দিতে বলা হয়েছিল। সেই নির্দেশ মেনে নোটিশ দিয়েছে পুলিশ। অসুস্থতার কথা বললেও এখনও সেই সংক্রান্ত নথি জমা দেননি তিনি।

পায়ের কেরামতি। বিশ্বকাপ মরশুমে উত্তর কলকাতার ফকির চক্রবর্তী লেনে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

ইভিএম নিয়ে কমিশনে তোলপাড়

এখনও অধরা অগ্নিকাণ্ডের কারণ

রিমি শীল

কলকাতা, ১৩ জুন : ঘটনার চার দিন পেরিয়ে গেলেও দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা প্রশাসনের সদর দপ্তরে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের আসল কারণ এখনও অন্ধকারে। শুক্রবার বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) তদন্তভার নিলেও, শনিবার ঘটনাস্থলে সিট বা ফরেন্সিক দল, কারোরই দেখা মেলেনি। আগুনের তীব্রতায় এখনও ভবনের সব কোণায় পৌঁছাতে পারেননি তদন্তকারীরা। ফলে কবে প্রশাসনিক কাজ স্বাভাবিক হবে, তা নিয়ে চরম ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ।

সবচেয়ে বড় বিতর্ক দানা বেঁধেছে ভবনের ৯ ও ১০ তলায় রাখা ইভিএম নিয়ে। নিয়ম অনুযায়ী, ফল ঘোষণার পর অন্তত ৪৫ দিন ইভিএম ও ভিভিপ্যাট স্ট্রংরুমে কড়া পাহারায় থাকার কথা। কিন্তু ৪ মে-র ফলপ্রকাশের পর সেই সময়সীমা পেরনোর আগেই কীভাবে স্ট্রংরুম ভস্মীভূত হল, তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের অন্দরেই প্রবল তোলপাড় চলছে। রাজ্যের অ্যাডিশনাল সিইও অরিন্দম নিয়োগী জানিয়েছেন, কতগুলো ইভিএম পুড়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আগামী সপ্তাহে আসছে কমিশনের বিশেষ টেকনিক্যাল টিম।

জেলা প্রশাসনের সদর দপ্তরে অগ্নিকাণ্ডের দিন। -ফাইল চিত্র

এই ভবনটি ধৃত তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খানের খাসতালুক হিসেবে পরিচিত ছিল। ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি এখানেই মজুত ছিল এবং ভোটের ফল ঘোষণার আগে পর্যন্ত বাপি হালদার থেকে প্রতিমা মণ্ডলের মতো হেভিওয়েট তৃণমূল নেতাদের নিয়মিত আনাগোনা ছিল বলে খবর। মাত্র চার মাস আগেও এই ভবনেই আগুন লেগেছিল। তাই একই জায়গায় বারবার আগুন লাগা নিছক দুর্ঘটনা, নাকি নথি লোপাটের পরিকল্পিত ব্লু-প্রিন্ট? ফরেন্সিক রিপোর্টের অপেক্ষায় এখন সেই উত্তরই খুঁজছে প্রশাসন।

'সন্তানসম' অভিষেককে ক্ষমা কল্যাণের

কলকাতা, ১৩ জুন : তৃণমূলের অন্দরে যখন বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে, তখন রাজনীতির নিখুঁত চালে সেই আগুনে কিছুটা হলেও জল ঢালতে সফল হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মাত্র ৪৮ ঘণ্টার ব্যবধান! যে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের ঔদ্ধত্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, সেই বর্ষীয়ান সাংসদই আচমকা গলে জল। কারণ আর কিছুই নয়, অভিষেকের মোক্ষম আবেগঘন বার্তা। দলের চরম দুঃসময়ে যখন একে একে সাংসদ ও বিধায়করা বিদ্রোহী শিবিরে নাম লেখাচ্ছেন, তখন কল্যাণের মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপ এবং দলের দীর্ঘদিনের আইনি ঢালকে শান্ত করে অভিষেক কার্যত বুঝিয়ে দিলেন, রাজনীতিতে শুধু আক্রমণ নয়, পরিস্থিতি সামাল দিতে বিনয়ও এক বিরাট অস্ত্র।

ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার। তৃণমূল বিধায়কদের সই জালিয়াতি মামলায় হাইকোর্টে অভিষেকের হয়ে সওয়াল করার কথা ছিল কল্যাণের। কিন্তু তাঁকে না জানিয়েই হঠাৎ অয়ন ভট্টাচার্যকে দায়িত্ব দেওয়ায় অপমানে ক্ষোভে ফেটে পড়েন শ্রীরামপুরের সাংসদ। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, তিনি ক্যামাক স্ট্রিটের কোনও কর্মচারী নন। অভিষেকের জন্যই দলের সর্বনাশ হচ্ছে বলেও তোপ দাগেন তিনি। এমনকি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চরম বার্তা দিয়ে বলেন, নেত্রীকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তিনি অভিষেকের সঙ্গে থাকবেন নাকি তাঁদের সঙ্গে।

কিন্তু শুক্রবার পরিস্থিতি সামাল দিতে আসরে নামেন খোদ অভিষেক। তিনি জানান, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ছোট থেকে মানুষ করেছেন, তাই তাঁকে দুটো কটু কথা বলার পূর্ণ অধিকার ওই বর্ষীয়ান নেতার রয়েছে এবং তিনি বিষয়টিকে একেবারেই খারাপভাবে নিচ্ছেন না। অভিষেকের এই অভাবনীয় নরম সুরেই বাজিমাত। শনিবার অভিমানের বরফ গলে গিয়ে কল্যাণ পালটা প্রতিক্রিয়ায় জানান, অভিষেক তাঁর সন্তানসম। সন্তান ভুল স্বীকার করলে পিতৃস্থানীয় মানুষের কর্তব্য তাঁকে ক্ষমা করে দেওয়া। একজন বয়স্ক মানুষ হিসেবে সম্মানটুকু পেলেই তিনি অভিষেককে বুকে জড়িয়ে ধরতে প্রস্তুত। দলের এই টালমাটাল অবস্থায় অভিষেকের এই চাল এবং কল্যাণের এই দ্রুত অবস্থান বদল বুঝিয়ে দিচ্ছে, ক্ষোভ থাকলেও এখনই শীর্ষ নেতৃত্বের হাত সম্পূর্ণ ছাড়তে নারাজ দলের পুরোনো প্রহরীদের একাংশ। তবে কি ফের অভিষেকের আইনি লড়াইয়ে দেখা যাবে কল্যাণকে? বর্ষীয়ান নেতার সাবধানী উত্তর, অভিষেক যেহেতু এই নিয়ে কিছু বলেননি, তাই তিনিও এখনই কোনও মন্তব্য করবেন না।

২২ জুন ডাবল ইঞ্জিনের পূর্ণাঙ্গ বাজেট

বকেয়া ডিএ এবং কর্মসংস্থানের আশা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৩ জুন : নীতি আয়োগের বৈঠকে দিল্লির থেকে মিলেছে আর্থিক সহায়তার চূড়ান্ত আশ্বাস। সেই সবুজ সংকেতের ওপর ভিত্তি করেই রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকার আগামী ২২ জুন তাদের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কড়া নির্দেশ, ভোটের আগে বঙ্গ বিজেপির সংকল্পপত্রে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলিকেই এই বাজেটে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে ইতিমধ্যেই সব দপ্তরের সচিব ও শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করছেন মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল এবং অর্থসচিব প্রভাতকুমার মিশ্র। জানা গিয়েছে, এই বাজেটে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নকে পাখির চোখ করা হচ্ছে।

বিশেষ করে চা শিল্পের আধুনিকীকরণ এবং পুনরুজ্জীবনে বিপুল বরাদ্দের সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি, বিনিয়োগ টানতে 'সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম' এবং রাজ্যকে চারটি জোনে ভাগ করে নতুন শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার মেগা প্ল্যান থাকছে। নারী ক্ষমতায়ন এবং বেকার তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের জন্যও একগুচ্ছ নতুন প্রকল্প ঘোষণা করতে পারে নবান্ন।

তবে সবচেয়ে বড় চমকটি অপেক্ষা করে আছে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য। অর্থ দপ্তর সূত্রে খবর, ২২ জুনের বাজেটে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে বকেয়া ডিএ মেটানোর চূড়ান্ত প্রক্রিয়ার কথা ঘোষণা করতে পারে সরকার। সব মিলিয়ে, ডাবল ইঞ্জিন সরকারের এই প্রথম বাজেটকে ঘিরে রাজ্যজুড়ে এখন তুঙ্গে প্রত্যাশা।

জনতার দরবারে শুভেন্দু, লকেট সহ অন্যরা। শনিবার বিজেপির রাজ্য দপ্তরে।

মিলবে সর্বশিক্ষা মিশনের বকেয়া

কলকাতা, ১৩ জুন : সর্বশিক্ষা মিশনের বকেয়া নিয়ে অবশেষে জট কাটতে চলেছে। প্রায় তিন বছর বন্ধ থাকার পর কেন্দ্রের স্কুল হস্টেল ও কম্পোজিট গ্র্যান্টের জন্য বরাদ্দ অর্থ পেতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ। শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। সেই বৈঠকেই বরাদ্দের বিষয়ে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। বিকাশ ভবন সূত্রে খবর, এতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের বিরোধিতার কারণে সর্বশিক্ষা মিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলিতে যুক্ত হয়নি এরাজ্য। পালাবদলের পর ওইসব প্রকল্পে যুক্ত হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ।

স্কুল কম্পোজিট গ্র্যান্টের বকেয়া আটকে থাকায় রাজ্যের স্কুলগুলি সমস্যায় পড়েছিল। ছাত্রছাত্রীদের পোশাক, পড়াশোনার মান, পরিকাঠামো, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বাধা আসছিল। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, তিন বছরে বকেয়ার অঙ্কটা প্রায় চার হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে।

গ্রেপ্তার পুর চেয়ারম্যান

কলকাতা, ১৩ জুন : সরকারি প্রমাণ নষ্টের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন অশোকনগর-কল্যাণগড়ের পুর চেয়ারম্যান প্রবোধ সরকার। শুক্রবার গভীর রাতে বাড়ি থেকে তাঁকে পাকড়াও করে অশোকনগর থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, আচমকা পুর চেয়ারম্যানের বাড়ির বাগানে আগুন জ্বলতে দেখেন প্রতিবেশীরা। বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে তাঁরা ডাকাডাকি করলেও সারা দেননি প্রবোধ। সন্দেহ হওয়ায় পুলিশকে খবর দেন স্থানীয়দের একাংশ। পুলিশ এলে পুর চেয়ারম্যান শুকনো পাতা পোড়ানোর দাবি করেন। পরে পুলিশ আগুন থেকে আধপোড়া নথি উদ্ধার করলে চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়। স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ অশোকনগর-কল্যাণগড় পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতির প্রমাণ লুকাতেই সরকারি নথিতে আগুন দিয়েছেন প্রবোধ সরকার।

মমতাকে আইনি নোটিশ কাকলি-পুত্রের

কলকাতা, ১৩ জুন : তৃণমূল শীর্ষনেতৃত্বের বিরুদ্ধে এবার কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করলেন কাকলি ঘোষদস্তিদারের পুত্র বৈদ্যনাথ। শনিবার সমাজমাধ্যমে একটি দীর্ঘ পোস্টে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ চার নেতার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। বৈদ্যনাথের তালিকায় মমতা ছাড়াও রয়েছে তৃণমূলের তিন সাংসদ-কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায় ও মহুয়া মৈত্রের নাম। সাতগাছিয়ার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সোনালি গুহর নামও রয়েছে বৈদ্যনাথের অভিযুক্তদের তালিকায়।

দিল্লিতে তৃণমূলের সাংসদ দলে ফাটল দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে কাকলি ঘোষদস্তিদার, শতাব্দী রায়, পার্থ ভৌমিকের মতো মমতা ও অভিষেকের একসময়ের ঘনিষ্ঠরা নাম লিখিয়েছে বিরোধী ব্লকে। তারপর থেকেই তৃণমূলের একটা অংশের কটাক্ষের শিকার হচ্ছেন এই বিরোধী ব্লকের সাংসদরা। তাঁর ও তাঁর পরিবারের নামেও বাজারে কুৎসা রটানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন কাকলি ঘোষদস্তিদারের পুত্র। সমাজমাধ্যমে করা দীর্ঘ পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'আমি স্পষ্টভাবে জানাতে চাই যে বারাসত বিধানসভা থেকে প্রার্থী হওয়ার জন্য কখনও দলের কাছে টিকিট চাইনি। এধরনের দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।' তিনি আরও বলেন, 'আমি, আমার ভাই ও আমার মা, বারাসতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষদস্তিদার নিয়মিত মদ্যপান করি- এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য ও ভিত্তিহীন। আমার সম্পর্কে প্রচারিত কিছু বক্তব্যকে আমি মিথ্যা ও মানহানিকর বলে মনে করি।' তারপরেই বৈদ্যনাথ লিখেছেন, 'সেই কারণে আমার আইনজীবী অ্যাডভোকেট পূজা শুক্লাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়, মহুয়া মৈত্র ও সোনালি গুহকে আইনি নোটিশ পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছি। নোটিশে আমি স্বাক্ষর করেছি এবং শীঘ্রই তা প্রেরণ করা হবে।' শেষে তিনি তৃণমূল নেতৃত্বকে অনুরোধ করে বলেন ভবিষ্যতে কোনও রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর নাম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যবহার না করতে।

ডিম কাণ্ডে পালটা হুঁশিয়ারি মহুয়ার

কলকাতা, ১৩ জুন : রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে 'ডিম আতঙ্ক'-এ ভুগছে তৃণমূল। সোনারপুর দক্ষিণে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে ডিম ছুড়েছিল জনতা। ডিমের নিশানা হয়েছেন জয়প্রকাশ মজুমদার, সব্যসাচী দত্তের মতো নেতারা। এমনকি বাড়িতে ঢুকে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাসকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয়। এবার কি ডিম হামলার মুখে পড়তে পারেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র! সমাজমাধ্যমে ভাইরাল একটি ভিডিও নিয়ে তৈরি হয়েছে জল্পনা।

শুক্রবার কৃষ্ণনগরে জেলা আদালতে এক মামলার শুনানিতে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল কৃষ্ণনগরের সাংসদের। সেই হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। কৃষ্ণনগরের সাংসদের হাজিরার খবর জানাজানি হতেই আদালত চত্বরে ভিড় জমতে থাকে। ভাইরাল হওয়া ভিডিও-তে দেখা গিয়েছে, ডিম-টমেটো ছিল বেশ কয়েকজন মহিলার হাতে। তবে মহুয়া আদালতে না যাওয়ায় আর ডিম-কাণ্ড ঘটেনি।

এরপরেই একটি ভিডিওবার্তায় উজ্জ্বল বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করে মহুয়ার অভিযোগ, যে মহিলারা আদালত চত্বরে জড়ো হয়েছিলেন তাঁরা সবাই বিজেপির সঙ্গে যুক্ত। তিনি আরও বলেন, 'মহুয়া মৈত্র কিন্তু উজ্জ্বল বিশ্বাস নন। রাজনীতি আমিও করছি, আপনারাও করছেন। রাজনীতি একটি সিস্টেমের মধ্যে চলে। বিধায়ক ছিলাম, এখন সাংসদ হয়েছি। শুভেন্দু অধিকারী এসে আমাদের লোকসভায় মিটিং করেছেন, অনেকে আমাকে পালটা মিটিং করতে বা কালো পতাকা দেখাতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি না করেছি।' বিষয়টি নিয়ে পুলিশ প্রশাসন এমনকি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মহুয়া।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সন্তানহারা মায়েরা

কলকাতা, ১৩ জুন : জনতার দরবারে শনিবারের চিত্র ছিল শুধুই বিচারের আর্জি। সন্তানহারা মায়েরা বিচার চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে। কর্মব্যস্ততার দরুন পরপর দুই সোমবার জনতার দরবার বন্ধ ছিল। ফলে এদিন সকাল ৯টায় দলীয় দপ্তরে উপস্থিত হয়ে সাধারণের অভাব-অভিযোগ শোনেন তিনি। তবে এদিনের বিজেপির রাজ্য দপ্তরের ছবিটা ছিল একেবারে অন্যরকম। ভিড়ের মধ্যে সন্তানদের বিচার চাইলেন বাঁশদ্রোণীর আয়ুষকুমার নাথের মা ও আরজি কর মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক অমর্ত্য ঘোষালের পরিবার। এদিন কারও হাতে নথির ফাইল, কারও চোখে জল, কারও মুখে ক্ষোভ। সকলের প্রত্যাশা, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে সুরাহা।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন জনতার দরবারে হাজিরা না হলেও মেয়ের মৃত্যুর জন্য নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর ওপরেই আস্থা রেখেছেন কালীগঞ্জে নিহত তমান্না খাতুনের মা সাবিনা ইয়াসমিন। কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার নতুন পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করার পর তিনি বলেন, 'এবার মেয়ের মৃত্যুর সুবিচার পাব।'

গত ১৩ মে বাঁশদ্রোণীর মহর্ষী বিদ্যামন্দির স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র আয়ুষের মৃত্যুতে স্কুল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির অভিযোগ তোলে তার পরিবার। ক্লাস চলাকালীন অসুস্থ বোধ করার পরেও শ্রেণিকক্ষে বসিয়ে রাখা হয় আয়ুষকে। ছুটির সময় ভারী ব্যাগ নিয়ে সিঁড়ি থেকে নামতে গিয়ে গুরুতর আহত হয় সে। ১১ দিন কোমায় থাকার পর মৃত্যু হয়। একমাস পেরোলেও এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। এদিন আয়ুষের মা বলেন, 'ছেলে বারবার শরীর খারাপের কথা বলেছে। স্কুলের কেউ শোনেনি। অথচ যে অভিভাবকরা প্রতিবাদ করল তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমি চাই, মুখ্যমন্ত্রী সুবিচার দিক।' জনতার দরবারে হাজির হওয়া অমর্ত্যর (২৪ বছর) পরিবারের অভিযোগ, দুই মাস আগে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয় তাঁর। একজনকে গ্রেপ্তার করা হলেও সন্তুষ্ট নয় তারা। অর্মত্যর বাবা বিবেকানন্দ ঘোষালের অভিযোগ, তাঁর ছেলে হুমকি সংস্কৃতির বলি। মুখ্যমন্ত্রী সিট গঠন করে তদন্তের আশ্বাস দেন। এছাড়াও তৃণমূল সরকারের আমলে চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়া দেবনারায়ণ মণ্ডলরাও হাজির ছিলেন।

অন্যদিকে জনতার দরবারে সাফল্যের মাঝেই শুরু হয়েছে আপনা সরকার আপনার পাশে হেলপ লাইন নম্বর। এবার সরাসরি অভিযোগ জানানোর জন্য https://cmo.wb.gov.in/landing পোর্টালও চালু করা হয়েছে।

> **ছেলে বারবার শরীর খারাপের কথা বলেছে। স্কুলের কেউ শোনেনি। অথচ যে অভিভাবকরা প্রতিবাদ করল তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমি চাই, মুখ্যমন্ত্রী সুবিচার দিক।**
>
> আয়ুষকুমার নাথের মা

উচ্ছেদ চলছেই। শনিবার হগ মার্কেটে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

আকর্ষণীয় রিটার্ন দিচ্ছে ‘ভ্যালু’ ফান্ড

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

এই দেশে বিনিয়োগের অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম হল মিউচুয়াল ফান্ড। অনেকেরই ধারণা, যে কোনও ফান্ডে বিনিয়োগ করলেই ভালো রিটার্ন পাওয়া যায়। এই ধারণা একেবারেই সঠিক নয়। ফান্ড নির্বাচন সঠিক না হলে রিটার্ন কম হতে পারে। এমনকি লোকসানও হতে পারে। ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা, বিনিয়োগের লক্ষ্য এবং মেয়াদ ইত্যাদি পর্যালোচনার পর সঠিক মিউচুয়াল ফান্ড বেছে নিতে পারলে তবেই আপনার লগ্নি সুরক্ষিত থাকবে। ভবিষ্যতে মিলবে বড় অঙ্কের রিটার্নও।

বাজারে লগ্নির কৌশল বিচারে মূলত তিন ধরনের ফান্ড পাওয়া যায়। ভ্যালু ফান্ড, গ্রোথ ফান্ড এবং কন্ট্রা ফান্ড। এই লেখায় আলোচনা করা হল ‘ভ্যালু ফান্ড’। যা দীর্ঘমেয়াদে আপনার অনেক স্বপ্ন পূরণে বড় হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

ভ্যালু ফান্ড কী?

ভ্যালু ফান্ড কী জানতে হলে প্রথমে ভ্যালু স্টক জানতে হবে। বাজারে এমন কিছু স্টক থাকে যা নানান কারণে তাদের ইন্ট্রিনসিক ভ্যালুর তুলনায় কম দামে কিনতে পাওয়া যায়। যখন বাজার ঘুরে দাঁড়ায় তখন এদের মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা সব থেকে বেশি হয়। আর ভ্যালু ফান্ডের তহবিল এই ধরনের স্টকেই বিনিয়োগ করে। গ্রোথ স্টকের তুলনায় ভ্যালু স্টকগুলিকে আপাত দর্শনে আকর্ষণীয় মনে না হলেও দীর্ঘমেয়াদে যা ভালো রিটার্ন দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। সেই কারণে ভ্যালু ফান্ডও বিগত কয়েক বছরে আকর্ষণীয় রিটার্ন দিচ্ছে।

ভ্যালু ফান্ডের বৈশিষ্ট্য

■ কোন স্টকের প্রকৃত মূল্য তাদের আয়, লভ্যাংশ, ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা, ঋণ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়। প্রকৃত মূল্যের নীচে ট্রেডিং করা স্টকেই বিনিয়োগ করে ভ্যালু ফান্ড।

■ কোনও সংস্থার স্টক নির্বাচনে প্রাথমিক বিষয়গুলির ওপর জোর দেওয়া হয়। ফলে বাজারের সাময়িক সংশোধনেও ওই সব স্টকের ওপর বড় প্রভাব পড়ে না। ফলে ভ্যালু ফান্ডে ঝুঁকি কমে।

■ ভ্যালু ফান্ডে লগ্নির লক্ষ্যই থাকে দীর্ঘমেয়াদে সম্পদ বৃদ্ধি। তাই বাজারের ওঠানামার প্রভাব অনেকটাই স্তিমিত থাকে।

■ বৈচিত্র্যময়তা ভ্যালু ফান্ডের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই ফান্ডের তহবিল বিভিন্ন ক্ষেত্রের ভ্যালু স্টকে লগ্নি করে। ফলে বৈচিত্র্য বাড়ে। ঝুঁকি কমে। রিটার্নের সম্ভাবনাও বহু গুণ বেড়ে যায়।

ভ্যালু ফান্ডের সুবিধা

■ শেয়ার বাজারে বড় উত্থান না হলেও ভ্যালু স্টক ভালো পারফর্ম করতে পারে। ফলে ভ্যালু ফান্ডেরও রিটার্ন ভালো হতে পারে।

■ পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য বাড়াতে পারে ভ্যালু ফান্ড।

■ ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু বা প্রকৃত মূল্যের ওপর ভিত্তি করে ভ্যালু স্টক নির্বাচন করা হয়। তাই ওইসব সংস্থার ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

■ ভ্যালু ফান্ডে ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কম হয়।

ভ্যালু ফান্ডের অসুবিধা

■ এই ধরনের ফান্ডে ঝুঁকি কম হলেও রিটার্নও একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেই ঘোরাফেরা করে।

■ দীর্ঘমেয়াদে লগ্নি করলে তবেই এই ফান্ডে ভালো রিটার্ন পাওয়া যায়।

ভ্যালু ইন্ডেক্স ফান্ড

ভ্যালু ইন্ডেক্স ফান্ড হল একটি প্যাসিভ মিউচুয়াল ফান্ড। বিভিন্ন স্টক এক্সচেঞ্জের ভ্যালু ইন্ডেক্স যেমন নিফটি ৫০ ভ্যালু ২০ ইন্ডেক্স ইত্যাদির অন্তর্ভুক্ত স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করা হয় এই ফান্ডের তহবিল। শেয়ার বাজারের ওঠানামা এড়িয়ে দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করার লক্ষ্য থাকলে ভ্যালু ইন্ডেক্স ফান্ড আপনার জন্য আদর্শ হতে পারে।

বিনিয়োগের আগে করণীয়

■ প্রথমেই আপনার ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা, আর্থিক লক্ষ্য এবং বিনিয়োগের মেয়াদ নির্ধারণ করতে হবে। সেই অনুযায়ী বরাদ্দ নির্ধারণ করতে হবে।

■ ফান্ডের অতীত পারফরমেন্স, ফান্ড ম্যানেজারের ট্র্যাক রেকর্ড খতিয়ে দেখতে হবে।

■ ফান্ডের খরচ বিশ্লেষণ করতে হবে। ভ্যালু ফান্ডের রিটার্নে ফান্ডের খরচ বড় ভূমিকা নেয়।

■ এককালীন লগ্নি না করে এসআইপি করলে লগ্নিতে ঝুঁকি কমে।

■ প্রয়োজনে আর্থিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

ভ্যালু ফান্ড ও আয়কর

ভ্যালু ফান্ড থেকে আয় কর যুক্ত। এক বছরের মধ্যে ইউনিট বিক্রি থেকে প্রাপ্ত লাভে ১৫ শতাংশ হারে কর দিতে হয়। বিনিয়োগের মেয়াদ এক বছরের বেশি হলে প্রতি আর্থিক বছরে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোনও কর দিতে হয় না। ১ লক্ষ টাকার বেশি হলে ১০ শতাংশ হারে কর দিতে হয়। ভ্যালু ফান্ডের ক্ষেত্রে টিডিএস প্রযোজ্য হবে যদি আপনার সমস্ত উৎস থেকে আয় ১০ হাজার টাকার বেশি হয়।

ভালো রিটার্ন দেওয়া কয়েকটি ভ্যালু ফান্ড

ফান্ড	আকার (কোটি টাকা)	৩ বছরে রিটার্ন (শতাংশ)
কোয়ান্ট ভ্যালু ফান্ড আইডিসিডব্লিউ	১৭৫৬.৪৫	২৫.৬৮
অ্যাক্সিস ভ্যালু ফান্ড আইডিসিডব্লিউ	১৫২৩.৪৬	২০.১০
এইচএসবিসি ভ্যালু ফান্ড ডিরেক্ট গ্রোথ	১৪৮৭২.৬২	২০.৩৮
ডিএসপি ভ্যালু ফান্ড ডিরেক্ট গ্রোথ	১৭০২.৯৮	১৮.৩৫
আদিত্য বিড়লা সান লাইফ ভ্যালু ফান্ড	৬৩৮৭.৭৮	১৮.৭৫
এইচডিএফসি ভ্যালু ফান্ড আইডিসিডব্লিউ	৭৩২৪.৩০	১৭.১৪
নিপ্পন ইন্ডিয়া ভ্যালু ফান্ড ডিরেক্ট প্ল্যান	৮৯১৮.৮০	১৭.৮৯
এলআইসি এমএফ ভ্যালু ফান্ড	২০৭.৮১	১৭.৪২
আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল ভ্যালু ফান্ড	৫৯৫৮৮.৩০	১৬.০৯
আইটিআই ভ্যালু ফান্ড ডিরেক্ট গ্রোথ	৩৫২.৬২	১৭.২৬

চাঙ্গা ভারতীয় বাজার

শান্তি চুক্তির আবহে বিশ্ববাজারে রকেট গতি

বোধিসত্ত্ব খান

দীর্ঘদিনের ভূরাজনৈতিক জটিলতা কাটিয়ে অবশেষে কি ইরান ও আমেরিকার মধ্যে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হতে চলেছে? দুই দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব পুরো প্রক্রিয়াটি খোলসা না করলেও, কূটনৈতিক স্তরে মিলেছে এক ইতিবাচক ইঙ্গিত। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে তাঁর চেনা ভঙ্গিতে শান্তি প্রক্রিয়া নিশ্চিত বলে দাবি করলেও, বিশ্ববাসী এতদিন তা নিয়ে সংশয়ে ছিল। তবে সম্প্রতি ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘাচির একটি বক্তব্য আন্তর্জাতিক মহলে নতুন আশার আলো জুগিয়েছে। তাঁর ইঙ্গিত, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই সই হতে পারে এই চুক্তি। একটি খবরেই শুক্রবার বিশ্বজুড়ে শেয়ার বাজারে দেখা গেল এক অভূতপূর্ব উত্থান।

ইরানের এই সদর্থক বিবৃতির জেরে শুক্রবার এশিয়ার বাজারগুলিতে ব্যাপক গতি লক্ষ্য করা যায়। জাপানের নিক্কেই ২২৫ সূচক ২.৭৩ শতাংশ, হংকংয়ের হ্যাংসেং ১.৫৭ শতাংশ, তাইওয়ান ২.৩১ শতাংশ এবং দক্ষিণ কোরিয়ার কসপি ৪.৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। একই স্বস্তির হাওয়া ছিল ইউরোপের বাজারেও। ফুটসি, ক্যাক এবং ড্যাক্স-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলিও উত্থান দেখে।

সবচেয়ে বড় স্বস্তি এসেছে অপরিশোধিত তেলের বাজারে। ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে যে তেলের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে উঠছিল, তা আন্তর্জাতিক বাজারে বেশ খানিকটা পড়েছে। শুক্রবার বাজার বন্ধ হওয়ার সময় ব্রুড অয়েল প্রতি ব্যারেল ৮৪.৮৮ ডলার এবং ব্রেন্ট ক্রুড ৮৭.৩৩ ডলারে থিতু হয়েছে। তেলের এই পতন বিশ্বজুড়ে মূল্যবৃদ্ধির লাগাম টানতে বড় ভূমিকা নেবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

অন্যদিকে, নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সোনার যে চাহিদা তৈরি হয়েছিল, তাতেও মন্দা দেখা দিয়েছে। ২৮ জানুয়ারি, ২০২৬-এ সোনা তার সর্বোচ্চ শিখর (৫,৪১৯.৮ ডলার প্রতি ট্রয় আউন্স) ছোঁয়ার পর, গত এক মাসে লাগাতার পড়ে তা এখন ৪,২২২ ডলারে নেমে এসেছে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যবৃদ্ধি ৩.৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪.২ শতাংশ হওয়ায় ক্রিপ্টোকারেন্সিতে সংশোধন অব্যাহত।

আন্তর্জাতিক এই ইতিবাচক আবহে শুক্রবার ভারতীয় শেয়ার বাজার এক ঐতিহাসিক দৌড় দেখল। ডলারের বিপরীতে ভারতীয় টাকা শক্তিশালী হয়ে ৯৫.১৭ টাকায় থিতু হয়। একই সঙ্গে বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা ফিউচার্স ও অপশনস মার্কেটে প্রায় ১৬,৫০০ কোটি টাকার শেয়ার কিনেছে।

এদিন ভারতের প্রধান প্রধান সূচকগুলির পারফরমেন্স ছিল নজরকাড়া, নিফটি ১.৯৯ শতাংশ, বিএসই সেনসেক্স ২.৩০ শতাংশ, নিফটি

> শুক্রবার বিশ্ববাজারের অন্যতম সেরা চমক ছিল মার্কিন শেয়ার বাজার ন্যাসড্যাকে এলন মাস্কের সংস্থা ‘স্পেসএক্স’-এর আইপিও লিস্টিং। বাজারে আসতেই এই সংস্থার মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন ১ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়, যা ভারতের ‘নিফটি ৫০’-এর সবক’টি কোম্পানির সম্মিলিত মূল্যের চেয়েও বেশি!

ব্যাংক ২.৯৭ শতাংশ, নিফটি মিড ক্যাপ ও স্মল ক্যাপ যথাক্রমে ২.৩৭ শতাংশ ও ২.৬২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

সেক্টরগুলির মধ্যে সিমেন্ট, কনস্ট্রাকশন, কেমিক্যালস, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ক্যাপিটাল গুডস খাতের শেয়ারে ব্যাপক কেনাকাটা চলে। ফিউচার্স ও অপশনসের অধীনে অশোক লেল্যান্ড (১০.০০ শতাংশ), আইনক্স উইন্ড (৮.৫৫ শতাংশ), চোলা ইনভেস্টমেন্ট (৭.৭৮ শতাংশ), শ্রীরাম ফিন্যান্স (৭.৭৫ শতাংশ) এবং এল অ্যান্ড টি ফিন্যান্স (৭.৪২ শতাংশ) বিপুল র‍্যালি দেখায়।

শুক্রবার বিশ্ববাজারের অন্যতম সেরা চমক ছিল মার্কিন শেয়ার বাজার ন্যাসড্যাকে এলন মাস্কের সংস্থা ‘স্পেসএক্স’-এর আইপিও লিস্টিং। বাজারে আসতেই এই সংস্থার মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন ১ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়, যা ভারতের ‘নিফটি ৫০’-এর সবকটি কোম্পানির সম্মিলিত মূল্যের চেয়েও বেশি! ভারতের বৃহত্তম সংস্থা রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের (১৮৪ বিলিয়ন ডলার) তুলনায় স্পেসএক্স প্রায় ১১.৫ গুণ বড় সংস্থায় পরিণত হল। এই অভাবনীয় লিস্টিংয়ের হাত ধরে এলন মাস্ক বিশ্বের প্রথম ‘ট্রিলিয়নেয়ার’ (প্রায় ১০০ লক্ষ কোটি টাকা) হিসেবে ইতিহাস গড়লেন।

রবিবারের মধ্যে ভূরাজনৈতিক সমীকরণে বড় কোনও নেতিবাচক বদল না ঘটলে, আগামী সোমবারও বিশ্ববাজার তথা ভারতীয় শেয়ার বাজারে ‘বুল রান’ বজায় থাকবে বলে বাজার বিশেষজ্ঞদের মত।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন।
লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

সপ্তাহের শেষ লেনদেনের দিনে বুলদের রাজকীয় প্রত্যাবর্তনে স্বমহিমায় ফিরল ভারতীয় শেয়ার বাজার। একদিনে সেনসেক্স ও নিফটি উঠল যথাক্রমে ১৬৯৫.৪০ এবং ৪৬১.৩০ পয়েন্ট। সব মিলিয়ে এই সপ্তাহে সেনসেক্স ১২৮৪.৬১ পয়েন্ট উঠে ৭৫৫২৭.৯৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। একইভাবে নিফটি ২৫৬.২ পয়েন্ট উঠে ২৩৬২২.৯০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে।

আগামী সপ্তাহেও বাজারের গতি বুলদের নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে। বড় কোনও অঘটন না হলে সেনসেক্স ও নিফটি আপাতত ঊর্ধ্বমুখী থাকবে। এই বিষয়টি বিবেচনা করেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। গুণগতমানে ভালো শেয়ার নির্বাচন করে তাতে ধাপে ধাপে লগ্নি করতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদে লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। দৈনন্দিন কেনাবেচা থেকে বিরত থাকতে হবে।

শেয়ার বাজারের এই রাজকীয় প্রত্যাবর্তনে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে আমেরিকা-ইরান শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার আশা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই এই চুক্তি চূড়ান্ত হয়ে যাবে। এর পাশাপাশি পূর্ব নির্ধারিত ইরানের ওপর হামলাও স্থগিত করে দিয়েছেন তিনি। এর প্রভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সারা বিশ্বের শেয়ার বাজার। সেই প্রভাব পড়েছে এই দেশেও। তবে ইরান সাফ জানিয়ে দিয়েছে, তারা এখনও চুক্তি নিয়ে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। এই চুক্তি না হলে ফের অস্থির হবে শেয়ার বাজার।

ইরানের ওপর আমেরিকা হামলা বন্ধ করায় আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যারেল প্রতি অশোধিত তেলের দাম নেমে এসেছে ৮৮ মার্কিন ডলারে। হরমুজ প্রণালী খুলে যাবে ইরান-আমেরিকা চুক্তি হলে। সেই আশায় ভর করে অশোধিত তেলের দাম কমছে। যা ভারতীয় শেয়ার বাজারের ঘুরে দাঁড়ানোয় অন্যতম ভূমিকা নিয়েছে। ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম তেল আমদানি এবং ব্যবহারকারী দেশ। অশোধিত তেলের দাম নিয়ন্ত্রণে থাকলে দেশের অর্থনীতিতে তা বিপুল ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। শেয়ার বাজারের উত্থানে প্রভাব ফেলেছে ভারতীয় মুদ্রা টাকাও। ১ মার্কিন ডলারের বিনিময়মূল্য কমে ৯৫ টাকা ১৩ পয়সা হয়েছে।

শেয়ার বাজার ঘুরে দাঁড়ালেও আপাতত লগ্নিকারীদের সতর্ক থাকতে হবে। ইরান-আমেরিকা শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হয় কি না, ভূরাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনা, টাকার দাম, বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম ইত্যাদি নজরে রাখতে হবে। এবার বর্ষার ঘাটতি হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। বর্ষার পারফরমেন্স আগামী দিনে শেয়ার বাজারে বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

অন্যদিকে সোনা-রুপোর দাম ফের নিম্নমুখী হয়েছে। আগামী কয়েক সপ্তাহে এই দুই মূল্যবান ধাতুর দামে আরও সংশোধন হতে পারে।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **এনসিসি :** বর্তমান মূল্য-১৫১.৬৯, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৩৭/১৩০, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১৩৮-১৪৬, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯৫২৩, টার্গেট-২১০।

■ **টাটা পাওয়ার :** বর্তমান মূল্য-৩৯৩.৫৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৬৫/৩৪২, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৩৭০-৩৮৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১২৫৭৫২, টার্গেট-৪৫০।

■ **এনবিসিসি :** বর্তমান মূল্য-১০৫.১৬, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১২৬/৭৭, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৯৫-১০৩, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৮৩৯৩, টার্গেট-১৪৫।

■ **রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ :** বর্তমান মূল্য-১২৯৩.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬১২/১২৫৩, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১২৬০-১২৯০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৭৪৯৭৫৭, টার্গেট-১৩৮৭।

■ **কেআরএন হিট :** বর্তমান মূল্য-১২৬১.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৪০৫/৫৯০, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১২০০-১২৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭৮৩৯, টার্গেট-১৪৮০।

■ **এনএলসি ইন্ডিয়া :** বর্তমান মূল্য-৩১৬.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৮৮/২২১, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-২৯০-৩১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৩৮৫৯, টার্গেট-৩৭৫।

■ **মিশ্র ধাতু নিগম :** বর্তমান মূল্য-৪৩৫.১০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৬৯/২৬৬, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৪০০-৪৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮১৫১, টার্গেট-৫৬০।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

ছোট্ট তারা

দক্ষিণ শান্তিনগর প্রাইমারি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির অঙ্কুশ বিশ্বাস আবৃত্তি করে এবং গান গেয়ে নজর কেড়েছে।

পাঠক্রম বদল চান শংকর

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৩ জুন : কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে পর্যটনমন্ত্রী বর্তমান পাঠক্রম পরিবর্তনের দাবি তুললেন। তাঁর মতে, পাশ্চাত্য শিক্ষার বদলে দেশীয় শিক্ষাকে পাঠক্রমে বেশি করে তুলে ধরা প্রয়োজন। একইসঙ্গে জাতীয় শিক্ষানীতির প্রশংসা করে তার সঠিক প্রয়োগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন মন্ত্রী। তাঁর যুক্তি, 'যে পাঠ্যপুস্তক আমাদের দেশের কথা তুলে ধরার বদলে বিদেশি বা পাশ্চাত্যের যারা আমার দেশকে আক্রমণ করেছে, তাদের মাহাত্ম্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে, সেই পাঠ্যসূচি কিংবা পাঠক্রম আমাদের রাজ্যে আর আগামীদিনে থাকবে না। এই নিশ্চিত বিশ্বাস আমি আগামীদিনে ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরতে চাই।'

অতীতের রাজনৈতিক তিক্ততা ও দূরত্ব ভুলে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব এদিন সংবর্ধনা জানালেন রাজ্যের নবনিযুক্ত পর্যটনমন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক শংকর ঘোষকে। শনিবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই দৃশ্য দেখা গিয়েছে। অতীতে শংকর ঘোষের উপস্থিতির কারণে মেয়র অনুষ্ঠান ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছিল, এদিন দুজনকে একই মঞ্চে পাশাপাশি বসে থাকতে দেখা গিয়েছে।

সংবর্ধনা নেওয়ার সময় পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ কিছুটা সংকোচ প্রকাশ করেন। অতীতে সরকারি অনুষ্ঠানে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হত না বলে আক্ষেপ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'আমাকে ডাকা হয়নি, আমাকে ডাকা হত না। আমি অনেক ধরনের যন্ত্রণা নিয়ে রাজনীতি করেছি এবং এর মধ্যে থেকেও শিক্ষা নিয়েছি। অতীতে যে খারাপ জিনিসগুলো ঘটেছে, ভবিষ্যতে যাতে তার পুনরাবৃত্তি না হয় তা আমি দেখব।' তবে শিলিগুড়ির সাধারণ মানুষের সম্মানের কথা মাথায় রেখেই তিনি এই সংবর্ধনা গ্রহণ করেছেন বলে জানান।

পুরনিগমের কৃতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মন্ত্রী শংকর ঘোষ ও মেয়র গৌতম দেব। শনিবার শিলিগুড়িতে।

মেয়র গৌতম দেব 'অতিথি দেবো ভবঃ' সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করে বলেন, 'এটি পুরনিগমের নিজস্ব কর্মসূচি এবং পুরনিগমের তরফেই এই সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। যখন রাজনীতি করব তখন রাজনীতির কথা হবে। রাজনীতির মঞ্চ মানে কোনও ব্যক্তির বিরোধিতা করা নয়।' সরকারি কর্মসূচি পালনে তাঁর কোনও আলস্য নেই জানিয়ে মেয়র বলেন, 'বিগত সরকারের আমলে তিনি যেভাবে সরকারি কাজ করেছেন, এই সরকারের আমলেও একইভাবে করবেন।' শংকর ঘোষও সরকারি কাজে পুরনিগমকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

এর আগে এদিন সকালে শংকর ঘোষ শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজারে পরিদর্শনে যান। জলকাদা ও দুর্গন্ধ উপেক্ষা করে তিনি বাজারের ভিতরের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের সঙ্গে কথা বলে তাদের সমস্যা ও দাবির কথা শোনেন। নিয়ন্ত্রিত বাজারের প্রধান সমস্যা হল স্তূপাকৃতি জঞ্জাল, বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা এবং তীব্র পার্কিং সংকট। পার্কিং এলাকায় ভবন নির্মাণের ফলে জায়গা কমে যাওয়ায় মূল রাস্তায় ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকছে, যার ফলে দিনভর যানজট লেগেই থাকে। মন্ত্রী সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকচালকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং রাস্তা থেকে পার্কিং সরিয়ে দেওয়ার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেন।

> **যে পাঠ্যপুস্তক দেশের কথা তুলে ধরার বদলে বিদেশি বা যারা আমার দেশকে আক্রমণ করেছে, তাদের মাহাত্ম্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে, সেই পাঠ্যসূচি রাজ্যে আর থাকবে না।**
>
> **শংকর ঘোষ** পর্যটনমন্ত্রী

জঞ্জাল সাফাইয়ের জন্য বাজার কর্তৃপক্ষ পুরনিগমকে প্রতি মাসে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা দিলেও সঠিক সাফাই না হওয়া এবং জলযন্ত্রণার যে অভিযোগ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে তিনি পুরনিগমের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন।

নিয়ন্ত্রিত বাজারের পর জংশন এলাকার শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) বাজারে যান পর্যটনমন্ত্রী। সেখানে বাজার ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ব্যবসায়ীরা বাজারের খসে পড়া প্লাস্টার দেখিয়ে দ্রুত সংস্কারের দাবি জানান এবং পাঁচিল দিয়ে ঘেরা থাকার কারণে ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। মন্ত্রী ব্যবসায়ীদের সমস্ত সমস্যা শুনে তা লিখিত আকারে পুরসভার সচিবকে জানাতে বলেন এবং পরে এসজেডিএ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের রাস্তা বের করার আশ্বাস দেন।

সাফাই অভিযান

ইসলামপুর, ১৩ জুন : ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভারতীয় শ্রমিক মজদুর ইউনিয়নের তরফে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের বার্তা দিতে শনিবার দুপুরে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে সাফাই কর্মসূচির আয়োজন করলেন সংগঠনের সদস্যরা। এদিন তাঁরা হাতে ঝাড়ু নিয়ে হাসপাতাল চত্বর পরিষ্কারে অংশ নেন। তাঁদের এই উদ্যোগ হাসপাতালের রোগী, রোগীর পরিজন ও সাধারণ মানুষের নজর কেড়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যেই এদিন এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও নিয়মিতভাবে এমন সাফাই অভিযান চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জানান সংগঠনের সদস্যরা।

শর্ট ফিল্ম ও রিল প্রতিযোগিতা

ইসলামপুর, ১৩ জুন : নেশামুক্ত ভারত অভিযানের অংশ হিসেবে ইসলামপুর মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি শর্ট ফিল্ম এবং রিল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। শনিবার এই কম্পিটিশনের পোস্টার রিলিজ করা হয়। এদিন ইসলামপুর মহকুমা শাসক দপ্তরের সামনে এদিনের এই পোস্টার উদ্বোধন করেন মহকুমা শাসক অঙ্কিতা আগরওয়াল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক শুভদীপ দাস সহ অন্যরা।

চালক ধৃত

শিলিগুড়ি, ১৩ জুন : বালি পাচারের অভিযোগে শনিবার এক ডাম্পারচালককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম হরি সাহানি। তিনি বানিয়াখাড়ির বাসিন্দা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মাটিগাড়া থানা এলাকা থেকে হরিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বালিবোঝাই ডাম্পারটি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

প্রাকৃতিক কৃষি কর্মশালা

ইসলামপুর, ১৩ জুন : কৃষির প্রসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে ইসলামপুর মহকুমার বিভিন্ন ব্লকে প্রাকৃতিক কৃষি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। শনিবার ইসলামপুর শহরের সূর্য সেন মঞ্চে এই কর্মশালার সূচনা করেন মহকুমা শাসক অঙ্কিতা আগরওয়াল। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুরের বিডিও পিনাকী দেবনাথ, মহকুমা সহ কৃষি অধিকর্তা মাহফুজ আলম, ইসলামপুর মহকুমা উদ্যানপালন বিভাগের অধিকর্তা অনীক মজুমদার সহ কৃষি দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিক ও কৃষকরা। কৃষকরা বলেন, এদিনের এই কর্মশালা আমাদের কৃষিক্ষেত্রে অনেকটাই সহায়ক হয়ে উঠবে।

জখম গাড়িচালক, মৃত গোরু

ইসলামপুর, ১৩ জুন : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গোরুকে ধাক্কা মারল একটি চার চাকার গাড়ি। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় গোরুটির। শুক্রবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুর শহরের চৌরঙ্গি মোড় সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনাস্থলে আসে ইসলামপুর থানার পুলিশ ও স্থানীয়রা। সূত্রের খবর, এই ঘটনায় গাড়ির চালক আহত হয়েছেন। তাঁকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ভ্যাট থেকে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ

ইসলামপুর, ১৩ জুন : পুরসভার তরফে নিয়মিত ভ্যাট পরিষ্কার করা হয় না বলে অভিযোগ। যার ফলে আবর্জনা জমে ও পচে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হচ্ছে। সেই অসহনীয় দুর্গন্ধে নাজেহাল এলাকার মানুষ। ইসলামপুরের এক নম্বর ওয়ার্ডের আমবাগান কলোনির ভ্যাটটি ঘিরে এমনই সমস্যা। প্রায় দু'বছর আগে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে ওই এলাকায় আবর্জনা ফেলার ভ্যাট তৈরি করা হয়। কিন্তু সেটাই এখন স্থানীয়দের জন্য অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, 'নিয়মমাফিক পরিষ্কার হচ্ছে না ভ্যাটে জমতে থাকা আবর্জনা।' অপরদিকে, সেই এলাকায় আবর্জনা ফেলার জন্য কোনও বিকল্প জায়গাও নেই। তাই দিনের পর দিন জমে থাকা আবর্জনার ওপরেই নতুন আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। গরমে সেই আবর্জনা পচে দুর্গন্ধের সৃষ্টি করছে। এই পরিস্থিতিতে সেখান দিয়ে যাতায়াতকারী পথচারীদের বমি হওয়ার উপক্রম হচ্ছে। নাকে রুমাল চেপেও রক্ষা মিলছে না।

আমবাগান কলোনি এলাকার বাসিন্দা কুণাল হালদার বলেন, 'প্রতি মাসে চারদিন ভ্যাট পরিষ্কার করার কথা। সেই জায়গায় শুধুমাত্র একদিন তা পরিষ্কার করা হয়। ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কৃষ্ণা দত্ত ঘোষের বক্তব্য, 'বিষয়টি পাড়া-প্রতিবেশী মারফত জানতে পেরেছি। দ্রুত নিয়মমাফিক ভ্যাট পরিষ্কার করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।'

৩ নম্বর ওয়ার্ড অফিসে বিক্ষোভ বিজেপির

অবৈধ নির্মাণ নিয়ে চাপানউতোর

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ জুন : ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র পারিষদ রামভজন মাহাতোর বিরুদ্ধে অনৈতিক কাজকর্মের অভিযোগ তুলে শনিবার ওয়ার্ড অফিসে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। বিজেপির ১ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি বিনোদ গুপ্তার নেতৃত্বে সকাল ৯টা নাগাদ শুরু হওয়া এই বিক্ষোভ কর্মসূচি প্রায় ৩০ মিনিট চলে। বিনোদের দিকে তোপ দেগে রামভজন বলেন, 'বিনোদ আগে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখুক। ও নিজের বাড়ির সামনে বেশ কয়েকটি দোকান করে মাসে ২৫-৩০ হাজার টাকা আয় করছে। একটা দোকানেরও বৈধ নথিপত্র নেই।'

পালটা দিয়েছেন বিনোদও। তাঁর অভিযোগ, 'রামভজন বৈধ নির্মাণকে নোটিশ ধরিয়ে পরে ভয় দেখিয়ে সেটিং করে নিয়েছেন। ওঁর ওয়ার্ডে যার বহুতল আছে তাঁকেও আবাস যোজনার টাকা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে।'

দীর্ঘদিন ধরে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের রাশ নিজের হাতে রেখেছেন রামভজন। মাঝে একবার রামভজনের স্ত্রী কাউন্সিলার হয়েছিলেন। তার আগে এবং পরে দীর্ঘদিন প্রথমে বাম এবং পরে তৃণমূল আমলে রামভজন কাউন্সিলার এবং মেয়র পারিষদ হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে এর আগেও বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে। তবে, এবার রাজ্যে পালাবদলের পর রামভজনের বিরুদ্ধে ভূরিভূরি অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে।

সেই সমস্ত অভিযোগ বিভিন্ন প্ল্যাকার্ডে লিখে এদিন সকাল ন'টা নাগাদ ওয়ার্ডের বিজেপি নেতা তথা ১ নম্বর মণ্ডল সভাপতি বিনোদের নেতৃত্বে বিজেপির ২০-২২ জন সদস্য গুরুংবস্তির ওয়ার্ড অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভ শুরু হতেই ওয়ার্ড অফিসে থাকা এক কর্মী বেরিয়ে যান। বিক্ষোভে বসে বিনোদ অভিযোগ করেন, 'কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে বহুদিন ধরে বিভিন্ন অভিযোগ উঠছে। রামভজন বেছে বেছে তৃণমূল কংগ্রেসের ক্যাডারদের আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দিয়েছেন। জমি দখলদারিতে কাউন্সিলারের নাম জড়িয়েছে। ৩ নম্বর ওয়ার্ডের একাধিক লজ, হোটেলের মালিককে আবাস যোজনার টাকা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে।' বিভিন্ন অনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত কাউন্সিলারের পদত্যাগের দাবিতেই এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচি বলে দাবি করেছেন বিনোদ। বিক্ষোভ শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই রামভজন ওয়ার্ড অফিসে আসেন।

তিনি বলেন, 'যে বিনোদ গুপ্তা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছেন, তাঁর বাড়ির সামনের দোকানগুলি গিয়ে দেখুন। বাড়ির নীচে দোকান ভাড়া দিয়ে মাসে প্রচুর টাকা রোজগার করছেন, অথচ একটি দোকানেরও বৈধ নথি নেই। আমরা এতদিন কিছু বলিনি। এবার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এই প্রসঙ্গে বিনোদ বলেন, 'আমি যদি বেআইনি কাজ করে থাকি তাহলে কাউন্সিলার এতদিন কেন ব্যবস্থা নেননি?' তাঁর বিরুদ্ধে তোলা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন বিনোদ।

আইআইএলএস-এর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

শিলিগুড়ি, ১৩ জুন : দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ির দাগাপুরে অবস্থিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ লিগ্যাল স্টাডিজ-এর (আইআইএলএস) সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন পড়ুয়ারা। শনিবার কলেজের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সুব্রত তালুকদার। তিনি উপস্থিত শিক্ষার্থীদের আইন বিষয়ক বিভিন্ন পরমার্শ দেন।

এদিন ৫ বছরের বিএ, বিবিএ, বিকম, এলএলবি (অনার্স) এবং তিন বছরের এলএলবি, এলএলএম এবং মাস্টার্স ইন পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড গভরনেন্স (এমপিজি) কোর্সের শেষ সিমেস্টারের শিক্ষার্থীদের জন্য এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সুব্রত তালুকদারকে প্রতিষ্ঠানের তরফে 'প্রফেসর এমিরেটাস ইন ল' সম্মান দেওয়া হয়। ২০২৬ সালের বিদায়ি ব্যাচের প্রায় আড়াইশো শিক্ষার্থীর হাতে স্মারক ও আইনের বই তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান জয়জিৎ চৌধুরী। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপল ইনচার্জ ডঃ তৃষ্ণা গুরুং। *ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর*

ছিনতাইয়ে ধৃত তিন

শিলিগুড়ি, ১৩ জুন : গভীর রাতে শুনসান রাস্তায় গাড়ির সামনে আচমকাই স্কুটার নিয়ে তিন তরুণ পথ আটকান। গাড়ি থেকে একজন নামতেই তাঁকে মারধর করে মোবাইল ফোন ও টাকা ছিনতাই করে নেওয়া হয়। নিজের বন্ধুকে ছিনতাইকারীদের কবলে পড়ে মার খেতে দেখেও গাড়ির ভেতরে থাকা আরেকজন বের হননি। পুলিশ কমিশনারেট সংলগ্ন ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের ঘটনা।

ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে মাটিগাড়া থানার পুলিশ শুক্রবার রাতে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের মধ্যে দুজনের বয়স আঠারো বছর এবং একজনের বয়স কুড়ি বছর। ধৃতরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাড়িতে ফুলসজ্জার কাজ করেন। হঠাৎ কেন তাঁরা এমন কাণ্ড ঘটালেন সে ব্যাপারে অবশ্য ওই তিন তরুণ স্পষ্ট কিছু বলেননি। ধৃত তিনজনকে শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের চোদ্দোদিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ছিনতাইয়ের ঘটনাটি ঘটে। দুই তরুণ গাড়িতে করে একটি শপিং মল থেকে বেরিয়ে দার্জিলিং মোড়ের দিকে যাচ্ছিলেন। উলটো দিক থেকে কাজ সেরে স্কুটারে ওই তিন তরুণ মাটিগাড়ার দিকে যাচ্ছিলেন। আচমকাই তাঁদের স্কুটারটি ওই গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। অভিযোগকারী তরুণের দাবি, ওই তিনজনকে সরে যেতে বললেও তাঁরা ওই দুজনকে গাড়ি থেকে বাইরে আসার নির্দেশ দেন। তরুণ গাড়ি থেকে বের হতেই তিনজন তাঁর ওপর চড়াও হন। বন্ধু মার খেলেও ভেতরে থাকা অপর তরুণ কেন বাঁচানোর চেষ্টা বা পুলিশকে ফোন করলেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। জিজ্ঞাসাবাদের মুখে ওই তরুণের দাবি, তিনি অত্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। আক্রান্ত তরুণ শুক্রবার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ মাটিগাড়া বাজার এলাকা থেকে মোবাইল বিক্রির চেষ্টায় থাকা তিনজনকে আটক করে। পরে জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা অপরাধ স্বীকার করেন। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এর আগে অপরাধমূলক কোনও কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার খবর এখনও পাওয়া যায়নি। ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।'

তোমাকে অভিবাদন... শনিবার দেরাদুনের ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে।

তৃণমূল ভাঙার ব্লু-প্রিন্ট ভূপেন্দ্রর বৈঠকখানায়

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : দিল্লির ক্ষমতার অলিন্দে কান পাতলেই এখন একটা অন্যরকম গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসকে রাজনৈতিকভাবে স্রেফ ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার যে 'অপারেশন লোটাস', তা কিন্তু নরেন্দ্র মোদি বা অমিত শা-র বাসভবনে বসে হচ্ছে না। এমনকি নীতিন নবীনের দরজাতেও কড়া নাড়ছেন না কেউ। শীর্ষনেতৃত্বকে বিরক্ত না করে নিঃশব্দে ঘুঁটি সাজানোর ভরকেন্দ্র হয়ে উঠেছে একটাই ঠিকানা—ভূপেন্দ্র যাদবের দিল্লির বাসভবন। কাকলি, শতাব্দী, সুদীপ, জগদীশদের এখন একটাই গন্তব্য, ভূপেন্দ্রর ড্রয়িংরুম। প্রতিদিন সেখানে বসেই তৃণমূল ভাঙার নিখুঁত ছক কষা হচ্ছে। আর সেই বৈঠকে প্রায় নিয়মিত হাজিরা দিচ্ছেন রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। এই গোটা প্রক্রিয়ায় ভূপেন্দ্র যাদবকে অত্যন্ত দক্ষভাবে সঙ্গত দিচ্ছেন নিশিকান্ত দুবে এবং অন্ধ্রপ্রদেশের সাংসদ সিএম রমেশ। নিশিকান্তর আগ্রাসী রাজনৈতিক বুদ্ধি এবং রমেশের নিখুঁত নেটওয়ার্কিং ভূপেন্দ্রর স্ট্র্যাটেজিকে আরও অনেক বেশি ক্ষুরধার করে তুলেছে।

বিজেপির অন্দরে অমিত শাকে আধুনিক ভারতের সবচেয়ে বড় ভোটকৌশলী বলা হলেও বঙ্গ-বিজয়ের নেপথ্যে আসল কারিগর কিন্তু তাঁর বিশ্বস্ত সহকারী ভূপেন্দ্র যাদবই। সঙ্গে দোসর হিসেবে ছিলেন সুনীল বনশল এবং মিডিয়া ও প্রচারের রাশ হাতে রাখা কে কে উপাধ্যায়। ভূপেন্দ্র জানতেন, নীচুতলায় বিজেপির সংগঠন ফাঁপা। তাই নিজের দলের চেয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢালতেই তিনি বেশি জোর দেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কড়া নিরাপত্তা ছেড়ে রাজ্য পুলিশের গাড়িতে চড়েছেন, এসি রুম ছেড়ে মঠ-মন্দিরে রাত কাটিয়েছেন, রিকশা-টোটোয় চেপে বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামে ঘুরে প্রান্তিক মানুষের নাড়ি বুঝেছেন। সেই ক্ষোভকেই পেশাদারি কায়দায় ব্যালট বাক্সে রূপান্তর করেছেন এই পোড়খাওয়া রাজস্থানি নেতা। ঠান্ডা ঘরের আরামদায়ক বৈঠকের চেয়ে মাঠে-ময়দানে ঘোরার বাস্তব অভিজ্ঞতা যে ঢের বেশি কার্যকরী, প্রায় কাঁটায় কাঁটায় ভবিষ্যদ্বাণী মিলিয়ে সেই শিক্ষাই তিনি দিয়ে গেলেন।

তবে এই রাজনৈতিক ভূমিকম্পের পিছনে ভূপেন্দ্র যাদব ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে যিনি সবচেয়ে ধারালো অস্ত্রটি জুগিয়েছেন, তিনি হলেন অন্ধ্রপ্রদেশের সাংসদ সিএম রমেশ। পেশায় শিল্পপতি রমেশের জনসংযোগের দক্ষতা রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো। মজার বিষয় হল, ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় হিন্দি বা ইংরেজির চেয়ে নিজের মাতৃভাষা তেলুগুতেই কথা বলতে বেশি স্বচ্ছন্দ রমেশ। অথচ এই ভাষাগত ব্যবধান তাঁর রাজনৈতিক নেটওয়ার্কিংয়ে কোনও দেওয়াল তুলতে পারেনি। তৃণমূল সাংসদদের ভাঙিয়ে আনার ক্ষেত্রে সিংহভাগ ফোন নাকি তিনিই করেছিলেন। রমেশ নিজেই সদর্পে দাবি করেছেন, 'মানুষকে রাজি করানোই আমার সবচেয়ে বড় দক্ষতা। আমাকে শুধু কয়েকটা ঘণ্টা সময় দিন, যে কাউকেই বিজেপিতে যোগ দেওয়ানোর জন্য রাজি করিয়ে ফেলতে পারি।'

কিন্তু এই ম্যাজিকটা হল কীভাবে? রমেশের কথায়, 'বেশিরভাগ তৃণমূল সাংসদের সঙ্গেই আমার দীর্ঘদিনের আলাপ। সংসদের ক্যান্টিনে আমাদের নিয়মিত আড্ডা হত। গত কয়েক বছরে তাঁদের সঙ্গে আমার একটা দারুণ ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। আর সেই রসায়নটা একেবারেই খাঁটি।' এই রসায়নের জাল বোনা শুরু হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই। ২০২০ সালে রমেশের ছেলের বিয়ের আসর বসেছিল দুবাই এবং হায়দরাবাদে। সেই হাইপ্রোফাইল বিয়েতে তিনি এমন অনেক তৃণমূল সাংসদকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, যাঁরা দলের লাইনের বাইরে গিয়ে বেসুরো গাইছিলেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, সেইসময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একনিষ্ঠ অনুগামী বলে পরিচিত, বর্তমানে বিদ্রোহী নেত্রী শতাব্দী রায়ও কিন্তু রমেশের ছেলের সেই হাইপ্রোফাইল বিয়ের আসরে যোগ দিয়েছিলেন।

রাজনীতির অঙ্ক যে কেবল দলীয় কার্যালয়ে বসে কষা যায় না, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই টিম ভূপেন্দ্র। রমেশের ব্যক্তিগত সম্পর্ক, নিশিকান্তর ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং শুভেন্দু অধিকারীর ময়দানি লড়াই—সব মিলিয়ে ভূপেন্দ্রর ড্রয়িংরুমে যে রাজনৈতিক চক্রব্যূহ তৈরি হয়েছিল, তাতেই খড়কুটোর মতো উড়ে গেল তৃণমূল। একদা অপ্রতিরোধ্য জোড়াফুলের বাগান আজ যে এমন ছারখার, তার নেপথ্যে রয়েছে এই মাঠের রাজনীতি আর নিখুঁত জনসংযোগের এক মারাত্মক ককটেল।

সিন্ধুর জল দেব না, হুমকি রাজনাথের

প্রসঙ্গ পাকিস্তান

হায়দরাবাদ, ১৩ জুন : সন্ত্রাসের মদতদাতাদের এক ফোঁটা জলও দেওয়া হবে না, এই ভাষাতেই পাকিস্তানকে ফের কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। সীমান্তপারের সন্ত্রাস রুখতে ভারতের কড়া অবস্থান ফের স্পষ্ট।

হায়দরাবাদে বিজেপির এক কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে রাজনাথ জানান, যারা শান্তির ভাষা বোঝে না ভারত তাদের যোগ্য জবাব দিতে জানে। পহলগাম হামলার পর সিন্ধু চুক্তি স্থগিতের প্রসঙ্গ টেনে তিনি মনে করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সেই কড়া অবস্থান, যেখানে বলা হয়েছিল রক্ত ও জল একসঙ্গে বইতে পারে না। সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, 'যাদের চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে, তাদের আমাদের থেকে জলের আশা করা উচিত নয়। সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষক এবং মানবিকতার শত্রুদের কাছে সিন্ধুর জল পৌঁছোতে দেব না।'

১৯৬০ সালের সিন্ধু চুক্তি অনুযায়ী ভারতের প্রাপ্য জল নিয়ে কোনও আপস করা হবে না বলে তিনি সাফ জানিয়ে দেন। এদিন রাজনাথ আরও বলেন, মোদি সরকারের আমলেই দেশ মাওবাদী-মুক্ত হয়েছে এবং কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা রদ করা সম্ভব হয়েছে। পাকিস্তানের যাবতীয় আন্তর্জাতিক 'নালিশ' সত্ত্বেও ভারত নিজের অবস্থানে অনড় রয়েছে।

মায়ের মরণঝাঁপেও রক্ষা সন্তানের

হায়দরাবাদ, ১৩ জুন : মা-সন্তানের সম্পর্ক চিরন্তন। সেই মা-ই যখন চরম মানসিক অবসাদে নিজের সঙ্গে কোলের সন্তানকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেন, তখন শিউরে উঠতে হয় বৈকি। হায়দরাবাদের মিয়াপুর এলাকার এক বহুতলে তেমনই এক মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী থাকলেন বাসিন্দারা। অবসাদের জেরে ছয়তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হলেন ৩৭ বছর বয়সি এক তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী। ঝাঁপ দেওয়ার সময় তাঁর বুকেই ছিল ছ'মাসের কন্যা। মা না ফিরলেও অলৌকিকভাবে প্রাণে বেঁচে গিয়েছে শিশুটি।

মৃতার নাম ঈশা সাহু। আদি বাড়ি মধ্যপ্রদেশে হলেও কর্মসূত্রে স্বামীর সঙ্গে হায়দরাবাদে থাকতেন তিনি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকালে ঈশা তাঁর ছ'মাসের শিশুকন্যা বাণীকে কোলে নিয়ে আবাসনের ছয়তলা থেকে নীচে ঝাঁপ দেন। ওপর থেকে পড়ার সময় মায়ের কোল থেকে ছিটকে গিয়ে একটি কার্নিশের ওপর পড়ে শিশুটি। মাটিতে সরাসরি আছাড় না খাওয়ায় মারাত্মক চোট থেকে রক্ষা পায় সে। রক্তাক্ত অবস্থায় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

জেল প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের

সিওল, ১৩ জুন : প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইউন সুক-ইওলকে শুক্রবার ৩০ বছরের কারাদণ্ড দিল দক্ষিণ কোরিয়ার এক আদালত। উত্তর কোরিয়াকে বেআইনিভাবে ড্রোন পাঠানোর অপরাধে ইওল দোষী সাব্যস্ত হন। ড্রোন পাঠানোর ঘটনাটি ঘটে ২০২৪ সালে। সেইবছর দেশজুড়ে মার্শাল ল ঘোষণার পাশাপাশি উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধাতে কিম জং উনের দেশে ড্রোন পাঠিয়েছিলেন ইওল। এর ফলে দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়। আদালত জানিয়েছে, ইওলের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দেশদ্রোহিতার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের সাজা ঘোষণায় দক্ষিণ কোরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট মিয়ং জানিয়েছেন, তিনি যা করেছিলেন তার প্রয়োজন ছিল না। দেশের অর্থনীতির বিপুল ক্ষতি করেছেন।

মেঘলা দিনে একলা... শনিবার গুরুগ্রামে।

ডিলিমিটেশন পাশের অঙ্ক কষছে বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : একদিকে বাংলায় ক্ষমতা হাতছাড়া, আর অন্যদিকে দলের অন্দরে চরম ডামাডোল— সব মিলিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের এই অস্তিত্ব-সংকটের ফায়দা তুলে লোকসভায় মাস্টারস্ট্রোক দিতে তৈরি হচ্ছে নরেন্দ্র মোদির সরকার। দলের ভাঙন নিয়ে খোদ বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যেই যখন আড়াআড়ি বিভাজন, ঠিক সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই সংসদে নিজেদের শক্তি ৩০০-র ওপরে নিয়ে যেতে অঙ্ক কষছে গেরুয়া শিবির। লক্ষ্য একটাই— আসন্ন বাদল অধিবেশনে বহু বিতর্কিত 'ডিলিমিটেশন বিল' বা আসন পুনর্বিন্যাস বিল পাশ করানো।

তৃণমূলের অন্দরের ছবিটা ঠিক কতটা জটিল, তা শুক্রবার আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। লোকসভায় বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নেতৃত্বে থাকা বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার এদিন সরাসরি বাংলার বিরোধী দলনেতা তথা তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছেন। কাকলি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, 'ঋতব্রতর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। ও বিধানসভায়, আর আমি লোকসভায়। আমরা ২০ জন সাংসদ একজোট হয়ে স্পিকারকে চিঠি দিয়েছি, আমরা এনডিএ-কে সমর্থন করব।' শুধু তাই নয়, সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মহিলাদের অসম্মান করার অভিযোগ এনে তাঁর সঙ্গেও হাত মেলাতে অস্বীকার করেছেন কাকলি। এই রাজনৈতিক কাদা-ছোড়াছুড়ির মধ্যেই প্রকাশ চিক বরাইক-কোয়েল মল্লিকের রাজ্যসভা থেকে ইস্তফা দেওয়ায় পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে। যদিও শত্রুঘ্ন সিনহা বা প্রতিমা মণ্ডলের মতো সাংসদেরা এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা অস্বীকার করেছেন। তবে সূত্রের খবর, সায়নী ঘোষ এবং

জোড়াফুলের বিদ্রোহে আশা

মালা রায়ের মতো নেত্রীরাও নাকি ইতিমধ্যে এই বিদ্রোহী ব্লকে সই করেছেন।

তবে এই বিদ্রোহের সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়তে চলেছে জাতীয় রাজনীতিতে। লোকসভায় তৃণমূলের ২৮ জন সাংসদের মধ্যে ২০ জন যদি সত্যিই এনডিএ-কে সমর্থন করে, তবে মোদি সরকারের আসনসংখ্যা এক ধাক্কায় ২৯৩ থেকে বেড়ে ৩১৩ হয়ে যাবে। ঠিক এই ম্যাজিক ফিগারটাকেই কাজে লাগাতে চাইছে বিজেপি। গত এপ্রিলে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় ডিলিমিটেশন বিলটি পাশ করাতে ব্যর্থ হয়েছিল সরকার। বর্তমানে লোকসভায় তিনটি আসন ফাঁকা থাকায় কার্যকর শক্তি ৫৪০। ফলে দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৩৬০-এর কাছাকাছি পৌঁছোনোর ক্ষেত্রে তৃণমূলের এই ২০ জন সাংসদ মোদি সরকারের কাছে অক্সিজেনের মতো কাজ করবে। ডিএমকে-র সঙ্গে কংগ্রেসের জোট ভেঙে যাওয়ার ফলে বিরোধী শিবির এমনিতেই দুর্বল। তার ওপর তৃণমূলের এই ভাঙন কাজে লাগিয়ে, প্রয়োজনে বিরোধী শিবিরের কাউকে কাউকে ভোটাভুটির দিন অনুপস্থিত রেখে খুব সহজেই বিল পাশের ঘুঁটি সাজাচ্ছে বিজেপি।

শুধু লোকসভা নয়, রাজ্যসভাতেও তৃণমূলের ৩ জন সাংসদের ইস্তফায় ফাঁকা হওয়া আসনগুলি নিজেদের ঝুলিতে পুরে শক্তি ১৫১-তে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে এনডিএ-র সামনে। বাংলায় তৃণমূলের ৮০ জন বিধায়কের মধ্যে ৫৮ জনই বিদ্রোহী, যার ফলে আগামী দিনে তৃণমূলের রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যাও তলানিতে গিয়ে ঠেকতে পারে। সব মিলিয়ে, নিজেদের দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই আজ শুধু বাংলা নয়, গোটা দেশের রাজনৈতিক মানচিত্রেই কার্যত প্রাসঙ্গিকতা হারাতে বসেছে ঘাসফুল শিবির।

আধঘণ্টা সম্প্রচার জাতীয় স্বার্থে

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে রাত ১১টার মধ্যে অন্তত ৩০ মিনিট জাতীয় ও সামাজিক গুরুত্ববাহী অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা বাধ্যতামূলক! টিভি চ্যানেলগুলির জন্য এমনই নয়া নির্দেশিকার খসড়া প্রকাশ করল কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। খসড়া অনুযায়ী, বেসরকারি এফএম রেডিওকেও প্রতিদিন অন্তত এক ঘণ্টা সামাজিক প্রাসঙ্গিকতার অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে হবে, যার মধ্যে ২০% হবে সম্পূর্ণ স্থানীয় কন্টেন্ট। পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দিকটিও কড়াভাবে নজরে রেখেছে কেন্দ্র।

চ্যানেলের শীর্ষ পদে নিয়োগ বা পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত কর্তাদের এখন থেকে বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা ছাড়পত্র বা সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স নিতে হবে। বিদেশি কর্মীদের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম সমভাবে প্রযোজ্য। চ্যানেলগুলির লাইসেন্সের মেয়াদ ১০ বছর এবং এফএম রেডিওর মেয়াদ ১৫ বছর করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই খসড়া বিধি নিয়ে আগামী ২৭ জুলাইয়ের মধ্যে স্টেকহোল্ডারদের মতামত চেয়েছে সরকার।

ভারতের বাজি ব্রাজিল

সাও পাওলো, ১৩ জুন : বৈদ্যুতিক গাড়ি এবং সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে চিনের একচেটিয়া দাপট কমাতে এবার ভারতের তুরুপের তাস ব্রাজিল! বিশ্বের মোট বিরল খনিজ বা 'রেয়ার আর্থ'-এর মজুতের নিরিখে চিনের পরেই রয়েছে লাতিন আমেরিকার এই দেশ। গ্রাফাইট, নিকেল, কপার থেকে শুরু করে অতি-গুরুত্বপূর্ণ নাইওবিয়ামের বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে ব্রাজিলে। তাই চিনা নির্ভরতা কাটাতে এবার ব্রাজিলের দিকেই ঝুঁকছে নয়াদিল্লি।

গত ফেব্রুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট লুলা ডা সিলভার ভারত সফরের সময়ই এই বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা দ্রুত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ব্রাজিলের পাশাপাশি চিলি, আর্জেন্টিনা, পেরু এবং ভেনেজুয়েলা থেকেও এই অতি-প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদ আমদানির বিষয়ে জোর কদমে আলোচনা চালাচ্ছে ভারত।

প্রসূতিদের কটাক্ষ মন্ত্রীর

জয়পুর, ১৩ জুন : রাজস্থানে মৃত ও অসুস্থ প্রসূতিদের নিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কুরুচিকর মন্তব্যে ছড়াল তীব্র উত্তেজনা। মন্ত্রীর 'নাচতে গাইতে আসার' কটাক্ষে ধিক্কারে উত্তাল মরুরাজ্য।

বিকানেরের পিবিএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রসূতিদের শারীরিক অবনতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মেজাজ হারান স্বাস্থ্যমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং খিমসার। তিনি বলেন, 'এই গর্ভবতী মহিলারা কি হাসপাতালে সংকটজনক অবস্থায় এসেছিলেন, নাকি তাঁরা নাচতে নাচতে ও গাইতে গাইতে এসেছিলেন?' কোটা ও

বিকানেরে একাধিক প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে মন্ত্রীর এই বিবেকহীনতা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট গজেন্দ্রর মন্তব্যকে 'লজ্জাজনক ও দুর্ভাগ্যজনক' বলে তোপ দেগেছেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গোবিন্দ সিং দোতাসরার অভিযোগ, 'মন্ত্রী তাঁর দপ্তর সামলাতে ব্যর্থ, তাঁর আচরণ সামন্ততান্ত্রিক।' পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব 'ড্যামেজ কন্ট্রোলে' নেমে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মন্তব্য 'ভুলভাবে উদ্ধৃত' করা হয়েছে বলে সাফাই দিলেও ক্ষোভ কমছে না। ইতিমধ্যে বিকানেরে মন্ত্রীর সফরের সময় পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তি ও লাঠিচার্জের ঘটনাও ঘটে।

অখণ্ড কংগ্রেস গঠনের জল্পনা

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : 'কংগ্রেসমুক্ত ভারত' গড়ার ডাক দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু দিল্লির তখতে তাঁর ১২ বছর রাজত্বের পর কংগ্রেসযুক্ত ভারত গড়ার জল্পনাই যেন ক্রমশ ডালপালা মেলছে। মুখে অবশ্য কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা গোটা বিষয়টি ভিত্তিহীন গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেভাবে দ্রুতগতিতে বাঁক নিচ্ছে তাতে কংগ্রেসের ছাতার তলাতেই আশ্রয় নেওয়ার পটভূমি যেন ক্রমশ উন্মোচিত হচ্ছে।

রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা চলছে, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পর থেকে যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে ভাঙন ও বিদ্রোহের পালা চলছে তাতে আগামী দিনে কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যাওয়া ছাড়া আপাতত গতি নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কেসি বেণুগোপাল অবশ্য বৃহস্পতিবার ওই সংযুক্তিকরণের জল্পনা সম্পূর্ণ ভুয়ো খবর বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তৃণমূলের পাশাপাশি এবার আরও এক ইন্ডিয়া শরিক শারদ পাওয়ারের এনসিপি (এসপি) হাত শিবিরের সঙ্গে মিশে যেতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে।

মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নানা পাটোলে দাবি করেছেন, 'শারদ পাওয়ার এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছেন। পাওয়ার সাহেবের তরফে আগেই এই সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, সেটা বিলম্ব হয়েছিল। ভোট ভাগ রুখতে যে সমস্ত দল ধর্মনিরপেক্ষতা, বহুত্ববাদী আদর্শে বিশ্বাসী তাদের সকলের একজোট হওয়া উচিত। সর্বভারতীয়স্তরে এটা শুরু হয়েছে।' তিনি বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস হোক কিংবা পাওয়ার সাহেব, সকলেই কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছেন।' প্রায় একই সুরে কথা বলেছেন শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় রাউতও। তিনি বলেন, 'কংগ্রেসকে শক্তিশালী হতেই হবে। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা ছোট দলগুলির নেতাদেরও উচিত পরিস্থিতি অনুধাবন করা।' এই অবস্থায় রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট বলেন, 'সঞ্জয় রাউত যা বলেছেন তার ভিত্তি আছে। সময় এসে গিয়েছে। কংগ্রেস থেকে যে আঞ্চলিক দলগুলি বেরিয়ে গিয়েছিল তাদের পুনরায় কংগ্রেসে যোগ দেওয়া উচিত এবং কায়মনোবাক্যে রাহুল গান্ধিকে নেতা হিসেবে মেনে নেওয়া উচিত।' তাহলে কি ২০২৯ সালের লোকসভা ভোটের আগে অখণ্ড কংগ্রেসের স্বপ্ন দেখা শুরু করে দিয়েছেন হাত শিবিরের নেতারা? গেহলটদের কথাবার্তাতেই স্পষ্ট, রাহুল গান্ধিকে মুখ করেই আগামী লোকসভা ভোটের লড়াইয়ে নামা উচিত ইন্ডিয়ার। শুধু মমতা বা পাওয়ার নন, অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগন্মোহন রেড্ডি, পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংকেও কংগ্রেসে ফেরানোর চেষ্টা চলছে।

হিমালয় অঞ্চলে কম বৃষ্টির পূর্বাভাস বাড়বে বিপদ

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : গঙ্গা, সিন্ধু বা ব্রহ্মপুত্রের মতো এশিয়ার বড় বড় নদীর উৎস যে হিন্দু কুশ হিমালয় অঞ্চল, সেখানে এ বছর বর্ষায় কম বৃষ্টি এবং স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তাপমাত্রার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। 'এল নিনো' আবহাওয়া চক্রের প্রভাবে এমনটা হতে চলেছে বলে জানিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড মাউন্টেন ডেভেলপমেন্ট এবং চিনা অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, বৃষ্টির ঘাটতি এবং অতিরিক্ত গরমের কারণে এই অঞ্চলে খরা, হড়পা বান, হিমবাহ হ্রদ ফেটে বন্যা এবং ধস নামার ঝুঁকি মারাত্মকভাবে বাড়বে। গত শীতেও এই অঞ্চলে বরফ জমার সময় স্বাভাবিকের চেয়ে কম ছিল, যার ফলে এবার জলকষ্ট দেখা দিতে পারে এবং মানুষকে বৃষ্টির জলের ওপর বেশি নির্ভর করতে হবে। ভারত, পাকিস্তান, চিন, নেপাল সহ ৮টি দেশে বিস্তৃত ৩৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই পর্বতমালা অন্তত ২০০ কোটি মানুষের রুটিরুজির মূল উৎস। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রশান্ত মহাসাগরের জল গরম হয়ে যাওয়ার ফলে তৈরি হওয়া 'এল নিনো' ভারতীয় উপমহাদেশে বর্ষাকে দুর্বল করে দেয়। ফলে কম বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও, হঠাৎ অতিরিক্ত বৃষ্টিতে বড়সড় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

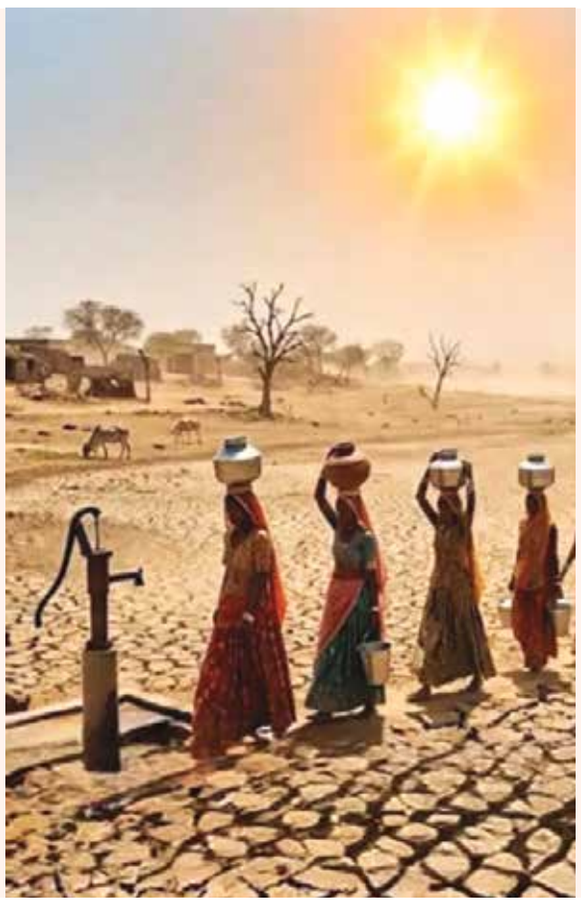

এআই : প্রযুক্তির উন্নতি নাকি পরিবেশের সর্বনাশ?

নিউ ইয়র্ক, ১৩ জুন : আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই এখন আমাদের রোজকার জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই এআই-এর দাপটে আমাদের পরিবেশের যে কী বিপুল ক্ষতি হচ্ছে, তা শুনলে চমকে যেতে হয়! রাষ্ট্রপুঞ্জের নতুন একটি রিপোর্ট বলছে, এই এআই সিস্টেম চালাতে গিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুতের খরচ একেবারে দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে। এর ফলে বাতাসে এত বেশি দূষণ ছড়াবে, যা গোটা ব্রিটেনের মোট দূষণের সমান। শুধু তাই নয়, এআই-এর বিশাল কম্পিউটার বা ডেটা সেন্টারগুলোকে ঠান্ডা রাখতে যে পরিমাণ জল খরচ হবে, তা দিয়ে গোটা পৃথিবীর মানুষের এক বছরের তেষ্টা মেটানো সম্ভব!

রিপোর্টে বলা হয়েছে, এআই যত সস্তা হবে এবং মানুষের হাতের মুঠোয় আসবে, এর ব্যবহার তত বাড়বে। আর পাল্লা দিয়ে বাড়বে বিদ্যুতের চাহিদাও। গত বছর এই ডেটা সেন্টারগুলো একাই যে বিদ্যুৎ টেনেছে, তা সৌদি আরবের মতো একটা গোটা দেশের খরচের সমান! ২০৩০ সালে এআই পরিবেশের যে ক্ষতি করবে, তা পূরণ করতে টানা ১০ বছর ধরে অন্তত ৬৭০ কোটি গাছ লাগাতে হবে বিশ্ববাসীকে।

আরও একটা চিন্তার বিষয় হলো, এআই প্রযুক্তির আসল চাবিকাঠি বিশ্বের মাত্র ৩২টি দেশের হাতে রয়েছে। যার প্রায় ৯০ শতাংশই আমেরিকা ও চিনের দখলে। এর ফলে গরিব ও পিছিয়ে পড়া দেশগুলো প্রযুক্তির দিক থেকে তো পিছিয়ে পড়বেই, উলটে ল্যাপটপ-কম্পিউটারের বাতিল যন্ত্রাংশের জঞ্জাল এবং দূষণের বোঝাও তাদের ঘাড়েই চাপবে। তাই রাষ্ট্রপুঞ্জের কড়া সতর্কবার্তা— নতুন প্রযুক্তির উন্নতি নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু এখন থেকেই পরিবেশ বাঁচানোর দিকে নজর না দিলে গোটা বিশ্বকে এর চরম মূল্য চোকাতে হবে।

-এআই।

অসমে বায়ুসেনার বিমান ভেঙে মৃত ৫

গুয়াহাটি, ১৩ জুন : ফের বিপর্যস্ত বায়ুসেনার বিমান। শনিবার সকালে অসমের জোড়হাট বায়ুসেনা ঘাঁটিতে অবতরণের সময় ভেঙে পড়ে একটি এএন-৩২ বিমান। এই দুর্ঘটনায় পাঁচ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে এবং গুরুতর জখম হয়েছেন সহ-পাইলট।

জোড়হাটের রৌরিয়া বায়ুসেনা ঘাঁটির রানওয়েতে নামার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। অবতরণের মুহূর্তেই দাউদাউ করে আগুন ধরে যায় বিমানটিতে। তারপরই সেটি ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যায়। মৃত জওয়ানদের মধ্যে রয়েছেন স্কোয়াড্রন লিডার প্রশান্ত সিংহ, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শুভম কুমার, সার্জেন্ট জিতেন্দ্র শর্মা এবং দুই অগ্নিবীর ক্ষেমারাম কুমাওয়াত ও দানিশ আলম। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই দ্রুত উদ্ধারকাজে নামে বায়ুসেনার দমকল ও জরুরি পরিষেবা বিভাগ। বর্তমানে গুরুতর জখম অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই বিমানের সহ-পাইলট।

এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং জানান, 'জোড়হাটে এএন-৩২ দুর্ঘটনায় পাঁচ বীর বায়ুসেনাকর্মীর মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। দেশের স্বার্থে তাঁদের এই বীরত্ব ও সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ সর্বদা গর্ব এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা হবে।' বায়ুসেনার তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'শনিবার জোড়হাটে বায়ুসেনার একটি এএন-৩২ বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

দীর্ঘ চার দশক ধরে বায়ুসেনার পরিবহণ শাখার মেরুদণ্ড হিসাবে পরিচিত এই এএন-৩২ বিমানগুলি মূলত সেনা ও রসদ সরবরাহে ব্যবহৃত হয়। চলতি বছরের মার্চ মাসেই অসমের কার্বি আংলং জেলায় একটি সুখোই-৩০ বিমান ভেঙে পড়ে দুই চালকের মৃত্যু হয়েছিল। বারবার এমন দুর্ঘটনায় বায়ুসেনার পুরোনো বিমানগুলির সুরক্ষা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

বায়ুসেনার যুদ্ধবিমানের ধ্বংসাবশেষ। শনিবার অসমের জোরহাটে।

পরীক্ষা দুর্নীতি পথে কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : নিট, সিবিএসই, এসএসসি সহ একাধিক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদ এবং দেশজুড়ে ভয়াবহ বেকারত্ব সমস্যা সমাধানের দাবিতে এবার রাস্তায় নামছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। শনিবার কংগ্রেসের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রশ্নপত্র ফাঁস, নিট পরীক্ষার বিকেন্দ্রীকরণ, পরীক্ষার ফি বিলোপ এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত অনিয়মের দায়ভার নির্ধারণের দাবিতে দেশজুড়ে ছাত্র সম্মেলন আয়োজন করা হবে। ভারত জোড়ো যাত্রার ধাঁচে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে ১৭ জুন কোটা থেকে শুরু হবে এই প্রচার অভিযান। তারপর ১০ জুলাই প্রয়াগরাজ, ১১ জুলাই পাটনা এবং ১৪ জুলাই দিল্লিতেও ছাত্র সম্মেলনের ডাক দেওয়া হয়েছে। শনিবার এক বিবৃতিতে কংগ্রেসের প্রথম দফার কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কেসি বেণুগোপাল।

তিনি জানান, প্রশ্নপত্র ফাঁস, পরীক্ষায় অনিয়ম এবং বেকারত্বের মতো জ্বলন্ত সমস্যাগুলো তুলে ধরাই এই প্রচারের মূল লক্ষ্য। একইসঙ্গে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের স্বার্থ রক্ষায় চূড়ান্ত ব্যর্থতার অভিযোগও তুলেছেন তিনি। বেণুগোপাল জানিয়েছেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস, পরীক্ষার ক্রমবর্ধমান খরচ এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দিচ্ছে। কংগ্রেস এই সংকটের মোকাবিলায় অবিলম্বে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ দাবি করেছে। নিট কাণ্ডের প্রতিবাদে রাহুল লাগাতার সমাজমাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। ঘটনা হল, ইতিমধ্যে এই ইস্যুগুলিকে সামনে রাস্তায় নেমেছে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)।

দেশের জেনজি বিক্ষোভ ঘিরে সাড়াও পড়ছে ভালো। এই পরিস্থিতিতে নিট কাণ্ডে লাগাতার রাস্তায় রয়েছে কংগ্রেসের ছাত্র-যুব সংগঠন। এবার সেই আন্দোলনের ঝাঁঝ আরও বাড়িয়ে রাহুল গান্ধিও রাস্তায় নামতে চলেছেন। তিনি চাইছেন, এই আন্দোলনের মাধ্যমে সংসদের ভেতরেও কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ তৈরি করতে এবং শিক্ষার্থীদের অধিকার ও সুরক্ষার বিষয়ে কার্যকর আইনি পদক্ষেপের জন্য সওয়াল করতে। এদিকে বিতর্কের মধ্যেই ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) তাদের পরিচালিত নিট সহ বিভিন্ন পরীক্ষার তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের প্রক্রিয়াকে আরও জোরদার করতে পরীক্ষা কর্মযোগী: ক্যাপাসিটি-বিল্ডিং প্রোগ্রাম ফর এক্সামিনেশন অফিশিয়ালস চালু করেছে।

বিজয়ন-বেবির নিশানায় রাহুল

তিরুবনন্তপুরম, ১৩ জুন : রাহুল গান্ধি বিজেপি-আরএসএসের মোকাবিলায় বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ের ডাক দিলেও তাতে সিপিএমের ভূমিকা ঘিরে সংশয় থেকে যাচ্ছে। কারণ, কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন যে ভাষায় লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে নিশানা করেছেন তাতে কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের মনোমালিন্য বাড়ার সম্ভাবনা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। সম্প্রতি ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে রাহুল স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কেরলে সিপিএমের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই রয়েছে বলে তিনি পিনারাই বিজয়নকে কখনও বুকে জড়িয়ে ধরবেন না।

তাঁর এই মন্তব্যের সমালোচনা করে কেরলের বিরোধী দলনেতা বলেন, 'আমাকে কে বুকে জড়িয়ে ধরলেন আর জড়িয়ে ধরলেন না তাতে আমার কিছু আসে যায় না। তবে নরেন্দ্র মোদিকে রাহুল গান্ধি কীভাবে জড়িয়ে ধরেছিলেন সেই ছবি আমরা সবাই দেখেছি। মোদিকে জড়িয়ে ধরা নিয়ে আমার কোনও আপত্তি নেই। বরং উনি যে মন্তব্য করেছেন তা একটি বিশেষ রাজনৈতিক বার্তা বহন করে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, রাহুল গান্ধি ইন্ডিয়া জোটকে নিয়ে কী ভাবেন।'

ইন্ডিয়া জোটের হাত শক্ত না করে ওঁর কথাবার্তা বিজেপিরই সুবিধা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। বিজয়ন বলেন, 'শুধু আমরা নই, অখিলেশ যাদব, তেজস্বী যাদবের মতো নেতারাও ওই বৈঠকে কংগ্রেসের ভূমিকার সমালোচনা করেছেন।' ডিএমকে ইন্ডিয়া জোট ছাড়া নিয়েও সরব হয়েছেন পিনারাই।

পিনারাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে রাহুলের সমালোচনা করেছেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবিও। তিনি বলেছেন, ওঁকে কেউ কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে জড়িয়ে ধরতে বলেনি। উনি শুধু বিজেপি বা ইডির মদত দেওয়া বন্ধ করুন। তবে বেবি জানিয়েছেন, বিজেপি-আরএসএসের বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া জোটের বৃহত্তর রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত লড়াইয়ে সংকল্পবদ্ধ তাঁরা। সেক্ষেত্রে বিরোধ থাকলেও কংগ্রেসের সঙ্গে অভিন্ন রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে তাঁদের কোনও অসুবিধা নেই।

ইন্ডিয়া জোটে রাহুলের বার্তা ইতিমধ্যে পডকাস্টে প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। সেখানে রাহুল সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তৃণমূল, সপা, আরজেডির মতো দলগুলির অতীতের রাজনৈতিক হাতিয়ার বা কৌশল এখনও কাজ করবে বলে যে ভুল ধারণা রয়েছে তা থেকে বেরিয়ে আসা উচিত। কংগ্রেস সবাইকে নিয়ে চলতে চায় বলেও জানান তিনি।

হরমুজে ড্রোন হামলার দায় ঠেলাঠেলি

চুক্তির দোরগোড়ায় আমেরিকা-ইরান

ওয়াশিংটন, ১৩ জুন : একদিকে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ থামাতে শান্তি চুক্তির জন্য চূড়ান্ত পর্বের দরকষাকষি, অন্যদিকে হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্য জাহাজের ওপর একের পর এক হামলা, দুই বিপরীতমুখী ঘটনাপ্রবাহের সাক্ষী গোটা বিশ্ব। হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাওয়ার সময় একাধিক বাণিজ্যিক জাহাজ লক্ষ্য করে ইরানের ছোড়া আত্মঘাতী ড্রোন মার্কিন ফৌজ গুলি করে নামিয়েছে বলে শুক্রবার দাবি করেছে আমেরিকার সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম)। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে ড্রোন হামলাকে 'সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য' বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

এদিকে ১০ জুন ওমান উপসাগরের কাছে ৩টি বাণিজ্য জাহাজে হামলা এবং ৩ জন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যুর ঘটনায় মার্কিন সেনার দিকেই আঙুল তুলেছে ভারত। ওই হামলার কথা অবশ্য স্বীকার করে নিয়েছে সেন্টকম। তারপরেও বাণিজ্য জাহাজে হামলাকে সামনে রেখে ইরানকে ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি, হোয়াইট হাউসের দায় এড়ানোর চেষ্টা বলে মনে করা হচ্ছে। এহেন টানাপোড়েনের আবহে আমেরিকা-ইরান দু'পক্ষই ইঙ্গিত দিয়েছে, তারা একটি ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। একধাপ এগিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের টুইট, 'আমরা শান্তি চুক্তির খুব কাছে রয়েছি। মনে হচ্ছে আগামী ২৪ ঘণ্টায় চুক্তি সই হয়ে যাবে।' শরিফের এই টুইটের কিছুক্ষণের মধ্যে লেবাননে ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল।

আমেরিকার এক শীর্ষ আধিকারিক সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে আমি আগে ৭৫ শতাংশ নিশ্চিত ছিলাম, এখন প্রায় ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ আশাবাদী।' হোয়াইট হাউসের দাবি, চুক্তির মূল শর্ত অনুযায়ী ইরানকে তাদের পরমাণু কর্মসূচি পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে এবং সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম দেশের বাইরে পাঠাতে হবে। বিনিময়ে হরমুজ প্রণালীতে মার্কিন নৌ-অবরোধ তুলে নেওয়া হবে। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স বলেছেন, 'ইরান কোনও অগ্রিম নগদ পাচ্ছে না। তবে ইরান শর্ত পূরণ করলে অর্থনৈতিক সুবিধা পাবে।'

> **ইরান কোনও অগ্রিম নগদ পাচ্ছে না। তবে ইরান শর্ত পূরণ করলে অর্থনৈতিক সুবিধা পাবে।**
>
> **জেডি ভান্স**
> মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট

অন্যদিকে, ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘাচির দাবি, 'ইরানই যুদ্ধে জয়ী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। হরমুজ প্রণালীর ওপর আমাদের তলোয়ার সবসময় ঝুলতে থাকবে।' ইরানের দাবি, চুক্তি সই হওয়ার পর আগামী ৬০ দিন ধরে পরমাণু কর্মসূচি ও বাজেয়াপ্ত হওয়া ২৪ বিলিয়ন ডলারের সম্পদ ফেরত নিয়ে আরও একদফা আলোচনা হবে। তেহরানের তরফে ইউরেনিয়াম নষ্ট করার দাবি অস্বীকার করে বলা হয়েছে, তা শুধুমাত্র তরলীকরণ (ডাইলিউট) করা হবে। তবে চূড়ান্ত চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও কিছুই নিশ্চিত নয় বলে মনে করিয়ে দিয়েছেন ইরানের শীর্ষ কূটনীতিক মহম্মদ গালিবফ। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা রক্ষা করতেই হবে। কোনও যদি বা কিন্তু চলবে না। আপনি যা বপন করবেন, তাই কাটবেন।'

এই দ্বিপাক্ষিক আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে আমেরিকার মিত্র দেশ ইজরায়েলকে। লেবানন থেকে সেনা প্রত্যাহার সংক্রান্ত শর্তের জেরে ট্রাম্পের সঙ্গে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে। ইজরায়েলের এক শীর্ষ আধিকারিক সাফ জানিয়েছেন, তারা এই চুক্তির অংশ নন এবং নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষা করতে যে কোনও পদক্ষেপ করার স্বাধীনতা তাদের রয়েছে। পাকিস্তান ও সুইৎজারল্যান্ডের মধ্যস্থতায় আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই এই চুক্তি দূর নিয়ন্ত্রিত (রিমোট) পদ্ধতিতে সই হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

ভালো আবহাওয়ায় ডাল লেকে শিকারায় প্রকৃতি উপভোগ। শনিবার শ্রীনগরে।

নতুন সেনাপ্রধান ধীরাজ শেঠ

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদীর জায়গা নিচ্ছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল ধীরাজ শেঠ। ভারতের পরবর্তী সেনাপ্রধান নিযুক্ত করা হয়েছে ধীরাজকে। বর্তমান সেনাপ্রধান জেনারেল দ্বিবেদীর অবসরের পর ৩০ জুন তিনি এই দায়িত্বভার নেবেন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্রপতি লেফটেন্যান্ট জেনারেল ধীরাজ শেঠকে পূর্ণ জেনারেল পদমর্যাদায় পরবর্তী সেনাপ্রধান হিসাবে নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছেন।' আগামী ৩০ জুন অপরাহ্ণ থেকে তাঁর এই নিয়োগ কার্যকর হবে এবং ২০২৮ সালের ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত তিনি এই পদে থাকবেন। বর্তমানে তিনি সেনাবাহিনীর উপপ্রধান (ভাইস চিফ) হিসাবে কর্মরত।

ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমির প্রাক্তনী ধীরাজ ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বরে 'আর্মার্ড কোর'-এ কমিশন পান। দীর্ঘ চার দশকের সামরিক জীবনে তিনি 'সুদর্শন চক্র কোর' এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম সেনা কমান্ডের প্রধান হিসাবে কাজ করার বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। উচ্চতর সামরিক শিক্ষার জন্য তিনি দিল্লির ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ ছাড়াও প্যারিসের 'কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কোর্স'-এও অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ ও কৌশলগত পরিকল্পনায় তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে।

জামিনের আর্জি

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : ২০২০-র দিল্লি হিংসা ষড়যন্ত্র মামলায় ফের জামিন চাইলেন উমর খালিদ ও শার্জিল ইমাম। দিল্লির আদালত এই মর্মে পুলিশকে নোটিশ পাঠিয়েছে।

শনিবার দিল্লির কড়কড়ডুমা আদালতের অতিরিক্ত দায়রা বিচারক সুমেধ শেঠি পুলিশকে জবাব জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে মামলার পরবর্তী শুনানি ৪ জুলাই ধার্য করেন। ইউএপিএ আইনে অভিযুক্ত শার্জিল তাঁর আবেদনে জানিয়েছেন, 'প্রায় ছয় বছর ধরে আমি হেপাজতে রয়েছি। গত জানুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্ট জামিন খারিজ করার পর বিচারপ্রক্রিয়ায় বলার মতো কোনও অগ্রগতি হয়নি।'

সীমান্তে জনবিস্ফোরণ, দেখবে শাহি কমিটি

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : অনুপ্রবেশ রুখতে জিরো টলারেন্সের বার্তা আগেই দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। এবার দেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে কীভাবে জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে জনবিস্ফোরণের নেপথ্যে অনুপ্রবেশ নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা জানতে এবার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন শা।

শনিবার দেশের জনবিন্যাস পরিবর্তন সংক্রান্ত নবগঠিত 'হাই-লেভেল কমিটি'র এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসেছিল। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি প্রকাশ প্রভাকর নাভলেকারের নেতৃত্বাধীন ওই কমিটিকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের জনবিন্যাসের পরিবর্তন নিয়ে একটি বিজ্ঞানসম্মত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষা চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে অমিত শা কমিটির সদস্যদের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, শুধু ফাইলে চোখ বুলিয়ে নয়, প্রকৃত সত্য জানতে সীমান্ত এলাকা, বড় বড় মহানগর এবং শিল্পাঞ্চলগুলোতে সরাসরি পরিদর্শনে যেতে হবে।

বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, জনবিন্যাসের এই দ্রুত পরিবর্তন শুধুমাত্র সামাজিক বিষয় নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দেশের

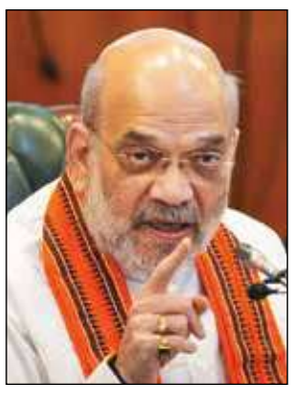

সার্বভৌমত্ব, আইনশৃঙ্খলারক্ষা এবং জাতীয় নিরাপত্তাও। বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারত ও সংলগ্ন সীমান্ত এলাকাগুলিতে জনসংখ্যার এই অস্বাভাবিক হেরফেরের ফলে স্থানীয় জনজাতিগুলোর সংস্কৃতি ও সামাজিক কাঠামো চরম সংকটের মুখে পড়ছে। গত মাসেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফ থেকে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তাতে বিচারপতি নাভলেকার ছাড়াও রয়েছেন সেন্সাস কমিশনার মৃত্যুঞ্জয় কুমার নারায়ণ, প্রাক্তন আইএএস দুর্গাশঙ্কর মিশ্র, প্রাক্তন আইপিএস বালাজি শ্রীবাস্তব এবং বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. শমিকা রবি।

সূত্রের খবর, অবৈধ অনুপ্রবেশ, সীমান্ত পেরিয়ে চোরাচালান ও অপরাধমূলক কাজ, আর্থিক সুযোগ এবং সামাজিক-পরিবেশগত কারণে কীভাবে জনসংখ্যা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরছে, তা খতিয়ে দেখবে কমিটি। শুধু রিপোর্ট পেশ করাই নয়, ভারতে অবৈধভাবে বসবাসকারী অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা, তাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশছাড়া (ডিপোর্টেশন) করার জন্য একটি স্থায়ী ও আইনি পরিকাঠামো তৈরির সুপারিশও করবে এই কমিটি।

ট্রিলিয়নেয়ার এলন মাস্ক

ওয়াশিংটন, ১৩ জুন : ইতিহাস তৈরি করলেন মার্কিন ধনকুবের এলন মাস্ক। শেয়ার বাজারে স্পেসএক্স-এর আইপিও-র নজিরবিহীন সাফল্যে ভর করে বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়নেয়ারে (লক্ষ কোটিপতি) পরিণত হয়েছেন তিনি। ব্লুমবার্গ বিলিয়নেয়ার্স ইনডেক্স অনুযায়ী, বর্তমানে তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১.১১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার (৯৩,২৪,০০০ কোটি টাকা)। শুক্রবার ন্যাসড্যাক স্টক এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত হওয়ার পরেই স্পেসএক্সের বাজার মূল্য পৌঁছে যায় ২.২ ট্রিলিয়ন ডলারে। বাজারে প্রতিটি শেয়ারের প্রাথমিক মূল্য ১৩৫ ডলার ধার্য করা হলেও, লগ্নিকারীদের প্রবল উৎসাহে তা সর্বোচ্চ ১৭৬.৫০ ডলারে পৌঁছে যায়। দিনের শেষে তা ১৬১ ডলারে থিতু হয়েছে। স্পেসএক্সে মাস্কের ৪২ শতাংশ অংশীদারিত্ব রয়েছে, যার বর্তমান মূল্য প্রায় ৭৬৭ বিলিয়ন ডলার। এছাড়া টেসলাতেও তাঁর বিপুল শেয়ার রয়েছে। মাস্কের এই আকাশছোঁয়া সম্পত্তি সুইৎজারল্যান্ড, পোল্যান্ডের মতো দেশের মোট জিডিপির সমান।

শান্তি চুক্তিতে আশা দেখছে ভারত

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : ইরান-আমেরিকা যুদ্ধ থামার স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলতেই আন্তর্জাতিক বাজারে হু হু করে পড়তে শুরু করেছে অপরিশোধিত তেলের দাম। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, তেহরানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির খসড়া চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে, কয়েক দিনের মধ্যেই তা স্বাক্ষরিত হবে। ট্রাম্পের ঘোষণার পর বিশ্ববাজারে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম একধাক্কায় ৪ শতাংশ কমে ব্যারেল প্রতি ৮৫ ডলারের নীচে নেমে যায়, যা গত দু'মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। পরে অবশ্য দাম সামান্য বেড়ে ৮৭.৫০ ডলারে থিতু হয়।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, ইরানের সঙ্গে চুক্তির ফলে বাণিজ্যিকভাবে খুলে দেওয়া হবে হরমুজ প্রণালী। আমেরিকা এই জলপথ থেকে নৌ-অবরোধ তুলে নেবে এবং বিনিময়ে ইরান তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি গুটিয়ে ফেলে সমস্ত সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেবে। এই খবরে আশার আলো দেখছে ভারত। বিশ্বের অন্যতম বড় তেল আমদানিকারক দেশ ভারতের

প্রয়োজনীয় তেল ও এলপিজির সিংহভাগ হরমুজ প্রণালী দিয়ে আসে। মে থেকে দেশের বাজারে চারবার পেট্রোল-ডিজেলের দাম বেড়েছে। এবার শান্তি চুক্তি কার্যকর হলে ভারতের জ্বালানি আমদানি খরচ একধাক্কায় অনেকটাই কমবে, যা খুচরো বাজারে জ্বালানির দাম কমানোর পাশাপাশি দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ও টাকার দাম ধরে রাখতে বড় সাহায্য করবে।

ফ্রান্সে মুখোমুখি ট্রাম্প-মোদি

ওয়াশিংটন, ১৩ জুন : সব ঠিকঠাক চললে আগামী সপ্তাহেই নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে মুখোমুখি কথা হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের। জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনের আবহে আগামী ১৭ই জুন ফ্রান্সে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসতে চলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

হোয়াইট হাউস সূত্রে খবর, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারির পর এই প্রথম দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মুখোমুখি সাক্ষাৎকার হতে চলেছে। সম্প্রতি ওমান উপকূলে তেলবাহী জাহাজে হামলায় তিন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যুতে দু'দেশের সম্পর্কে কিছুটা টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। এই আবহে মোদি-ট্রাম্প বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ফ্রান্স সফরের আগে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, 'ভারতের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গিতে ফ্রান্সের এক বিশেষ স্থান রয়েছে।' অন্যদিকে, ট্রাম্প ওই সম্মেলনে হরমুজ প্রণালী থেকে মাইন অপসারণ ও ইরানের সঙ্গে একটি 'বড় মাপের রফা' নিয়ে আলোচনার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

মমতার সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

চাই কেন্দ্রীয় প্রকল্প, সরব ডিলাররা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : পশ্চিমবঙ্গে চালু না হওয়া কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি কার্যকর করার দাবিতে সরব হল অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপস ফেডারেশন। নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেওয়ার আগে কেন্দ্রীয় খাদ্যসচিব সঞ্জীব চোপড়ার সঙ্গে দেখা করেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসু। তাঁর দাবি, অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গকে টিআইডিই প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে, যাতে এরাজ্যের গ্রাহকরাও র‍্যাশন দোকান থেকেই ৮.৩০ টাকা কেজি দরে চাল এবং ৬.১০ টাকা কেজি দরে গম পেতে পারেন। পাশাপাশি নীতি আয়োগের বৈঠকে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে নয় দফা দাবি পেশ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে র‍্যাশন দোকানগুলিকে বহুমুখী পরিষেবা কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা, যাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী, জিএসটিমুক্ত পণ্য, পাঁচ কেজির গ্যাস সিলিন্ডার, পোস্টাল সার্ভিস এবং অন্যান্য জনমুখী পরিষেবা সাধারণ মানুষ একই ছাদের তলায় পেতে পারেন।

বিশ্বম্ভর বসুর অভিযোগ, 'পশ্চিমবঙ্গে জন-পোষণ এবং জনওষধির মতো প্রকল্পগুলি আগের রাজ্য সরকার চালু করতে দেয়নি। মানুষ কেন্দ্রীয় সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।' তিনি আরও জানান, কেন্দ্র ইতিমধ্যেই র‍্যাশন ডিলারদের কমিশন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জুন থেকেই প্রতি কিলোগ্রামে ১০ পয়সা এবং প্রতি কুইন্টালে ১০ টাকা করে কমিশন বাড়ানো হবে। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য দপ্তরে দীর্ঘদিন ধরে চলা দুর্নীতির বিস্তারিত তথ্য তিনি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাতে তুলে দিয়েছেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং মনোজ আগরওয়ালের কাছেও সেই সব নথি জমা দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। বিশ্বম্ভর বসুর বক্তব্য, 'খাদ্য দুর্নীতির সঙ্গে এতদিন শুধু জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নাম আলোচনায় এসেছে। কিন্তু বাস্তবে দুর্নীতির পরিধি অনেক বড়।'

> **জন-পোষণ এবং জনওষধির মতো প্রকল্পগুলি আগের রাজ্য সরকার চালু করতে দেয়নি। মানুষ কেন্দ্রীয় সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।**
>
> **বিশ্বম্ভর বসু**

ভগৎ সিংয়ের ছবি হাতে প্রতিবাদ সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকের। শনিবার অমৃতসরে।

যাত্রী ও পণ্য পরিবহণে রেকর্ড

বাগডোগরা, ১৩ জুন : যাত্রী ও পণ্য পরিবহণে নয়া রেকর্ড তৈরি করেছে বাগডোগরা বিমানবন্দর। শনিবার এ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান তুলে ধরেন বিমানবন্দরের ডিরেক্টর নাভিদ নাজিম। তিনি জানান, বিগত ১২ বছরে এই বিমানবন্দরের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ২০১৪-'১৫ সালে বাগডোগরা থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ৪০০-৪৫০টি বাণিজ্যিক বিমান চলাচল করত, তবে ২০২৬ সালে তা ৮৬০-এর গণ্ডি ছাড়িয়েছে। এছাড়াও ২০১৪-'১৫ অর্থবর্ষে মোট যাত্রীসংখ্যা ১০.৬ লক্ষ হলেও ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে বেড়ে ৩৬.৫ লক্ষ হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে বিমান চলাচল ১০ হাজার ১২৫টি থেকে বেড়ে ২০ হাজার ৯৩০টি হয়েছে। এছাড়াও পণ্য পরিবহণ ২ হাজার ২৩৫ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে পেয়ে ৯ হাজার ৩৫২ মেট্রিক টনে পৌঁছেছে।

উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব হিমালয়ের আকাশপথে প্রধান এই যোগাযোগ ব্যবস্থাটি রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং ব্যস্ততম বিমানবন্দর। শিলিগুড়ি করিডর বা 'চিকেন নেক'-এ অবস্থিত হওয়ায় প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, পর্যটন,

বাগডোগরা বিমানবন্দর

চা রপ্তানি ও আঞ্চলিক অর্থনীতিতে এর জাতীয় ও আঞ্চলিক গুরুত্ব রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াং, মিরিক, ডুয়ার্স, উত্তর-পূর্ব ভারতের একাংশ এবং সিকিমের গ্যাংটক যাতায়াতের এটি অন্যতম প্রধান মাধ্যম। এখান থেকে ভুটান ও থাইল্যান্ডের আন্তর্জাতিক বিমানও চালু রয়েছে। গ্যাংটকের সঙ্গে দৈনিক হেলিকপ্টার পরিষেবা চালু হয়েছে। তাছাড়া বর্তমানে ১,৫৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বিমানবন্দরটি অত্যাধুনিকভাবে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। এর ফলে বার্ষিক যাত্রী ধারণ ক্ষমতা বেড়ে ১ কোটি হবে বলেও জানানো হয়েছে।

এদিকে, আগামী ১৬ জুন 'যাত্রী সুবিধা দিবস' উপলক্ষ্যে আগত যাত্রীদের বিশেষভাবে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি কর্মী-যাত্রীদের সমবেত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম' গাওয়া হবে বলেও এদিন জানানো হয়েছে।

গোষ্ঠীকোন্দল

চোপড়া, ১৩ জুন : ক্ষমতায় আসার এক মাস পার হতেই মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রকাশ্যে এল বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল। শনিবার ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে নন্দকিশোরগছ এলাকার ৭৯ নম্বর বুথে বিজেপির ২ নম্বর মণ্ডল কমিটির জনকল্যাণ শিবির নিয়ে বৈঠক চলাকালীন পাশের বুথ থেকে দলের কিছু কর্মী-সমর্থক হামলা করেন বলে অভিযোগ। মণ্ডল সভাপতি নিত্য পালের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। তাঁকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়।

পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত থানায় লিখিত জমা পরেনি। নিত্য কোনও মন্তব্য করতে চাননি। বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি অসীম বর্মন বলেন, 'কী ব্যাপারে ঝামেলা হয়েছে খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।'

ঘেরাওয়ের ডাক

চোপড়া, ১৩ জুন : কংগ্রেসের দাসপাড়া অঞ্চল কমিটি শনিবার একটি সাংগঠনিক বৈঠক করে। বৈঠকে দলের অঞ্চল সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন বলেন, 'ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্নীতির ব্যাপারে আগামী ১৮ জুন বিডিও অফিস ঘেরাও অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে।'

কৃষি কর্মশালা

চোপড়া, ১৩ জুন : চোপড়ার মাঝিয়ালি হাইস্কুল প্রাঙ্গণে শনিবার প্রাকৃতিক কৃষি কর্মশালা আয়োজিত হয়। ব্লক কৃষি অধিকর্তা মৌমিতা বাড়ই জানান, ওই কর্মসূচিতে ২৬০ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন। কৃষকদের চাষের বিভিন্ন পদ্ধতির হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

বিশ্বকাপ জ্বর পাহাড়ে।। দার্জিলিংয়ের ম্যাল সেজেছে বিভিন্ন দেশের পতাকায়। শনিবার। ছবি : সোয়েব আজম

বিপদের আশঙ্কা

নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে বালি উত্তোলন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ জুন : নিষেধাজ্ঞাই সার, বহালতবিয়তে বেআইনি কাজ চলছেই।

রাজ্য সরকারের নির্দেশে অবৈধভাবে বালি-পাথর তোলা বন্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সেইমতো শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে বিভিন্ন ঘাট এলাকায় কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। যদিও সেই নজরদারিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এয়ারভিউ মোড় সংলগ্ন পুরনিগমের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে বিপজ্জনকভাবে বালি তোলার কাজ চলছে। বালির বিপুল চাহিদার কথা মাথায় রেখে চড়া দামে বিক্রির পরিকল্পনায় স্থানীয়দের একটা বড় অংশ ভোরবেলা থেকেই বুকসমান জলের মধ্যে নদীতে নেমে পড়ছে। এরপর বিশেষ প্রক্রিয়ায় বালি তুলে সেগুলো ভ্যান প্রতি এক হাজার থেকে বারোশো টাকায় বিক্রি করছে। গোটা ঘটনায় প্রশাসনিক নজরদারির অভাব ও বড়সড়ো দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। জেলা প্রশাসনের এক কর্তা অবশ্য বলেন, 'পুরো বিষয়টা দেখে প্রয়োজনীয় কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এই বিপজ্জনক বালি তোলার কাজে পরিবারগুলির কিশোর-কিশোরীরাও জড়িয়ে পড়েছে। গত বছর নদীর তীব্র স্রোতের মধ্যে বিপজ্জনকভাবে নেমে একাধিক তরুণ ও কিশোরের ভেসে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। এর মধ্যেও যেভাবে নদীর মধ্যে নেমে বালি তোলার কাজ চলছে, তাতে যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে বিভিন্ন মহল মনে করছে। শুক্রবার ভোরবেলা নদীর ওই চরের উলটোদিকে সৌন্দর্যায়নের জায়গায় দাঁড়াতেই এই বিপজ্জনক ছবি নজরে পড়ল। সেখানে দেখা গেল, বিভিন্ন বয়সিরা চরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

- শিলিগুড়ির এয়ারভিউ মোড় সংলগ্ন এলাকায় নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে চলছে অবাধে বালি তোলা
- বুকসমান বিপজ্জনক জলে নেমে ছোটরাও অনবরত বালি তুলছে, পরে তা বিক্রি করা হচ্ছে
- এই বেআইনি কারবারে ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা, প্রশাসনিক পদক্ষেপের দাবি জোরালো

আর একটি দল হাতে বড় বালতি ও বেলচা নিয়ে নদীর একেবারে মাঝখানে বুকসমান জলের মধ্যে নেমে পড়েছে। নদী থেকে বালি তুলে তারা চরে ফেলে দিচ্ছে। চরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ সেই বালি আলাদা করে পাহাড়ের মতো জমিয়ে বিক্রি করছে। নজর এড়াতে দুপুরের আগেই সমস্ত বালি অগ্রিম অর্ডার অনুসারে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে।

এদিন সৌন্দর্যায়নের জায়গা থেকে এই দৃশ্য দেখার পর ক্রেতা হিসেবে অপর প্রান্তের ওই চর এলাকায় যাওয়া হয়েছিল। সেখানে দেখা গেল, কয়েকজন তরুণ ভ্যান হিসেবে বালি কিনছেন। বাদল সাহানি নামের এক তরুণ বলেন, 'কোথাও তো বালি পাচ্ছি না। সেকারণেই গতকাল এখানে খোঁজ করতে এসেছিলাম। শুনলাম ওঁরা বালি তুলছেন। তাই দুই ভ্যান বালির অর্ডার দিয়েছিলাম। আজ সেই অর্ডার মতন নিয়ে যাচ্ছি।' যদিও বালি তোলার ব্যাপারে নদীতে নামা তরুণ-তরুণীদের প্রশ্ন করতেই তারা সোজাসুজি হুমকি দিলেন, 'এই কাজে আমাদের আয় হচ্ছে। কোনও খবর করার চেষ্টা করবেন না।'

প্রসঙ্গত, চরের এই বাসিন্দারা স্থানীয় রাজনৈতিক মদতে বালি তুলে বিক্রি করে থাকে বলে অভিযোগ। প্রশাসনের নির্দেশিকায় কার্যত বুড়ো আঙুল দেখানোয় ক্ষোভ ছড়িয়েছে। এদিন সৌন্দর্যায়নের জায়গায় দাঁড়িয়ে আবির রায় নামের এক তরুণ বালি তোলার দৃশ্য দেখছিলেন। ক্ষোভের সুরে তিনি বললেন, 'প্রশাসনের এব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। পরে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় পরে প্রশাসনের ওপরেই পড়বে।' বিষয়টি নিয়ে পুরনিগমের ৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার রামভজন মাহাতোর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

পুশব্যাক ঘিরে সীমান্তে উত্তেজনা

বৈঠকে সীমান্ত চেতনা মঞ্চ

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৩ জুন : ফিরিয়ে দিচ্ছে ভারত। নিতে অনীহা বাংলাদেশের। অসহায় অবস্থায় দুই দেশের নাগরিকত্বের অস্তিত্বসংকটে থাকা বেশ কিছু মানুষ। সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী, কয়েক হাজার বাংলাদেশিকে কাঁটাতারের ওপারে ফেরত পাঠানো হয়েছে। পুশব্যাক হওয়া কিছু পরিবারের সীমান্তেই কয়েক রাত কাটিয়ে দেওয়ার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে দেখা গিয়েছে (যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)।

এই পরিস্থিতিতে সীমান্তে সক্রিয়তা বৃদ্ধি করেছে বিএসএফ। উন্মুক্ত সীমান্তে বাড়ানো হয়েছে টহলদারি। বিএসএফের এক আধিকারিক বলছেন, 'কড়া নজরদারি জারি রয়েছে। সমাজমাধ্যমের ভিডিওগুলি সত্য নাকি মিথ্যে জানা নেই।'

এমন অস্থিরতা চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে সংঘ পরিবারের শাখা সংগঠন সীমান্ত চেতনা মঞ্চের কাছে। ভারতের দিকে সীমান্ত এলাকার মানুষকে সচেতন, সতর্ক করা হচ্ছে সংগঠনের তরফে। বাংলাদেশের মানুষের উসকানিতে পা দিয়ে তাঁদের সঙ্গে যেন ঝামেলায় জড়িয়ে না পড়েন, সেই বার্তাও দেওয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে অনুপ্রবেশ রুখতে সীমান্তবর্তী গ্রামবাসীর সচেতন হওয়া জরুরি বলে মনে করে মঞ্চ। তাই সচেতনতা প্রচারেও জোর দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে।

সংঘের সংগঠনটির তরফে সীমান্ত সংলগ্ন প্রত্যেক জেলায় বৈঠক শুরু হয়েছে। শনিবার শিলিগুড়িতে বৈঠক হল। তারা সীমান্তের বুথ পর্যায় পর্যন্ত সংগঠনের সক্রিয়তা বৃদ্ধিতে তৎপর। জুলাই মাসের প্রথম তিনদিন মঞ্চের তরফে শিলিগুড়িতে পাঁচ রাজ্যের বৈঠক বসতে চলেছে। ত্রিপুরা, মেঘালয়, অসম, মিজোরাম এবং পশ্চিমবঙ্গ- এই পাঁচটি রাজ্যের নেতারা আলোচনায় বসবেন। সেখানে সীমান্তের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন।

চেতনা মঞ্চের এ রাজ্যের সভাপতি গণেশ পালের বক্তব্য, ''পাঁচ রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলব আমরা। 'সীমান্ত চিন্তন' নামে তিনদিনের বৈঠক হবে। সব কিছুর উপর নজর রাখা হচ্ছে।''

এ রাজ্যের নির্বাচনে সীমান্ত এলাকার বেশিরভাগ আসনে জয়লাভ করেছে বিজেপি। এতে সীমান্ত চেতনা মঞ্চের অবদান কম নয় বলে দাবি সংগঠনটির। বিশেষ করে চিকেন নেকের নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দিচ্ছে সংঘ পরিবার। সেখানকার উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতার দিতে তৎপরতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। জমিজট থাকলেও অনেকটাই জমি ইতিমধ্যেই হস্তান্তর হয়েছে। বেশকিছু এলাকায় কাঁটাতার দেওয়া শুরু হয়েছে। পুশব্যাক নিয়ে ঝামেলার প্রভাব যেন চিকেন নেকের নিরাপত্তায় না পড়ে, সেদিকটিও খতিয়ে দেখতে বলা হচ্ছে।

সংগঠনের অভিযোগ, উন্মুক্ত সীমান্তে জমি দখলের অভিযোগ পাচ্ছেন চেতনা মঞ্চের নেতারা। সেখানে অনুপ্রবেশকারীদের উপদ্রব বেশি থাকার আশঙ্কা করছেন তাঁরা। কাজেই জমি উদ্ধারের ক্ষেত্রেও বিশেষ নজর দিতে বলছেন নেতারা। পাশাপাশি সীমান্ত এলাকার মানুষের নিরাপত্তা, তাঁদের স্বাবলম্বী করে তোলা সহ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে পাঁচ রাজ্যের বৈঠকে।

- অনুপ্রবেশকারীদের পুশব্যাক নিয়ে সীমান্তে উত্তেজনা, টহলদারি ও কড়া নজরদারি বাড়িয়েছে বিএসএফ
- পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে জুলাইয়ে শিলিগুড়িতে পাঁচ রাজ্যের বৈঠক সীমান্ত চেতনা মঞ্চের
- চিকেন নেক-এর নিরাপত্তায় বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে, ইতিমধ্যে উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে

পথকুকুরকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ১৩ জুন : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ডাবগ্রাম এলাকায় একটি পথকুকুরকে পিটিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুর থেকে ওই কুকুরটি এলাকায় বাচ্চা সহ কয়েকজনকে কামড়েছিল। এরপর খেপে ওঠেন এলাকাবাসী। লাঠি দিয়ে কুকুরটিকে পেটানো শুরু করেন। শনিবার ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছান দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের সভাপতি অমিত সরকার ও পুলিশ। মৃত কুকুরটিকে উদ্ধার করে পশু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শান্তিনগর এলাকার বাসিন্দা পুনম চৌধুরী বলেন, 'শুক্রবার বিকেলবেলা কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলাম। সেইসময় ডাবগ্রামে ইলেক্ট্রিক অফিস সংলগ্ন ব্রিজটির সামনে একটি কুকুরকে লাঠি ও বাঁশ নিয়ে মারতে দেখেছিলাম। যদিও যারা মারছিল, তাদের আমি চিনি না।'

দিলীপের সঙ্গে সাক্ষাৎ বিমলের

শিলিগুড়ি, ১৩ জুন : পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী দিলীপ ঘোষের সঙ্গে শনিবার সন্ধ্যায় দেখা করলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং। দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নমন রাইকে নিয়ে এদিন দিলীপ ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে যান বিমল। দু'পক্ষের মধ্যে প্রায় ৩০ মিনিট আলোচনা হয়েছে বলে মোর্চা সূত্রের খবর।

বিমল বলেন, 'দার্জিলিংয়ের দিলীপ ঘোষকে স্বাগত জানাতে গিয়েছিলাম। তাঁকে পাহাড়ের পঞ্চায়েতগুলিতে দুর্নীতির তদন্ত, শূন্যপদে নিয়োগ এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আরও ভালোভাবে চালাতে রাজ্যের সহযোগিতার আবেদন করেছি।' বিমল জানান, জিটিএ পাহাড়ের মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে, এখন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমেও সেভাবে কাজ করতে পারছে না। সমস্তটাই মন্ত্রীকে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের দাবিও জানানো হয়েছে বলে দাবি করা হয়।

বৈঠক

চোপড়া, ১৩ জুন : চোপড়ার বিডিও সৌরভ মাজির দপ্তরে শনিবার জনকল্যাণ শিবির নিয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ব্লক প্রশাসন আগামী ১৫ থেকে ১৭ জুন পর্যন্ত ব্লকের দাসপাড়া ও বিডিও অফিস চত্বরে শিবিরের আয়োজন অনুষ্ঠিত হবে। এদিনের বৈঠকে চোপড়া থানার আইসি কেশব বড়াল সহ এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

সেদিন দুজনে।। দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় ছবিটি তুলেছেন কলকাতার অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী।

টিউশন বন্ধে বিপাকে পড়ুয়ারা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৩ জুন : স্কুলশিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন পড়ানো বন্ধে কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে শিক্ষা দপ্তর। ফলে, সমস্যায় পড়েছে অনেক পড়ুয়া। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা অনেকাংশে টিউশন নির্ভর। এমনকি, স্কুলের চেয়ে টিউশনের প্রতি বেশি আস্থা অভিভাবকদের। এরমধ্যে সিংহভাগ নির্ভর করে স্কুলশিক্ষকদের ওপর। এখন এহেন সরকারি নির্দেশিকায়, শিক্ষাবর্ষের মাঝে বিপাকে পড়ুয়া, অভিভাবকরা।

টাকার বিনিময়ে স্কুলশিক্ষকদের গৃহশিক্ষকতা বেআইনি হলেও অনেকে নিয়মের তোয়াক্কা না করে রমরমিয়ে টিউশন পড়ান বলে অভিযোগ। কিন্তু, পালাবদলের পরেই কড়া পদক্ষেপ নেয় শিক্ষা দপ্তর। ইতিমধ্যে স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের কাছে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকরা তালিকা চেয়েছেন, কোন কোন শিক্ষক নিয়ম ভেঙে প্রাইভেট টিউশন পড়াচ্ছেন। ফলে, নির্দেশিকার ভয়ে গৃহশিক্ষকতা বন্ধ রেখেছেন সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা। পরীক্ষার মুখে বিপাকে পড়া তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির এক পড়ুয়ার অভিভাবক বলেন, 'কলেজপাড়ায় এক স্কুলশিক্ষকের কাছে বাংলা পড়ত আমার ছেলে। কিন্তু এখন তিনি আর পড়াবেন না বলছেন। সামনেই সিমেস্টার। ছেলেকে এখন কার কাছে পড়াব, চিন্তায় রয়েছি।' শিলিগুড়ি হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির এক ছাত্রীর মা আক্ষেপের সুরে জানান, আগে জানলে স্কুলশিক্ষকের কাছে টিউশন পড়াতাম না!

শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশিকায় সবথেকে বেশি বিপাকে পড়ুয়ারা। শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রী বলে, 'নির্দেশিকার পর কয়েকদিন স্যর অনলাইনে নোটস দিয়েছিলেন। কিন্তু, বৃহস্পতিবার থেকে তাও বন্ধ করে দিয়েছেন। এখন বলছেন, আর পড়াবেন না। অন্য শিক্ষক খুঁজে নিতে। এখনও সিলেবাস শেষ হয়নি। স্কুলের ওপর নির্ভর করে এখন পড়াশোনা করতে হবে।' শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্র আক্ষেপের সুরে জানায়, 'স্কুলের যে স্যরের কাছে পদার্থবিদ্যার টিউশন পড়তাম তিনি খুব ভালো বোঝাতেন। অন্য শিক্ষক সেভাবে বোঝাতে পারবেন কি না, প্রশ্ন রয়েছে।'

এদিকে, অনেক অভিভাবক আবেদন জানিয়েছেন, শিক্ষাবর্ষের মাঝপথে এভাবে টিউশন বন্ধ না করে অনলাইনে ক্লাস করানো হোক। তবে, সেই প্রস্তাবে রাজি হননি স্কুলশিক্ষকরা। এদিকে, পশ্চিমবঙ্গ গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতির রাজ্য সহ সম্পাদক সমীরকুমার দে বলেন, 'টাকার বিনিময়ে গৃহশিক্ষকতা বেআইনি। তা জানা সত্ত্বেও আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই কাজ করেছেন স্কুলশিক্ষকরা। পড়ুয়াদের যদি কোনও বিষয় বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে তারা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে জানালে, আশা করছি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষককে তা বুঝিয়ে দিতে বলবেন তিনি।'

ফের ভাঙন দলে, বিপাকে অনীত

সহ সভাপতির ইস্তফা, ধাক্কা বিজিপিএমে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ জুন : রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে দলে ধস কিছুতেই আটকাতে পারছেন না অনীত থাপা। তাঁর দল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম) থেকে একের পর এক নেতা ইস্তফা দিচ্ছেন। একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরাও দল থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করছেন। শনিবার দলের সহ সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ভাস্কর মুখিয়া। এমনকি দলের সাধারণ সদস্যপদও ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। প্রতিদিন যেভাবে ভাঙনের চিত্র সামনে আসছে, তাতে আর কতদিন পাহাড়ে অনীত থাপা দলকে ধরে রাখতে পারবেন, সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অবশ্য অনীত বলেছেন, 'দু'চারজন এভাবে দল ছাড়ছেন। আমি প্রথমেই বলেছি যে, কেউ দল ছাড়তেই পারেন। কিন্তু তার আগে নিজেদের সমস্যাগুলি আমাদের একবার বলুন। একবার আলোচনা হোক। দলবদল করতে হলে সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখেই সেটা করুন।'

২০২২ সালে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-র নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে লালকুঠির দখল নিয়েছিল বিজিপিএম। পরের বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনে পাহাড়ের ৯০ শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতি অনীতের পার্টির দখলে যায়। তবে সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা ভোটে পাহাড়ের তিনটি আসনেই বিজেপির কাছে পর্যুদস্ত হয়েছে অনীতের বিজিপিএম। আর তারপর থেকেই পাহাড়ে বিজিপিএমে ভাঙন শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই সুখিয়াপোখরি পঞ্চায়েত সমিতির ছ'জন সদস্য বিজিপিএম ছেড়েছেন। এছাড়া মংপু, লাভা, বিজনবাড়িতেও একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজিপিএমের নির্বাচিত সদস্যরা দলেরই প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছেন। সুকনা গ্রাম পঞ্চায়েতেও একই ঘটনা ঘটেছে।

- ২০২২-এ জিটিএ'র নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে লালকুঠি দখল করে বিজিপিএম
- পরের বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনে পাহাড়ের ৯০ শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতি অনীতের পার্টির দখলে যায়
- তবে বিধানসভা ভোটে পর্যুদস্ত হওয়ার পর থেকেই বিজিপিএমে ভাঙন শুরু

বিজিপিএমের একাংশের অভিযোগ, রাজ্যে ক্ষমতা দখলের পরে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য তিন মাস কোনও যোগদান হবে না বলে দাবি করেছিলেন। কিন্তু পাহাড়ে বিজেপি নেতা-কর্মীরা দল ভাঙাতে শুরু করেছেন। বিভিন্নভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বিজিপিএম ছাড়ার জন্য হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ফলে আতঙ্কেই অনেকে দল ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। যদিও বিজেপি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। বিজেপির পার্বত্য শাখার সভাপতি সঞ্জীব লামা বলেছেন, 'বিজেপি কাউকে দলে আসার জন্য জোর করেনি। উন্নয়নের স্বার্থেই মানুষ বিজেপির দিকে আসছেন।'

বিজিপিএমের মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা দু'দিন আগেই জিটিএ-র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তবে তিনি এখনও দলের দায়িত্বে রয়েছেন। এর মধ্যেই দলের সহ সভাপতি ভাস্কর মুখিয়া শনিবার দল থেকে ইস্তফা দিলেন। যা নিয়ে বিজিপিএমের মধ্যে হইচই পড়েছে। দলের মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা অবশ্য দাবি করেছেন, 'গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা থেকে আসার পরে ভাস্কর মুখিয়াকে একটা পদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি কোনওদিনই পার্টিটা ভালোভাবে করেননি। বরং নিষ্ক্রিয়ভাবেই ছিলেন।'

আজ শুরু গৌড়বঙ্গের রামকেলির মেলা

মালদা, ১৩ জুন : 'নৃতত্ত্বের জাদুঘর' ভারতবর্ষ। আর বিবিধের মাঝে মহামিলনের এই দেশে আজও মানুষের ভিড়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় ধর্ম, মত, বর্ণ, আধ্যাত্মিক উপচারের বিভেদ। তাই শাক্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য তন্ত্রপীঠ কামাখ্যায় যাওয়ার আগে মোক্ষলাভের লক্ষ্যে বৈষ্ণব তীর্থ রামকেলির মেলায় হাজির হন পূর্ণেন্দু বিশ্বাস, মানিক গিরি, শ্রীবাস গিরিরা।

রবিবার থেকে শুরু হচ্ছে গৌড়বঙ্গের আস্থা ও আবেগের উৎসব, রামকেলির মেলা। তার আগে এখন সাজোসাজো রব জেলাজুড়ে। ইতিমধ্যেই দূরদূরান্ত থেকে মহদিপুরের রামকেলিধামে আসতে শুরু করেছেন পুণ্যার্থীরা। এমনকি, ভিড় করছেন কারবারিরাও। হরেক পসরা নিয়ে তাঁরাও হাজির শতাব্দীপ্রাচীন এই মেলায় অংশ নেওয়ার জন্য। তাঁরা জানালেন, প্রায় সাতদিন আগে থেকেই তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে তাঁদের। সেই প্রস্তুতি শেষ হবে ১৭ তারিখ, মেলা ভাঙার পরেই।

রামকেলির আশ্রমঘাটের চাতালে বসেছিলেন পূর্ণেন্দু, মানিক, শ্রীবাসের মতো অগণিত পুণ্যার্থী। ওঁরা একসঙ্গে এসেছেন শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথধাম থেকে। রামকেলি হয়ে চলে যাবেন অসমের কামাখ্যায়, অম্বুবাচির মেলায় অংশ নিতে। কিন্তু, রামকেলি আর কামাখ্যার মধ্যে মিল কোথায়? মানিক বললেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, সবের মধ্যেই রয়েছে মোক্ষলাভ আর সিদ্ধিলাভ। তাই আমরা প্রতি বছর কামাখ্যা যাওয়ার আগে একবারের জন্য হলেও রামকেলি ঘুরে যাই।'

ভারতের অন্য সব মেলার মতো রামকেলির মেলার সঙ্গেও জড়িয়ে রয়েছে হরেক কিংবদন্তি। শনিবার সাতসকালে রামকেলিধামে গিয়ে দেখা গেল, মন্দিরে বসে পুজো করছেন সেবায়েত মদনমোহন পাণিগ্রাহী। রামকেলির মেলার নামকরণ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বলেন, 'কথিত আছে ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র বনবাসে যাওয়ার সময় সীতাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে গৌড়ভূমেও এসেছিলেন। জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি তিথিতে একটি কুণ্ডে সীতাদেবীর সঙ্গে জলকেলি করেন তিনি। সেই থেকেই নাম রামকেলি।' তিনি আরও বলেন, 'সীতাদেবী এই গয়েশ্বরী মন্দিরে তাঁর মাতৃকুলের উদ্দেশে পিণ্ডদান করেছিলেন। তারপর থেকেই এই জায়গাটি মাতৃগয়া নামে পরিচিতি পায়।'

মেলা উপলক্ষ্যে রামকেলি ধামে হাজির এক সাধু।

এখানেই শেষ নয়। এই মেলার সঙ্গে মিশে রয়েছে আরও অনেক ঐতিহাসিক কাহিনী। গৌড়ে হুসেন শাহের আগে রাজত্ব করেছিলেন পাল ও সেন বংশের রাজারা। তাঁদের রাজবাড়ি আজও রয়েছে এখানে। সেই সময় এই রামকেলি ছিল হিন্দু আচার সংস্কারের কেন্দ্র। সেই সময় তৈরি অনেক দেবদেবীর মূর্তি এখনও মাটির নীচ থেকে পাওয়া যায়। ত্রেতাযুগে রামচন্দ্রের পরে আধুনিককালে শ্রীচৈতন্যও জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে এখানে এসে ভক্তদের কৃপা করেছিলেন। ইতিহাস গবেষকরা বলেন, '১৫১৫ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুন রামকেলিতে এসেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। আর ১৫ জুন, হুসেন শাহের প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী সাকর মল্লিক আর দবির খাসকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করেন। তাঁদের নামকরণ হয় রূপ গোস্বামী আর সনাতন গোস্বামী।' এই তীর্থে বৃন্দাবনের সংস্কৃতি তুলে ধরা হয় বলে একে অনেকে গুপ্ত বৃন্দাবন নামেও চেনেন।

নাক শুধু শ্বাসই নেয় না, সমাজ আর ভূগোলকেও চেনে খুব ভালোভাবে। ডুয়ার্সের বুনো টান, তিস্তার পলি কিংবা চায়ের সুবাসের আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক বহুস্তরীয় ইতিহাস, গায়ে লেগে থাকে গন্ধের সামাজিক রাজনীতি। পুঁজিবাদ মেহনতি মানুষের গায়ের ঘামকে 'দুর্গন্ধ' বলে ব্রাত্য করলেও কর্পোরেট পারফিউমকে দেয় 'আভিজাত্য'র তকমা। আজ স্ক্রিন আর এআই-এর ভার্চুয়াল ভিড়ে মানুষ হারাচ্ছে নতুন বই বা প্রিয়জনের গায়ের চেনা ঘ্রাণ।

গন্ধবিচার

ঘ্রাণের ইতিহাসে লুকিয়ে উত্তরবঙ্গের পরিচয়

অভিষেক ঝা

উত্তরবঙ্গের গন্ধ বললেই নাকে কী ভেসে আসে? এই প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার ধরন দেখেই আপনি বুঝতে পারবেন যে নাকটি কোনও পর্যটকের নাকি নাকটি উত্তরবঙ্গের অংশ হয়ে উঠতে থাকা কোনও মানুষের। উত্তরবঙ্গ বলতেই যদি উত্তরে শুধু দার্জিলিংয়ের জলে ভেজানো ফার্স্ট ফ্লাশ চা পাতার গন্ধ, পাহাড়জুড়ে জাপানি পাইন গাছের বাকলের গন্ধ, তিস্তার শ্যাওলার জলজ ঘ্রাণ কিংবা ডুয়ার্সের ফরেস্টের ভিতর হাওয়ায় ভেসে আসা বুনো পাংশুটে বাস পেতে থাকে, তবে নিশ্চিতভাবেই নাকটি উত্তরবঙ্গে বারবার বেড়াতে আসা কোনও পর্যটকের। উত্তরবঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে বাস করতে থাকা মানুষদের নাক এতটা সরলভাবে উত্তরবঙ্গের গন্ধকে চিহ্নিত করতে পারবে না। সেই নাক দ্বন্দ্বে ভুগবে চা-এর গন্ধকে সিগনেচার গন্ধ হিসেবে চিহ্নিত করলে চায়ের চেয়ে বহু বহু পুরাতন, মূলত কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারজুড়ে প্রায় বুদ্ধের সমসাময়িক কালো নুনিয়া ধানের অঘ্রান মাসের সুবাসকে চিহ্নিত করব না কেন! দুই দিনাজপুরের তুলাইপাঞ্জি ও কাটারিভোগ ধানের ঘ্রাণকেই বা নাক কী করে ভুলে থাকবে! আবার মূলত ধানভিত্তিক এই ভূমির গঙ্গাদিয়ারার একটা ছোট্ট অংশে গঙ্গাজলী গম বলে এক দেশি গমের চাষ এখনও খুব অল্প হলেও টিকে আছে। সেই গম পেষাইয়ের সময়ে আটার গন্ধ ধরে রাখে উত্তরবঙ্গের গঙ্গার ধারের জনপদের মৃত্যু, মেলা, বিয়ে সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা হাতিপাউয়া লুচির ঘিয়ে ভাজার সময় বাতাসে এক স্বর্গীয় ভাব। উত্তরবঙ্গের ঘ্রাণ তাই উত্তরবঙ্গের আর বাকি পাঁচটা পরিসরের মতোই, বহুস্তরীয়ভাবে রাজনৈতিক। পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে প্রশাসনিকভাবে এবং লোকের মুখে মুখে এখন যে অংশটি উত্তরবঙ্গ বলে চিহ্নিত সেই অংশটির নির্দিষ্ট কোনও ছিরিছাঁদ নেই। তথাকথিত এই উত্তরবঙ্গের মানচিত্রটির দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয় যে কোনও ভূগোল মেনে এই মানচিত্র তৈরি হওয়া সম্ভব ছিল না। দক্ষিণ এবং পশ্চিমে মালদার গঙ্গা দিয়ারা থেকে শুরু করে উত্তরে দার্জিলিংয়ের সান্দাকফু পর্যন্ত এবং পূর্বে কোচবিহারের সমভূমি ও উত্তর-পূর্বে আলিপুরদুয়ারের বনভূমি অবধি ছড়িয়ে থাকা মানচিত্রটি কোনও ভূগোল নয়, রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে জন্মেছে। এই রাজনৈতিক ইতিহাসে বাংলা, বিহার, কোচবিহার, কামতাপুর, ভুটান, নেপাল, ব্রিটিশ বেঙ্গল প্রভিন্স, বাংলা ভাগ সবকিছু এত প্রকটভাবে আজও ধরা আছে যে উত্তরবঙ্গের গন্ধও অদ্ভুত ভাঙাচোরা এক কসমোপলিটান পরিসরের ঘ্রাণ-মানচিত্র নির্মাণ করে।

এই ঘ্রাণ-মানচিত্র আমার কাছে খুবই ব্যক্তিগত এক সফরও কারণ উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ থেকে এখানকারই উত্তরে এসে থিতু হতে হতে আমার ঘ্রাণের দুনিয়া এত পালটে গিয়েছে যে আমার নিজের মনেই প্রশ্ন আসে কোনটা আসল উত্তরবঙ্গের ঘ্রাণ! ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে মালদার আমাঞ্চলজুড়ে যখন দখিনা ও পছিয়া বইতে থাকে, তখন নাকের জন্যই চোখ বুজে আসতে চায়। কোনও মুকুলের ঘ্রাণ হালকা, কোনও মুকুল তীব্র, কোনও মুকুলে মৃদু এলাচ গন্ধ। তারস্বরে টিয়া ডাকতে থাকা ঈষৎ গরমের দিকে ঝুঁকে থাকা বসন্ত বিকেলে মুকুলের ঘ্রাণ নিতে নিতে নাক বুঝতে পারে মোগল বাদশাহ হুমায়ুন কেন এই জায়গাকে জান্নাতাবাদ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। চোখ আর জিভকে সরিয়ে রেখে যদি আমের সময়ের সফর করি, তাহলে মুকুলের সুবাস কিছুদিনের মতো উধাও হয়ে ফের ফিরে আসবে দেড়-দুই মাস

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে মালদার আমাঞ্চলজুড়ে যখন দখিনা ও পছিয়া বইতে থাকে, তখন নাকের জন্যই চোখ বুজে আসতে চায়। কোনও মুকুলের ঘ্রাণ হালকা, কোনও মুকুল তীব্র, কোনও মুকুলে মৃদু এলাচ গন্ধ।

পর যখন গোপালভোগ গন্ধ ছড়াতে শুরু করবে হালকা। তারপর ক্ষীরসাপাতীর ঈষৎ সুবাসকে চাপা দিবে ল্যাংড়ার মোহময় ঘ্রাণ। তারও কিছুকাল পর ফজলির গাঢ় ঘ্রাণে ভরে থাকে বাগান। সেই গন্ধে শেয়ালও এসে হাজির হয়। এরই মাঝে রপ্তানি অযোগ্য শুধুমাত্র ব্যক্তিগত হয়ে থাকা বিবিধ গুটি আম গন্ধ ছড়াতে থাকে। দারচিনিয়া গন্ধ ছড়ায় দারচিনির মতো, ঘিয়া গন্ধ ছড়ায় জ্বাল দিতে থাকা ঘিয়ের মতো। এই আমেরা কোনওদিন বাজারজাত হওয়ার ক্ষমতা রাখে না বলেই কি এদের ঘ্রাণ এত মোহময় হয়ে ওঠে? এইসব সুবাসের দিন শেষ হয়ে আসে বর্ষার মাঝামাঝি। চারপাশজুড়ে তখন পচতে থাকা আম, জলে ভিজে ফেঁপে ওঠা আমের আঁটি বাতাসকে ভারী করে তোলে। গা-গুলানো সেই গন্ধ যে কিছুকাল আগের মন জুড়ানো সুবাস তা কে বলবে! এরই মাঝে পরতের পর পরত আমসত্ত্ব পাতা চলে। সাদা থানে ছাঁকা গোপালভোগের রস শুকোতে শুকোতে যে গন্ধ ছড়ায় তাতে স্মৃতিকে ঘ্রাণকেন্দ্রিক এক পরিসর ঠেকে।

বাস্তবিকই আমাকে স্মৃতি থেকেই এখন এই আমঘ্রাণ পরিসর নির্মাণ করতে হয় কারণ জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার যা আমার এখনকার উত্তরবঙ্গ সেখানে এই ঘ্রাণের চিহ্নমাত্র নেই। আমার নাকজুড়ে এখনকার মূল গন্ধ চায়ের মিল থেকে ভেসে আসা ডুয়ার্সের সস্তা চা পাতা থেকে সিটিসি তৈরি হওয়ার অদ্ভুত এক ঘ্রাণ। ভালো না, খারাপও না, কিন্তু সমস্ত অস্তিত্বকে সেই মুহূর্তে ঠিক নাসারন্ধ্রে নিয়ে আসার মতো শক্তিশালী। এতটাই শক্তিশালী যে ঠিক সেই সময়ে ভুলে যাই এই চা পাতা থেকে খুব বেশি লাভ করতে পারে না ছোট ছোট চা চাষি, সিন্ডিকেটের দাপটে অস্থির হয়ে থাকেন তাঁরা, দিনের পর দিন প্রতিশ্রুতি দিয়েও চা পাতা তোলার রোজকার মজুরি কিছুতেই বাড়ানো হচ্ছে না, এই পাতা তুলতে থাকা কারও ছেলে দাদন খাটতে চলে গেছেন নয়ডায়, কারও মেয়ে হয়তো ডুয়ার্সের সস্তার কোনও রিসর্টের কল গার্ল হতে বাধ্য হয়েছেন। মিলের উপরের চিমনি থেকে বেরোতে থাকা গন্ধ এই সবকিছুর প্রতি নির্লিপ্ত থেকে বাতাসে চা পাতার গন্ধ নামক এক প্রাণময়তা ছড়িয়ে দেয়। ঠিক যেমন অপ্রভাবিত প্রাণময়তার গন্ধ পেতে থাকি দার্জিলিংয়ের জলে ভেজানো মুনলিট ফার্স্ট ফ্লাশ ভর্তি কাপ থেকে ওঠা ধোঁয়ায়। ওই গন্ধ এতবার নিয়েও, প্রতিবার মনে হয় এই ঘ্রাণ প্রথমবারের মতো নিচ্ছি।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

ব্র্যান্ডেড পারফিউমের আড়ালে অন্য গল্প

সুদেষ্ণা মৈত্র

তারপর নরোত্তম দাস বাবাজির সেই উঠোনে পড়ে থাকা মুচকুন্দ চাঁপা কুড়িয়ে নিয়ে গেল অপু। রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘ্রাণ নিতে থাকে সে। ঘ্রাণের ভিতর সেই অন্তঃসলিলা ধারার মতো অসমবয়সি দুই মানুষের নিবিড় বন্ধুত্বের হাওয়া থাকে ভেসে। কী? চেনা সেই অংশটি নয়? ঘ্রাণের ভিতর এভাবেই আমরা জীবিত করে রাখি স্মৃতিকে। স্মৃতির ভিতর হাসি-কান্না-বিচ্ছেদের ক্ষণ। ছোটবেলা থেকে একটা গন্ধ মেখে যারা বড় হয়, তাদের কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা রাত আর আকাশ ভর্তি তারা সাক্ষী, কেমিকেলের ঝলমলে তাক লাগানো সুবাস মুছে ফেলতে পারে না সেই আদিম গন্ধ। ভাত ফোটার গন্ধের পাশে জ্বলতে থাকা আঁচের গন্ধ শরীরে বাসা বেঁধে বসতেই মনে পড়ে মায়ের উবুসমাধিস্থ রূপ। সে রূপ অসমাপ্ত, তাই বিমূর্ত। আমার তাই ভীষণভাবে মনে হয়, প্রতিটি মানুষের ঘামের গন্ধের মধ্যে লুকিয়ে থাকে তার বড় হওয়া, তার সামাজিক লড়াইয়ের খেরোখাতা। আমার শহরের বৃন্দাবনী মাঠে যে আধঝুড়ো মানুষটি ঝালমুড়ি মাখার পর ছড়িয়ে দেয় সামান্য শসাকুচি, সেই শসার গায়ে ঘ্রাণ পাতলে স্পষ্ট হাতের তাপ পাওয়া যায়। হেঁটে ঘাম ঝরানো শরীর সচেতন পুরুষটির কপাল চুইয়ে নেমে আসা জলের মাদকতা এখনও তেমন টানে না, যেমনটি টানে ক্লাসরুমে দেরি করে ঢোকা সেই মেয়েটির জলে ছাপা মুখ। নিঝুম গ্রাম পেরিয়ে শহরের চিলেকোঠায় এসে যে হাঁফাতে থাকে। তার চুলে, জামার হাতায় লেগে থাকে মফসসলি বাসের ক্লান্তি আর অভাবের এক চেনা ঘ্রাণ।

আমরা বহু গন্ধ ছেড়ে আসি মনকেমনের দেশে। সেই যে, একখানা গ্রুপ থিয়েটার জয়েন করি তখন বিএ ফার্স্ট ইয়ার। রিহার্সাল রুমে এক দাদা আসত হন্তদন্ত ভঙ্গিতে প্রায় প্রতিবার। অদ্ভুত এক দামি

বহুজাতিক সংস্থাগুলো আমাদের শেখাচ্ছে ঘাম মানেই অপরাধ, ঘাম মানেই অসভ্যতা। তাই ডিওডোরান্টের কড়া স্প্রে-তে নিজের আত্মাকে চাপা দেওয়াই নাকি আধুনিকতা।

পারফিউমের গন্ধের সঙ্গে মিশে থাকত ঘামাক্রান্ত দেহ। গন্ধ ছেড়ে চলে এসেছি আজ প্রায় ১০ বছর বা কিছু কম। সেদিন হঠাৎ কলেজমাঠে নাক টনটন, খুব চেনা খুব চেনা, তন্ন তন্ন, হৃদয়-খনন, অবশেষে ধরা দিল সেই বিকেল। এই বিশ্বায়নের মোহবৃত্তে আমরা ক্রমেই আসল গন্ধ মুছতে ব্যস্ত। নিত্যনতুন সাবান আর দুবাইফিরতি পারফিউম ঢেকে দিচ্ছে 'সব কিছু'। এই কৃত্রিম সুগন্ধি আসলে এক ধরনের আড়াল, যা মানুষের শ্রমকে, তার মেহনতি অস্তিত্বকে সমাজ থেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। এরই মধ্যে আমরা কাটিয়ে ফেলেছি কোভিড-ছোবল। সে এসে প্রথমেই মুছে ফেলতে চেয়েছিল ঘ্রাণেন্দ্রিয়র কার্যক্ষমতা। কোভিড বড্ড বোকা। জানেই না, টিভিতে, রেডিওয়, চলতি পথের বিজ্ঞাপনের সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে জৈবিক গন্ধের নিজস্বতা ভুলিয়ে দেওয়ার হাজারও হাতছানি। কর্পোরেট সভ্যতায় যে হাতছানি হাতে মাথা দিয়ে ফেলা সবচেয়ে সহজলভ্য দৃষ্টান্ত। বহুজাতিক সংস্থাগুলো আমাদের শেখাচ্ছে ঘাম মানেই অপরাধ, ঘাম মানেই অসভ্যতা। তাই ডিওডোরান্টের কড়া স্প্রে-তে নিজের আত্মাকে চাপা দেওয়াই নাকি আধুনিকতা। কিন্তু সেই কর্পোরেট মানুষটাই যদি বাড়ি ফিরে এসে মায়ের চুলের ভিতর মুখ গুঁজে বসে থাকে কিছুক্ষণ, ও কি জানে এক মিনিটে ভ্যানিশ হয় যাবতীয় নিরাপত্তাহীনতা?

গন্ধের রকমফের রয়েছে বহু। কোনও গন্ধই ছাকনিতে ছেঁকে তোলা মূলাবশিষ্ট নয়। তার মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে দারুচিনি, এলাচ, আর জিরের মিশেলে পরিপক্ক হাতের তালুর আদাব। খেলা শেষে, রাত পোহালে ফেলে আসা মাঠ ধরে থাকে কত প্রজন্মের স্বেদবিন্দুর স্বাদ। চাষির ছেলে, চামড়াপট্টির মেয়ে, স্কুল শিক্ষকের বখাটে পল্টু, বিউটি পার্লার ফেরত শান্ত দীপা। দুপুর রোদে ধানের শিষ হাতে জল পেরিয়ে যাওয়া মহিলার টিপটি যখন লেপ্টে যায় সারা কপাল, তখন যে রূপ খোলে, সেই রূপের জন্য তপস্যার প্রহর গোনা যায়। অথচ এই সমাজ বড় অদ্ভুত। যে চাষির শরীরের ঘামে আর রোদে পোড়া চামড়ার গন্ধে মাঠের ধান পাকে, তাকে এসি গাড়িতে বা অভিজাত শপিং মলে ঢুকতে দেখলে আমরা নাক সিটকে দূরে সরে যাই। শ্রমের এই সুতীব্র গন্ধকে আমরা তকমা দিই 'দুর্গন্ধ' বলে। অথচ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কাচের ঘরে বসে যারা কলম পেষেন বা ল্যাপটপের বোতাম টেপেন, তাদের গায়ে লেগে থাকা ল্যাভেন্ডার বা কস্তুরীর কৃত্রিম সুবাসকে আমরা ভাবি আভিজাত্য অভিজ্ঞতার প্রতীক। এই যে গন্ধের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া অদৃশ্য পাঁচিল, এটাই তো ঘ্রাণের আসল সামাজিক রাজনীতি। আমরা মানুষের অর্থনৈতিক শ্রেণি বিচার করি তার গায়ের পারফিউমের ব্র্যান্ড দেখে, তার মেহনতের ঘাম দেখে নয়।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

ডিজিটাল পৃথিবীর ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ এক ইন্দ্রিয়

অরিন্দম ঘোষ

গন্ধ ছাড়া পৃথিবীর কথা ভাবলেই আমার ভয় লাগে। এই পৃথিবীতে সুগন্ধের তো অভাব নেই। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর হাতে চা বা কফির কাপ নিয়ে বসেছি, অথচ গরম ধোঁয়া থেকে তার গন্ধ পাচ্ছি না, এমন কাল্পনিক দৃশ্যটা ভাবলেই মন খারাপ হয়ে যায়। জীবনে এরকম দিন যেন কখনও না আসে। কিন্তু একপ্রকার আমাদেরই দোষে, এরকম দিনের কাছাকাছি তো আমরা চলেই এসেছি প্রায়। অনেককে তো দেখি, সকালে উঠে হাতে চা বা কফির কাপ হাতে আছে তো ঠিকই, কিন্তু চোখ আর কান পড়ে আছে মোবাইলে। সেখানে চা বা কফির গন্ধের কোনও ভূমিকা নেই। চোখ অবিরাম স্ক্রল করছে, কান অবিরাম শুনে চলেছে, আর পরম অবহেলায় প্রায় পুরোপুরি নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে নাক। এভাবেই আমরা চলেছি, এক গন্ধহীন পৃথিবীর দিকে।

দিনে অন্তত কুড়ি কাপ চা খেতে দেখতাম বাবাকে। চায়ের পাতা বদল হলেই বুঝে যেতেন। খুব দামি চা পাতা আনলে বলতেন, গন্ধটাই কী দারুণ। চায়ের স্বাদের চেয়েও গন্ধের ব্যাপারটা যে অনেক বেশি দামি, চা পাতার বাক্সটা খুললেই বুঝতে পারি এখন। চায়ের স্বাদের চেয়েও বেশি সেখানে জিতে যায় চা পাতার গন্ধ। দৌড়ানোর যুগে শুধু কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে সেই গন্ধটা অনুভব করার মতো সময় নেই আমাদের। আমাদের ছোটবেলায় টিভিতে একটা চায়ের বিজ্ঞাপন খুব আসত। তার সুন্দর কোঁকড়া চুলে জাকির হোসেন এসে তবলা বাজাতেন আর বলতেন 'ওয়াহ তাজ'। মনে হত যেন চায়ের সুগন্ধ টিভি থেকে ঘরে এসে পৌঁছাচ্ছে।

চা পাতার গন্ধের কথা না হয় বাদই দিলাম, একটু নিজের বুকে হাত রেখে বলুন তো, শেষ কবে শপিং মল ছেড়ে কোনও নির্জন মাঠে দাঁড়িয়ে ভোরের বাতাসে, বুক ভরে শিশিরভেজা শিউলি ফুলের মিষ্টি গন্ধ নিয়েছেন? আসলে এই ডিজিটাল যুগে ফুলের গন্ধ নিয়ে কেউ মাতামাতি করলে তাকে আমরাই যে কেউ কেউ পাগলামির তকমা দিতে পিছপা হব না, একথা নিশ্চিত করে বলতে পারি না। অথচ আমাদেরই মাঝে একজন মার্সেল প্রুস্ত ছিলেন। ফরাসি সাহিত্যিক প্রুস্তের 'ইন সার্চ অফ লস্ট টাইম' উপন্যাসের নায়ক তার জীবনের পুরোনো স্মৃতি ফিরে পেয়েছিল স্রেফ একটি গন্ধের জন্য। শীতের বিকেলে তার মা তাকে যে ম্যাডেলিন কেক খেতে দেন, সেই কেক চায়ে ডুবিয়ে খেয়ে তার হঠাৎ মনে পড়ে যায় হারানো শৈশবের কমব্রে নামের গ্রামে কাটানোর মুহূর্তগুলো। আজও কোনও বিশেষ গন্ধ যদি কারও পুরোনো বা হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি মনে করায় তবে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় তাকে বলা হয় 'প্রুস্ত এফেক্ট'। 'ঘ্রাণে অর্ধেক ভোজন' কথাটা শুনতাম ছোটবেলায়। পাড়ায় যদি কারও বাড়িতে ভালো কিছু রান্না হত, মুখে প্রশ্ন এসে যেত, কার বাড়িতে হচ্ছে রে? তার গন্ধে সত্যিই লোভ হত খুব। এখন শহরের কোনও বহুতলে পাশের ফ্ল্যাটের মডার্ন কিচেন থেকে সেরকম গন্ধ ভেসে আসা অসম্ভব ব্যাপার। কারণ, আধুনিক প্রযুক্তি।

তবু এই প্রযুক্তির যুগেও গন্ধ নিয়ে কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যায়। ইন্দোনেশিয়ার রেইনফরেস্টে জন্ম নেওয়া কর্পস ফ্লাওয়ারের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই? বিশ্বের সবচেয়ে দুর্গন্ধযুক্ত ফুল হিসেবে এর কুখ্যাতি আছে। এই ফুল দশ বছরে মাত্র একবার ফোটে, গন্ধটাও অনেকটা পচা মাংসের মতো। কিন্তু মজার ব্যাপার হল এর গন্ধ শুঁকতেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ টিকিট কেটে ভিড় জমান বোটানিক্যাল গার্ডেনগুলোতে।

চোখ অবিরাম স্ক্রল করছে, কান অবিরাম শুনে চলেছে, আর পরম অবহেলায় প্রায় পুরোপুরি নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে নাক। এভাবেই আমরা চলেছি, এক গন্ধহীন পৃথিবীর দিকে।

পৃথিবী থেকে কত ভালো গন্ধই তো আর হারিয়ে যাচ্ছে। আমরা যারা একটু-আধটু বইপত্র পড়ি, তারা তো অনেকেই এখনও নতুন বইয়ের গন্ধে আটকে আছি। কিন্তু আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের অনেকেই তো ই-বুকের বা অডিওস্টোরির দিকে ঝুঁকছেন। কিন্ডল বা স্মার্টফোনে স্টোরেজের অভাব নেই, বইয়ের ভার বইবার ঝক্কিও নেই। মনে প্রশ্ন জাগে, কলেজ স্ট্রিট বা বইমেলা থেকে সদ্য কিনে আনা বইয়ের নতুন কাগজ আর আঠার গন্ধ যে অদ্ভুত মাদকতা তৈরি করত, সেই গন্ধও কি আস্তে আস্তে হারিয়ে যাবে?

বাসে, অটোতে অনেককে দেখি ঘাড় গুঁজে মনোযোগ দিয়ে ফুড ভ্লগ বা রান্নার রেসিপি দেখছেন। স্ক্রিনে ঝকঝক করছে বিরিয়ানির হাঁড়ি, কানে আসছে মাছ, বেগুনি, লুচি ভাজার ছ্যাঁত ছ্যাঁত শব্দ। চোখ আর কান মুহূর্তে তৃপ্ত হচ্ছে। ধীরে ধীরে আমাদের মন আর মস্তিষ্ক একটা নতুন বাস্তবের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে, যা মূলত দৃশ্য আর শব্দ দিয়ে তৈরি। সেই ভার্চুয়াল পৃথিবীতে গন্ধের কোনও জায়গা নেই।

তবু অনেক সময় তরুণ প্রজন্মের কাউকে বনফুলের লেখা পড়তে দেখলে আনন্দ হয়। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় শুধু বনফুল ছদ্মনামে লিখেছিলেন বলে নয়, বরং এই কারণে যে বাংলা সাহিত্যে খুব সম্ভবত তার লেখাতেই সবচেয়ে বেশি বিচিত্র গন্ধের কথা আছে। আমি নিজেই অন্তত আশি রকমের গন্ধের কথা তাঁর লেখায় পেয়েছি। এ প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশ, বিভূতিভূষণের কথাও বা ভুলে যাই কী করে। গন্ধ নিয়ে এ লেখা লিখতে লিখতে যেমন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'গন্ধটা খুব সন্দেহজনক' গল্পটার কথা বারবার মাথায় চলে আসছে।

এ প্রসঙ্গেই আরও এক ধরনের গন্ধের কথা অবধারিতভাবেই আসবে, মানুষের গন্ধ। ছোটবেলায় আমরা রাক্ষস সেজে মজা করে বলতাম, হাউ মাউ খাউ, মানুষের গন্ধ পাউ। কিন্তু মানুষের গায়ে, বিশেষ করে এই পৃথিবীর প্রত্যেক মায়েদের গায়ে যে একটা গন্ধ থাকে, একথা তো মিথ্যে নয়, বিজ্ঞানও এটা স্বীকার করে এবং তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও আছে। এই গন্ধের কারণেই কোনও শিশু জন্মের একদম প্রথম অবস্থায় মাকে চিনতে পারে, মায়ের কাছে নিরাপদ বোধ করে। কিন্তু পৃথিবীর কোনও এআই এই গন্ধ তৈরি করতে পারে না।

এখন ভার্চুয়াল রিয়েলিটি বা ভিআর টেকনলজির মাধ্যমে মানুষ তার চারপাশে তার ইচ্ছেমতো কল্পনার কৃত্রিম জগতের সৃষ্টি করতে পারে, তা দেখতে ও ছুঁতেও পারে, শব্দ শুনতে পারে, কিন্তু গন্ধ পায় না। বিজ্ঞানীরা চেষ্টা চালাচ্ছেন, কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে আপনি কম্পিউটারে বা ক্লাউডে ভিডিও বা অডিও সেভ করে রেখে দিতে পারেন, কিন্তু কোনও বিশেষ গন্ধ কম্পিউটারে চাইলেই সেভ করে রেখে দেওয়া যায় না।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

ঝাল-মিষ্টি হট-কুল, তখন জীবন বিউটিফুল

চিরদীপা বিশ্বাস

‘এই যে কুম্ভকর্ণের মেজো নাতি... নিজে উঠুন, ছানাকেও ওঠান। ওদিকে স্কুল আছে বলে এখনই কান্না জুড়ল!’ বাবার বদলে ‘বাবু’র ঘুম গেল চটকে। ব্যাস... মল্লার রাগ সহযোগে বারিবর্ষণ চালু, শুরু, আরম্ভ, স্টার্ট। এখানে বলে রাখা ভালো, বাবুর জায়গায় সোনা, মনা, বাপি বা ধনাও হতে পারে। আমরা আপামর মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি হিসেবে ‘বাবু’ নামটাই নিলাম।

মা চেয়েছিল বাবু পড়বে ইংরেজি ইস্কুলে... থুড়ি, ‘ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে’। সেখানে গিয়ে সাহেবদের মতো ঝরঝরে বিলিতি আদবকেতা শিখবে। নিজের জীবনে সেসব হয়নি তো কী হয়েছে, ‘কোই বাত নেহি, বাবু করকে দিখায়েগা’। বড় হয়ে বাবু ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা নিদেনপক্ষে আইপিএস—যে কোনও একটা পাক্কা। বাট বার্নড ফোরহেড... মানে কপাল পোড়া আর কী! বাদ সাধল মধ্যবিত্ত বাবুর বাবার পকেট। অগত্যা বাংলা ইস্কুলই ভরসা। তবে হ্যাঁ, এক্কেবারে ‘গভর্নমেন্ট’ স্কুলে নয়, পকেট-ফ্রেন্ডলি কোনও একটা ভালো প্রাইভেট স্কুলে।

এভাবেই পিঠের প্রমাণসাইজ নতুন ব্যাগে মায়ের হাজারো আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ইত্যাদি ও প্রভৃতি পুরে, বাবার স্কুটারের সামনে পাদানিতে দাঁড়িয়ে ঢুলতে ঢুলতে, কাঁদতে কাঁদতে বাবুর ইস্কুল যাত্রা শুরু। সেখানেও আর এক মহাজ্বালা। সক্কাল সক্কাল কীসব শক্ত শক্ত সংস্কৃত শ্লোক, ‘মঙ্গল কর নির্মল কর’ গান— একদম ভাল্লাগে না ছাই। তাই মনে হল, ‘কেঁদে দিই এট্টু!’ সঙ্গীও মিলল অনায়াসে। বিভিন্ন তালে, নানা স্কেলে শুরু হল কান্নার লহরা। দিদিমণিরাও দারুণ, তাঁরা হাসিমুখে সামলাচ্ছেন, আদর করছেন, টফি দিচ্ছেন। বাবু বুঝল, ব্যাপারটা বেশ মজার তো! যত বেশি কান্না, তত বেশি টফি। এভাবেই ইস্কুলের প্রতি ভালোলাগা শুরু হল ধীরে ধীরে। বাড়ি ফিরে এখন সমবয়সি বন্ধুদের নিয়ে কত গল্প হয়। টিফিনে কেক, ম্যাগি বা চাউমিন নিয়ে যাওয়ার জন্য মায়ের কাছে রোজ নতুন নতুন বায়না হয়। মায়েরও স্বস্তির নিঃশ্বাস, যাক ছেলে অন্তত স্কুলে তো যাচ্ছে!

এদিকে, দেখতে দেখতে বাবুর ক্লাস ফোর। পেন্সিল ছেড়ে এবার পেনের যুগ। ভুলগুলো মোছা এবার বেশ শক্ত। আর সেইসঙ্গে অঙ্ক আর ইংরেজিটা কিছুতেই ঠিক বাগে আসছে না। ছেলেও তেমনি, পড়ার চেয়ে আঁকার ক্লাস নাকি তার বেশি ফেভারিট। সেখানে অন্তত পেন্সিল আছে, ভুল হলে রাবার দিয়ে ঘষে ঠিক করে ফেলা যায়। যদিও একদিক থেকে ভেবে দেখলে ভালোই, ডাক্তার হোক বা ইঞ্জিনিয়ার... আঁকাআঁকির তো একটা বিশাল ব্যাপার আছেই!

বছর ঘুরে বেরোল ক্লাস ফোরের ফাইনাল রেজাল্ট। বাবু হল সেভেন্থ। ওই অঙ্ক আর ইংরেজিতেই যা একটু ধেরিয়েছে। শুরু হল ক্লাস ফাইভে ভর্তির জোর তোড়জোড়। নামী স্কুলে হবে তো লটারি... পুরোটাই ভাগ্যের খেল। স্কুল থেকে ফর্ম তোলো, আর রেজাল্টের দিন গিয়ে বুকের ধুকপুকানি নিয়ে দেখো নাম উঠল কি না।

আহারে, না... জেলার সেরা বয়েজ স্কুলে বাবুর ভাগ্যের শিকে আর ছিঁড়ল না। ছলছল চোখে বাবুর মা ভর্তি করাল শহরের ‘সেকেন্ড বেস্ট’ স্কুলটাতেই। এদিকে ছেলের কিন্তু হেব্বি মস্তি। আরে... নতুন স্কুল, নতুন নতুন সব বন্ধু, গায়ে নতুন ইউনিফর্ম! সে এখন হুডখোলা ভ্যানে করে স্কুল যায়, বন্ধুদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। বাবা-মায়ের বদলে এখন আলাদা আলাদা টিউশন টিচার পড়ান... হুমম্, সেখানেও একঝাঁক নতুন বন্ধু। হঠাৎ করে বাবুর জীবনে বন্ধু ব্যাপারটা যেন হু হু করে বাড়তে থাকে, আর সেও বেশ বুঝতে শেখে ইস্কুল জীবন মানেই ‘ইজ কুল’। না মানে সেটাই তো স্বাভাবিক, কিন্তু মায়ের মন তো! টিনএজ শুরু হব হব করছে, এই বয়ঃসন্ধির সময়টা তো মারাত্মক। তার ওপর বছরকয়েক বাদেই জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা, মা-ধ্য-মি-ক!

বাবু অবশ্য বেশ মৌজেই আছে। সে বুঝতে শুরু করেছে, স্কুল আর বন্ধুরা হল জীবনের যাবতীয় বন্ধুরতা ঘোচানোর এক্কেবারে জম্পেশ ওষুধ। সেদিনের সেই কাঁদতে কাঁদতে স্কুল যাওয়া বাবু, এখন হাইস্কুলের রীতিমতো শাইনিং স্টার। পড়াশোনায় মিডিওকার হলেও এক্সট্রা-কারিকুলার

-এআই

অ্যাক্টিভিটিতে একেবারে নয়নের মণি। স্পোর্টস থেকে শুরু করে অ্যানুয়াল ফাংশন—সব জায়গাতেই তিনি সগৌরবে বিরাজমান। ওদিকে আবার পাড়ার ফুটবল টিম... সেখানেও সে অপরিহার্য। সাদাসিধে বাবা এসব নিয়ে বিশেষ মাথা না ঘামালেও মায়ের আবার এই নিয়ে মহাচিন্তা। সারাক্ষণ মাঠেঘাটে দৌড়োলে ডাক্তারিতে চান্স মিলবে তো, নাকি স্পোর্টস কোটায় ভরসা করতে হবে? এসব হার্ডল অনায়াসে টপকে বাবু অপোনেন্ট টিমকে দিব্যি গোল দেয়। গ্যালারি থেকে সিনিয়ার, ক্লাসমেট সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে ওঠে, ‘উহ গুরু, ছবি! ছবি!’ হুমম, কথাবার্তাতেও হাইস্কুল এফেক্ট বেশ ভালোমতোই লাগছে বৈকি। এরই মধ্যে মধ্যমেধার বাবু কীভাবে যেন ক্লাস ফাইভ আর সিক্সে ফাটাফাটি রেজাল্ট করে ফেলে। উপহার হিসেবে জোটে ঝকঝকে নতুন সাইকেল। ক্লাস সেভেনে বাবু তখন সেই হিরো সাইকেলে চেপে বন্ধুদের সঙ্গে এক্কেবারে পাক্কা হিরো। আসল স্কুলজীবন তো শুরু হুয়া অব সে! একেবারে ‘বান্ধা বাছুর ছাড়া পাইছে’ কেস। স্কুলে যাওয়া... বন্ধু, টিউশনে যাওয়া... বন্ধু, এমনকি স্কুল পালিয়ে... (আজ্ঞে হ্যাঁ, সেটিও এর মধ্যে বেশ রপ্ত করে ফেলেছে বৈকি। তবে যে লেভেলের কথা ভাবছেন, এখনও ঠিক সেই পর্যায়ে পৌঁছায়নি। নেহাতই এদিক-ওদিক ছেলেমানুষি ঘোরাফেরা আর কী)।

অতএব বুঝতেই পারছেন, এতসব সামলাতে গিয়ে রেজাল্টে বিশেষত অঙ্কে পঁচিশে চার, পাঁচের সুনামি আছড়ে পড়ল। ব্যাস... খোঁজ লাগাও শহরের বেস্ট অঙ্ক ব্যাচের। কিন্তু সেখানে মিড সেশনে তো আবার ভর্তি নেবে না। অগত্যা ক্লাস এইটের জন্য আগাম বুকিং ডান বাই দি পেরন্টস অফ বাবু অ্যান্ড কোং। টেনেটুনে সায়েন্স গ্রুপ কোনওমতে পাশ করলেও মুখরক্ষা করাল আর্টস, আর হ্যাঁ, ইংরেজিটাও। ওই সিন, আনসিন থেকে দিব্যি টুকেটুকে লেখালেখিই তো... একেবারে বিন্দাস!

রসরঙ্গ

এরই মধ্যে মধ্যমেধার বাবু কীভাবে যেন ক্লাস ফাইভ আর সিক্সে ফাটাফাটি রেজাল্ট করে ফেলে। উপহার হিসেবে জোটে ঝকঝকে নতুন সাইকেল। ক্লাস সেভেনে বাবু তখন সেই হিরো সাইকেলে চেপে বন্ধুদের সঙ্গে এক্কেবারে পাক্কা হিরো।

তবে এবার শুরু হল বুক দুরুদুরু হওয়ার পালা। পাঁচ-ছয়জনের সিটিং গ্রুপ ছেড়ে এবার বিশাল বড় ব্যাচ। অন্য স্কুলের বাঘা বাঘা স্টুডেন্টও থাকবে সেখানে। কিন্তু কোথায় কী! দুরুদুরু গন। বাবুদের মনে তখন বাজছে, ‘অব ইয়াহাঁ সে কাঁহা যায়ে হাম!’ ঠিক সেই সময়ে, ‘এই যে...’ বলে বাজখাঁই গলা তাল কেটে দিল, যেন সাক্ষাৎ মহব্বতের অমিতাভ বচ্চন। মনের বেহালা বাদন থামিয়ে শাহরুখ থুড়ি বাবুর দল গুটিগুটি পায়ে নিজেদের বরাদ্দ বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। অন্য স্কুলের ঐশ্বর্যদের সঙ্গে প্রায় এক সমুদ্দুর ব্যবধান। এই পরিবেশে কি আর ঐকিক নিয়ম, শতকরা মাথায় ঢোকে! সপ্তাহে দু’দিনের সেই ব্যাচ যেন ‘পরম্পরা-প্রতিষ্ঠা-অনুশাসনে’ বাঁধা। তারই মাঝে অঙ্ক কম, রসায়ন জমল বেশি। হিরো আর লেডিবার্ড সাইকেলের যুগলবন্দি তখন একেবারে তুঙ্গে। ব্যাস, পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে অমিতাভ স্যর নিজেই নেমে পড়লেন ফিল্ডে। বয়েজ ব্যাচ আর গার্লস ব্যাচ সম্পূর্ণ আলাদা করে দেওয়া হল। পুরো ‘ছন সে জো টুটে কোই সপনা’ অবস্থা! লোকেশনও আলাদা... কী নিষ্ঠুর সমাজ! হপ্তাকয়েক তো ত্রাহি ত্রাহি ব্যাপার-স্যাপার। পুত্রের বয়স পিতার চেয়ে বেশি হয়ে যাচ্ছে, তো ট্রেনের গতি সাইকেলের চেয়ে কম হয়ে যাচ্ছে। শেষে কান ধরিয়ে, পিটিয়ে, ধমকে লাইনে আনা হল লায়লা-মজনুদের। ক্লাস এইটের বৈতরণি এভাবেই পেরোল ঠিকঠাক।

অব শুরু সলি খেল। টিভি বন্ধ, খেলা বন্ধ, এক্সট্রা টিউটর চালু। দু’বছরের নামে শুরু হল অপরিসীম টরচার। সাইন থিটা, কস থিটা, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নেপোলিয়ন, মৌসুমি বায়ু, মাইটোকন্ড্রিয়া, প্রেসি, নোবেল গ্যাস— উফফ! ফুটবল মাঠ যেন এখন রয়েল বেঙ্গলের বাসা। মক টেস্ট চলছে তো চলছেই। অবশেষে নাইনের রেজাল্টে ফলও মিলল হাতেনাতে। বাবুদের সব নাইন্টি পার্সেন্ট পার। এক বছরের মধ্যে আর কয়েকটা পার্সেন্ট বাড়াতে পারলেই... ব্যাস, খবরের কাগজের ফার্স্ট পেজে ছবি পাক্কা। বাবুদের মায়েরা এক্কেবারে বজ্র আঁটুনি দিয়ে বেঁধে ফেলেছেন, ফসকা গেরোর নো চান্স। বাবুরাও খানিক সিরিয়াস এখন— ‘ভালো করে ওতরাই বাবা, এরপর সব অঙ্কের বই নদীতে ভাসিয়ে দেব।’ মায়েরা তো আর ছেলেদের এই গোপন প্ল্যানিং জানেন না। ভাবুন তাহলে, তাঁদের ‘জোরকা ঝটকা’ লাগল কেমন, যখন আফটার মাধ্যমিক একহপ্তা চিলিংয়ের পর বাবু গম্ভীর মুখে ডিক্লেয়ার করল, ‘আমি আর্টস নেব!’ এদিকে অন্য বাবুরা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি টিউশন স্টার্ট করে দিয়েছে অলরেডি। এমতাবস্থায় বেরোল রেজাল্ট। কাগজে নাম উঠল না ঠিকই, কিন্তু মার্কস বেশ জব্বর। এদিকে, বাবার সাপোর্ট এবং নিজের জেদে বাবু শেষমেশ নিল আর্টস। শহরের ওই সেরা স্কুলটিতে চান্সও পেয়ে গেল। কিন্তু নতুন স্কুলে যাওয়ার আগে মনটা কেমন যেন হুহু করে কেঁদে উঠল। এবার আর টফির জন্য নয়। পুরোনো স্কুলের ফেয়ারওয়েলে তো কাঁদেনি, ভেবেছিল ফিরব তো এখানেই। কিন্তু তা আর হল কই? পুরোনো স্যরদের সঙ্গে শেষবার দেখা করতে গিয়ে চোখটা কেমন যেন ভিজে এল।

মা অবশ্য এতদিনে ছেলের জন্য আইপিএসের স্বপ্ন দেখা শুরু করে দিয়েছেন। এদিকে, নতুন স্কুলেও কিন্তু আসর জমিয়ে ফেলেছে বাবু। যে ফুটবল টিমকে আগে অবলীলায় গোল দিত, এখন সেই টিমের হয়েই গোল দেয়। হাতে চলে এসেছে স্মার্টফোন, আঙুলে মাঝেমধ্যে... থাক, নাই বা বললাম। ওদিকে, স্কুল কাটিয়ে অভিসার পর্বও শুরু হব হব করছে (হ্যাঁ, এবার ঠিকই ভাবছেন)। সাইকেল চালিয়ে আসেন আমাদের রাধিকা, ঐশ্বর্য এখন অতীত। ইতিহাস ব্যাচে প্রথম দিন দেখেই আমাদের কেষ্টঠাকুর তো ক্লিন বোল্ড। সিগন্যাল-টিগন্যালে বিশেষ কাজ হয়নি। তার ওপর হপ্তায় একদিন দেখে মন ভরছিলও না। অগত্যা ‘ইংরেজি স্ট্রং করতে হবে’—মা যশোদাকে এই পরম সত্য বুঝিয়ে বাবু ভর্তি হয়ে গেল খোদ রাধিকার ব্যাচে। ওটা আবার দু’দিনের ব্যাচ। বুঝতে পারছেন তো হিসেবটা! তিনদিন পাক্কা দেখা হবে। স্পেশাল ক্লাস থাকলে তো, ওহহ, সোনায় সোহাগা! রাধিকা অবশ্য খুব বেশি কথা-টথা না বললেও... মানে ওই আর কী, চোখের ভাষা। তাই বলে ডিরেক্ট ‘আই _ _’ বলা তো আর যায় না। গেল বেজে তেরোটা। রাধা আমাদের এই মারে কি সেই মারে। মন ভাঙল কেষ্টর। অবশেষে অগতির গতি সেই বন্ধুদের কাছেই দুঃখ শেয়ার। কিন্তু এবার যেন এই বন্ধুরাই মধ্যিখানে ঢুকে সবটা আরও বন্ধুর করে দিল। ঠিক হওয়ার বদলে পুরো ঘেঁটে ঘ। জীবন সহজ করা বন্ধুদল কেমন যেন জটিল ঠেকতে লাগল। ইলেভেন পার হল ঠাকুর ঠাকুর করে। বাবুর মা এখন খানিকটা নীরব দর্শক। ‘আমার দ্বারা ওসব আইপিএস পরীক্ষা হবে না’, ছেলের স্পষ্ট ডিক্লারেশন।

টুয়েলভের ফেয়ারওয়েলের ঠিক আগের দিন ‘আই নিড টু ফোকাস অন মাই কেরিয়ার’ বলে রাধিকা তো একেবারে পগারপার। একদিকে স্কুল শেষের দুঃখ, অন্যদিকে এই বিরহ। দুয়ের একত্র বহিঃপ্রকাশ ঘটল পরদিন স্কুলের হলঘরে। শার্টে নাম সই, ‘তেরে য়্যায়সা ইয়ার কাহাঁ’র আবেগের মধ্যেও বন্ধুত্বের বন্ধুরতা, জীবনের জটিলতার আঁচ পাওয়া— সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল কপোল ভেজানো তরলে। সবুজ মাঠ, রোদের মধ্যে নীলডাউন, ইউনিফর্ম, বেঞ্চ বাজানো, ব্ল্যাকবোর্ড, চক, ডাস্টার, নাম লেখা রেজিস্টার—সব পেছনে পড়ে রইল। চোখের জলে শুরু হওয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ অধ্যায় শেষ হল চোখের জলেই।

জাস্ট আ মোমেন্ট... সত্যিই কি শেষ হল? আরে না না, পরীক্ষাই তো হয়নি এখনও! স্কুল ভালোবাসি ঠিকই, তাই বলে আবেগতাড়িত হয়ে ফেল্টু মেরে আবার স্কুলে ফিরে আসব নাকি! যাই বাবা, পড়তে বসি।

ঘ্রাণের ইতিহাসে লুকিয়ে উত্তরবঙ্গের পরিচয়

তেরোর পাতার পর

এই ঘ্রাণের পেছনে মিশে থাকা চা বাগানের যাবতীয় শোষণ, দারিদ্র্য কোনও ছাপ রাখে না গন্ধে। উত্তরবঙ্গের গন্ধ কি তাহলে ট্রমা ভোলাতে চাওয়া কোনও পরিসর?

পূর্ব পাকিস্তান, আসাম, বাংলাদেশ থেকে হরেক ধরনের খ্যাদা খেয়ে যাঁরা কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, দুই দিনাজপুর, উত্তর মালদায় আসছিলেন তাঁদের নাক সম্ভবত শুকোতে থাকা শুঁটকির গন্ধে, জাগ মারা জলে পচতে থাকা পাটের বাসে, ছোট ছোট নদীর উপর ঝরে পড়তে থাকা বাঁশপাতা আর জন্মানো শ্যাওলা ঘ্রাণে, মাটিতে জারিত হতে থাকা শিদলের গন্ধে, আর মাটি থেকে উঠে আসা রোদ-জল-মাটি লেগে থাকা গুয়ার গন্ধে ফেলে আসা দেশের ঘ্রাণ পেয়ে এখানেই নতুনভাবে দেশের বাড়ি তৈরির সম্ভাবনা দেখেছিলেন। নেপাল থেকে দার্জিলিং নামক ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পরিসরের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া মানুষরা নিজের ফেলে আসা দেশের গন্ধই কি গুরাস (রডোডেনড্রন) থেকে তৈরি মদ গুরাসের রক্সির বোতলে ধরে রাখতে চান? ভুটান থেকে আসা ভূপালিরা যখন কমলালেবুর রক্সি তৈরি করেন সেই ঈষৎ ক্ষারীয় সাইট্রাস গন্ধে তাদের কী মনে পড়ে? ফেলে আসতে বাধ্য হওয়া দেশ, নাকি, রিফিউজি হওয়ার ট্রমা? ডুয়ার্সের বিবিধ গ্রামীণ হাটজুড়ে হাঁড়িয়ার যে গন্ধ ম-ম করে তার অবচেতনজুড়ে সাঁওতাল পরগনা থেকে জোর করে তুলে এনে এখানকার চা বাগিচায় চাবুক দিয়ে জুড়ে দেওয়া সাদরিদের এক ফেলে আসা দেশ থেকে যায়। জাপানি পাইনগুলো যা উত্তরবঙ্গের পাহাড়ের ধুপি হয়ে গেছে এখন তারা এই দেশ ফেলে আসা মানুষদের মতোই এখানকার হয়ে উঠেছে। তাদের গন্ধ অদ্ভুত খাপ খাইয়ে মিশে গেছে টেথিস মহাসাগরের গন্ধের স্মৃতি ধরে রাখা এখানকার আদিমতম ফার্নদের সঙ্গে। তাদের বাকলের ঘ্রাণ এখন কোনও ঔপনিবেশিক হাওয়ার অংশ নয়, বরং হুল্লোড় করতে আসা পর্যটকদের কিছুদিনের স্বস্তি আর পাহাড়ের স্বাধিকার চাওয়া অস্বস্তির গন্ধ বয়ে আনে। আর এই সমস্ত পরিসরের গন্ধকে জুড়ে দেয় উত্তরবঙ্গের বর্ষা। সমস্ত আলাদা আলাদা গন্ধজুড়ে সোঁদা আর স্যাঁতসেঁতে এক ঘ্রাণ দিয়ে জুড়ে দেয় ফেলে আসা সব দেশ, গড়ে ওঠা এক দেশ।

জাপানি পাইনগুলো যা উত্তরবঙ্গের পাহাড়ের ধুপি হয়ে গেছে এখন তারা এই দেশ ফেলে আসা মানুষদের মতোই এখানকার হয়ে উঠেছে।

ব্র্যান্ডেড পারফিউমের আড়ালে অন্য গল্প

তেরোর পাতার পর

ঘাম আসলে এক ম্যাজিকের নাম। ছেলেটার কষ্ট হচ্ছে নাকি উদ্বেগ, রাগ হচ্ছে নাকি ভয়, ঘাম তার বিচারসভা বসাতে পারে অনায়াসে। বিজ্ঞান সেই কথার ইন্ধন দিচ্ছে চুপিচুপি। আমাদের গানে রয়েছে ‘এত তার প্রেম, সে যাওয়ার পরেও ছড়িয়ে থাকে গন্ধ ভালোবাসার’। এই গন্ধের ভিতরেও রাসায়নিক উদ্বায়ী কণার লং টার্ম, শর্ট টার্ম গেম রয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী গন্ধের উদ্বায়ী কণার বিস্তার কম কিন্তু যে মুহূর্তে যেখানে দাঁড়িয়ে তার সৃষ্টি হয়, সেই মানুষটি চলে যাওয়ার পরেও সেই স্থানটিতে তার গন্ধ ফেলে রেখে যায়। অন্যদিকে, তীব্র আবেগের স্রোতে জমে ওঠা বিন্দু বিন্দু স্বেদের গান্ধিক বিস্তার ও গভীরতা প্রকট কিন্তু স্থায়িত্ব বড়ই কম। তাই তোমার মনের চাপে গলানো জমাট জলকণা বলে ফেলতে পারে তুমি মানুষটি কেমন? তুমি শোষক নাকি শোষিত, তুমি শীতাতপ ঘরে বসে থাকা ক্ষমতার অধিকারী নাকি তপ্ত রাজপথে লড়াই করা এক সাধারণ সৈনিক— তা তোমার গায়ের জলের কণা চিনে নেয়। এই ম্যাজিকময় জলের মাদকতা যেদিন থেকে জানতে পেরেছি, খেয়াল রাখি রাগের অভিব্যক্তি বাইরে প্রকাশ পাচ্ছে না তো?

যে কারখানার বয়লারে কয়লা ঠেলে যে শ্রমিক তার ফুসফুস পোড়ায়, তার গায়ের গন্ধ ধনিক শ্রেণির ড্রয়িংরুমের সংস্কৃতির পরিপন্থী।

ওহ! বলতে ভুলেছি, বিজ্ঞান এই পরীক্ষানিরীক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের খুব একটা বিশ্বাস করে না, কারণ তাদের ঘাম কম হয় আর হলেও গন্ধের মধ্যে আহামরি কিছু দাবি থাকে না। তাই কি? তবে ওই যে ‘মা-মা’ গন্ধটা? মায়ের সারা গায়ে জড়িয়ে থাকে সেই অদ্ভুত অন্তরের গন্ধ। যেন বা হৃদয়ের গন্ধ তার। মা স্নানঘরে ঢুকলে আজও এই ধেড়ে গোবিন্দ বয়সেও আমি ওঁত পেতে বসে থাকি মায়ের বের হওয়ার অপেক্ষায়। তারপর চট করে ঢুকে পড়ি বাথরুমে। আদর-আলাপ। সাবানের ফেনার সঙ্গে মিশে থাকা সেই মাতৃত্বের নিজস্ব সুবাস। এমন গন্ধ কোথাও খুঁজে পাবে না’কো তুমি। মনে পড়ছে ‘তিতলি’ সিনেমায় সেই মায়ের চুলে নাক গুঁজে রাখা দৃশ্যটা? কঙ্কণা, অপর্ণার চুলের ভিতর খুঁজে পাচ্ছে আত্মীয়তার আরাম। গন্ধের দৌড় এতটাই, কাছের মানুষের খোঁজ দিয়ে দিতে পারে। ক্ষমতার অলিন্দে থাকা মানুষেরা এই আদিম আরামটুকু বোঝে না। তারা বোঝে কেবল সুগন্ধির প্রলেপে নিজেদের আসল চেহারাটা ঢেকে রাখা।

গুচি ব্লুম, শ্যালেন, ডেভিডঅফ এমন সব নামীদামি পারফিউমের আড়ালে যেভাবে বাস করে নিজেকে সাজিয়ে তোলার কারুকাজ, তা আসলে এক ধরনের কর্পোরেট মায়া। শরীরের প্রাকৃতিক গন্ধের ভিতর বাস করে তার প্রতিটি যাপনের ছন্দগান। কীভাবে? দুপুরবেলায় রিকশার সিটের ওপর পা তুলে যে লোকটা মুখের ওপর গামছা রেখে শুয়ে আছে কোনও এক বেছে নেওয়া ছায়ায়, তার গায়ে লেখা থাকে রোজগারের ইতিকথা। রোদে তেতে ওঠা পিচ আর তার গায়ের নোনতা ঘামের মিশ্রণ একাকার হয়ে তৈরি করে এক অলিখিত মহাকাব্য। এভাবেই সংগ্রাম, উৎসব, উচ্ছ্বাস প্রতিটি উচ্চারণের ঘরে একখানা করে মুখ ভেসে ওঠে, যার গলা অবধি জমে আছে গন্ধ। জামা চপচপে একেকটা গল্প। এই চপচপে জামাগুলোকে এলিট সোসাইটি ব্রাত্য করে রেখেছে। যে কারখানার বয়লারে কয়লা ঠেলে যে শ্রমিক তার ফুসফুস পোড়ায়, তার গায়ের গন্ধ ধনিক শ্রেণির ড্রয়িংরুমের সংস্কৃতির পরিপন্থী। অথচ সেই শ্রমিকের ঘামের ওপর দাঁড়িয়েই গড়ে ওঠে বহুতল আর কর্পোরেট সাম্রাজ্য। পুঁজিবাদের এই সুগন্ধী খেলা বড় মারাত্মক; সে শ্রমের ফসল ঘরে তোলে কিন্তু শ্রমিকের গায়ের গন্ধকে অদ্ভুত করে রাখে।

এক কাপ চা নিয়ে বসলেই ধীরে ধীরে এই ঘ্রাণের রাজনীতি আরও সংক্রামক হয়ে ওঠে। গলি ছাড়িয়ে, পাশের পাড়া পেরিয়ে কখন যে বুকের পাড়ায় এসে ভাড়া জমায়, ধরতেও পারবে না। গন্ধের কোনও সীমানা নেই, কিন্তু সমাজ তার নিজের স্বার্থে সীমানা এঁকে দিয়েছে। সুগন্ধি যেখানে ক্ষমতার হাতিয়ার, ঘাম সেখানে শোষিত মানুষের নীরব প্রতিবাদ।

কিসসা : ভূত বলছে, ওই মানুষটি নাকি মাঝেমধ্যে অদ্ভুত সুন্দর গন্ধ পায়, নির্দিষ্ট এক সময় ঘিরে সেই গন্ধটা থাকে। আবার অদ্ভুত বাসি পচা খাবারের গন্ধ নাকি সবসময় ভেসে থাকে কারও কারও নাকের ডগায়। তন্ত্রমতে সত্যি সত্যি সেখানে কোনও আত্মার উপস্থিতি অবধারিত। যদিও, বিজ্ঞান ঘাড় ধরে একখানা অ্যান্টিডিপ্রেস্যান্ট খাইয়ে দিয়ে বলবে, ‘ঘুমোও’। সেই ঘুমোতে যাওয়ার আগে বলে যাই, হতাশা থেকেও গন্ধ জন্মায় তবে, যার ধারেকাছে ব্র্যান্ডেড কোম্পানি ছিপি খুলতে পারে না। সেই হতাশার গন্ধ, ভাঙা কুঁড়েঘরের স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারের গন্ধ, আর তীব্র অনাহারের গন্ধের পাশে দামি পারফিউমের শিশিগুলো বড্ড ফ্যাকাশে, বড্ড মেকি শোনায়। গন্ধের এই অসম যুদ্ধই আমাদের সভ্যতার আসল সত্যি।

ডিজিটাল পৃথিবীর ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ এক ইন্দ্রিয়

তেরোর পাতার পর

এ লেখার শেষ করব গন্ধ নিয়ে একটি অদ্ভুত লেখার উল্লেখ করে। প্যাট্রিক সাসকিন্ডের ‘পারফিউম : দ্য স্টোরি অফ আ মার্ডারার’। এই উপন্যাসের চরিত্র গ্রেনুই, যার নিজের শরীরের কোনও গন্ধ নেই, কিন্তু সে সবচেয়ে শক্তিশালী ঘ্রাণশক্তির অধিকারী। নিজের শরীরে কোনও গন্ধ না থাকার কারণে সাধারণ মানুষ তাকে ভয় পায়, এড়িয়ে চলে। ফলে গ্রেনুই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ওঠে। মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য সে সুগন্ধি বানানো শেখে, তার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে যায় নিজের গন্ধ ফিরিয়ে আনা। শিখতে গিয়ে সে বুঝতে পারে, এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুগন্ধ মানুষের গায়ের গন্ধ। সে বহু মানুষকে হত্যা করে একটি জাদুকরী সুগন্ধি বানায়, অবশেষে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর, মৃত্যুদণ্ডের দিন সে ওই সুগন্ধি মেখে উপস্থিত হয়। সুবাসে মুগ্ধ হয়ে ক্ষিপ্ত জনতা ক্রোধ ভুলে তাকে দেবতা ভেবে মুক্তি দেয়। কিন্তু এই কৃত্রিম ভালোবাসায় চরম হতাশ হয়ে গ্রেনুই প্যারিসের বস্তিতে ফিরে যায়। সেখানে নিজের গায়ে পুরো সুগন্ধিটি ঢেলে দিলে, সেই তীব্র সুবাসের আকর্ষণে উন্মাদ হয়ে একদল ভবঘুরে তাকে আক্ষরিক অর্থেই ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে। গ্রেনুই চরিত্রটি এমনভাবে আঁকা, সে যখন কোনও শহরের রাস্তা দিয়ে হাঁটে, সে চোখ দিয়ে নয়, বরং নাকে ভেসে আসা গন্ধ দিয়েই সেই শহরের মানচিত্র তৈরি করে, কোথায় বেকারি, কোথায় চামড়ার কারখানা, কোথায় গির্জা, সব সে গন্ধ দিয়ে চিনে নেয়। গন্ধের সঙ্গে আসলে আমাদের স্মৃতি আর আবেগের একটা সম্পর্ক আছে। আধুনিক যুগে গন্ধহীনতার দিকে যেতে যেতেও আমরা যেন আমাদের প্রিয় গন্ধের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা স্মৃতিগুলোকে কখনও না ভুলি।

আধুনিক যুগে গন্ধহীনতার দিকে যেতে যেতেও আমরা যেন আমাদের প্রিয় গন্ধের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা স্মৃতিগুলোকে কখনও না ভুলি।

ডেডলাইন মিস

অতনু বিশ্বাস

ছোটগল্প

অমলকান্তি সেনগুপ্ত লেখক হতে চেয়েছিল। ক্লাস নাইনে অন্য ছেলেরা যখন প্রেমপত্র লিখত, অমলকান্তি লিখেছিল 'মানুষের একাকিত্বের অন্টোলজিক্যাল সংকট।' বাংলার শিক্ষিকা বলেছিলেন, 'তুমি হয় পাগল হবে, নয়তো সাহিত্যিক।'

পরে যখন সে লেখক হতে চাইল, বাবা কথা বলেনি তিনদিন। মা কালী মন্দিরে মানত করেছিল। আর কাকা বলেছিল, 'বাংলা সাহিত্য আর একটা বেকার পেল।' প্রেমিকা মধুরিমা অবশ্য বলেছিল, 'অন্তত চাল-ডাল-আলু কিনতে পারবে তো?'

কেউ যখন তাকে জিজ্ঞেস করত, 'আপনি কোয়ান্টাম ফিজিক্সে পিএইচডি করে গল্প লিখছেন কেন?', অমলকান্তি চশমা একটু নামিয়ে, দার্শনিক ভঙ্গিতে বলত, 'শ্রোডিঙ্গারের বিড়াল আর বাঙালি সাহিত্যিক দুজনেই একসাথে জীবিত ও মৃত।' লোকজন যা-ই বুঝুক, হাততালি পড়ত প্রচুর।

অমলকান্তি লিখত ভীষণ ধীরে। একটা গল্প লিখতে প্রায় তিন মাস। একটা কমা কোথায় বসবে, সেনিয়ে ভাবতে ভাবতে গোটা বিকেল বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাক দেখত।

তার দ্বিতীয় গল্প 'অন্ধ শর্বরী' লিখতে লেগেছিল পাঁচ মাস। একটা ভিড়ে ঠাসা লোকাল ট্রেনে এক অন্ধ গায়ক আর এক পকেটমারের কথোপকথন শুনে গল্পটা তার মাথায় আসে। সে প্রথম খসড়া লিখে ছিঁড়ল। দ্বিতীয় খসড়া লিখে কাঁদল। তৃতীয় খসড়া পড়ে নিজেই বলল, 'না, এখানে মানুষের ট্র্যাজেডি ফুটে ওঠেনি।'

গল্পটা বেরিয়েছিল 'উত্তরপাড়া বার্তা' নামে একটা ম্যাড়মেড়ে কাগজে-- সম্পাদকবাবু আর একমাত্র অফিস স্টাফের পরিবার আর পাশের চায়ের দোকানগুলোর ক্রেতারা যার পাঠক। কিন্তু গল্পটা যারা পড়েছিল, হতবাক হয়ে গিয়েছিল।

তারপর এল উপন্যাস-- 'অস্থির দিনযাপন'। তিন বছর ধরে তিলতিল করে লেখা। প্রকাশকরা শুনেই বলত, 'নতুন লেখক? বাজার নেই।' অথবা, 'এত মোটা বই? পাঠক তো এখন শুধু ফেসবুক ক্যাপশন পড়ে।'

শেষে পরাগ তাকে নিয়ে গেল 'তারামা বুকস্টল অ্যান্ড ফোটোকপি' নামে এক ছোট প্রকাশকের কাছে। প্রকাশক নৃপেন দে বললেন, 'দেখুন, আমরা মূলত মাধ্যমিকের সাজেশান আর ক্যালেন্ডার ছাপি।'

কিন্তু পরাগ বোঝায়, 'এক-আধখানা উপন্যাস ছাপালে প্রকাশক হিসেবে আপনার কদর বাড়বে। কিন্তু নামী লেখকদের কি অ্যাফোর্ড করতে পারবেন? নতুন লেখকই তো আপনার পক্ষে ভালো।'

কথাটা নৃপেনবাবুর মনে ধরল। অনেকদিন ধরেই ওনার মনে প্রকাশনা জগতে একটু জাতে ওঠার বাসনা লুকিয়ে ছিল।

প্রথম সপ্তাহের বিক্রি ১৭ কপি, ১৬টাই অবশ্য কিনেছিল অমলকান্তির আত্মীয়রা। তারপর হঠাৎ এক নামজাদা সমালোচক ফেসবুকে লিখলেন—'বাংলা সাহিত্যে বিস্ফোরণ।'

ফল? 'অস্থির দিনযাপন' হিট। তারপর সুপারহিট। নৃপেনবাবু উত্তেজনায় ডায়াবিটিসের ওষুধ খেতে ভুলে গেলেন। বইমেলায় তাদের স্টলে ভিড় উপচে পড়ল। অমলকান্তি রাতারাতি বিখ্যাত হল। এল মস্ত সাহিত্য-পুরস্কার।

এক সাংবাদিক শুধোল, 'আপনার লেখার রহস্য কী?' অমলকান্তি বলল, 'আমি ধীরে লিখি। শামুকের চাইতেও ধীরে।' পরদিন কাগজে বেরোল : 'ধীরে লিখুন, সফল হোন-- অমলকান্তির টিপস।'

যে সম্পাদকরা আগে পাণ্ডুলিপি খুলেও দেখত না, তারাই ফোন করতে লাগল। 'দাদা, পুজো সংখ্যার জন্য একটা বড়গল্প চাই।' 'আমাদের বিশেষ এআই সংখ্যার জন্য একটা গল্প দিতেই হবে।' 'অমলদা, আমাদের ভূত-সংখ্যার জন্য একটা গল্প চাই। ফেমিনিস্ট ভূত হলে ভালো হয়।' 'অমলবাবু, কোয়ান্টাম মেকানিক্স দিয়ে কি শাশুড়ি-বৌমার সম্পর্ক বোঝানো যায়?'

অমলকান্তি প্রথমে বলত, 'আমি সময় নিয়ে লিখি।' তারপর একটু-আধটু 'হ্যাঁ' বলা শুরু করল। তারপর পুরোপুরি 'হ্যাঁ'। আসলে টাকা নামক বস্তুটির নিজস্ব সাহিত্যিক ক্ষমতা আছে। অমলকান্তি আবিষ্কার করল, গল্প তিন মাসে লেখা যায়, তিনদিনেও যায়। আর আশ্চর্যের বিষয়-- পাঠক তাতেও খুশি।

তার নতুন গল্পগুলোয় এক পৃষ্ঠায় প্রেম, পরের পৃষ্ঠায় খুন, তারপর হঠাৎ দার্শনিকতা। পাঠক বলত, 'কী গভীর লেখা!' সমালোচক বলত, 'উত্তর-আধুনিক ভাঙচুর!' আর অমলকান্তি ভাবত, 'শেষ পৃষ্ঠাটা তো মেট্রোয় বসে লেখা!'

সে আমেরিকায় গেল-- বোস্টনের বাঙালি অ্যাসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে। ফিরে এসে সাতটা উপন্যাস আর দশটা গল্প লিখল আমেরিকা নিয়ে। নামগুলোতে জটায়ুর ছাপ স্পষ্ট। 'ম্যানহাটনের মায়া', 'বোস্টনের বিষাদ', 'টেক্সাসে তৃষ্ণা',...।

মধুরিমা বলল, 'তুমি তো টেক্সাসে যাওনি!'

অমলকান্তি বলে, 'সাহিত্য কোনও ভৌগোলিক গণ্ডি মানে না।'

অমলকান্তিকে সেক্রেটারি রাখতে হল-- বিপ্লব। আগে ইনসুরেন্স বিক্রি করত। সে প্রতিদিন ল্যাপটপে এক্সেল শিট খুলে বসে। ''স্যর, মঙ্গলবার প্রেমের গল্প দিতে হবে প্রিয়মবাবু-কে। বুধবার 'রহস্য' অনুরাধাদি-কে। বৃহস্পতিবার 'অস্তিত্ব সংকট'-এর গল্পটা জমা দিতে হবে পুষ্পাঞ্জলি-তে।''

'অস্তিত্ব সংকটও কি ডেডলাইনে হয়?' হেসে ওঠে অমলকান্তি।

-এআই

'সব হয়, স্যর,' নির্লিপ্তভাবে বলে বিপ্লব। আর, শনিবারের মধ্যে 'উল্কার আলো'-র ৪৬তম পর্ব 'দেশে বিদেশে'-তে পাঠাতে হবে। আপনি ৫০ পর্বে 'উল্কা' শেষ করবেন বলেছিলেন। সম্পাদক অনুরোধ করেছেন, ১০০ পর্ব করতেই হবে। পাঠকের ডিমান্ড।

অমলকান্তি এখন আর লেখে না, 'ডেলিভারি' দেয়। বিপ্লব একদিন বলল, 'স্যর, একটু শর্টকাট নিন। প্রথম পাতায় ঝগড়া, মাঝখানে স্মৃতি, শেষে মৃত্যু। পাঠক কাঁদবেই।'

অমলকান্তি চুপ করে থাকে। রাঁধতে না পারলেও রেসিপিটা বিপ্লব শিখে নিয়েছে পুরোদমে।

তারপর কলকাতা সাহিত্য সম্মেলন। বড় অডিটোরিয়াম। স্টেজে অমলকান্তি। পাশে চারজন নামজাদা সাহিত্য সমালোচক, যাদের মুখ দেখে মনে হয় জন্ম থেকে হাসেনি কখনও।

অমলকান্তি বক্তৃতা দিচ্ছিল— 'সাহিত্য মানুষের অন্তর্জগতের অনুসন্ধান...'। হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় এক তরুণী। চোখে বড় ফ্রেমের চশমা। হাতে 'অস্থির দিনযাপন'-এর পুরোনো কপি। বলে, ''একটা প্রশ্ন ছিল। আপনি এখন এত লিখছেন। কিন্তু 'অন্ধ শর্বরী'-র মতো গল্প আর লিখতে পারছেন না কেন? 'অস্থির দিনযাপন'-এর মতো উপন্যাসও না।''

সবাই অবাক তার স্পর্ধা দেখে। এক সমালোচক চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন— 'এটা ষড়যন্ত্র!' পিছন থেকে কেউ বলে উঠল, 'সাহিত্যদ্রোহী!'

মেয়েটি ভয় পেল। অমলকান্তি কিন্তু হাসল। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কী?'

'ঈশিতা,' সে জানায়।

'তুমি কি বলছ আমার এখনকার লেখা খারাপ?' অমলকান্তি বলে।

ঈশিতা একটু ভেবে বলল, 'খারাপ না। কিন্তু... কোয়ান্টিটি ডমিনেটস কোয়ালিটি। আগে আপনার গল্প পড়ে মনে হত আপনি লিখছেন, কারণ না লিখলে বাঁচবেন না। এখন মনে হয় ডেডলাইন আছে।'

হলঘর চুপ। একজনের বাদামের ঠোঙা পড়ার শব্দও শোনা গেল। অমলকান্তির মনে হল কেউ তাকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়েছে।

বাড়ি ফিরে একটাও কথা বলেনি অমলকান্তি। মধুরিমা চা নিয়ে বসল। 'মেয়েটা কিন্তু ভুল কিছু বলেনি,' মধুরিমা বলে।

অমলকান্তি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'আমি যে কখন কনটেন্ট সাপ্লায়ার হয়ে গেলাম...'

পরদিন বিপ্লবের ফোন, 'স্যর, কাল রোমান্সের ডেলিভারি!'

অমলকান্তি বলল, 'আমি লিখব না ঠিক করেছি।'

বিপ্লব হতবাক। 'এডিটর যে সুইসাইড করবে!'

'করুক। তবু সাহিত্য বাঁচুক,' নির্লিপ্ত স্বরে বলে ফোনটা কেটে দেয় অমলকান্তি।

সম্পাদকরা প্যানিক করতে থাকল। একজন হোয়াটসঅ্যাপে লিখল, 'দাদা, অন্তত একটা ছোটগল্প দিন। চরিত্র না থাকলেও চলবে।'

পাঠকরাও যারপরনাই ক্ষুব্ধ। ফেসবুকে পোস্ট হল—'অমলকান্তি দায়িত্বজ্ঞানহীন।' 'নিশ্চয়ই ওটিটি সিরিজ লিখছে', এমনও বলল কেউ।

খ্যাতির মধ্যগগনে থাকা অমলকান্তির হঠাৎ লেখালেখি থেকে ছুটি নেওয়ার সম্ভাব্য কারণ নিয়ে নিউজ চ্যানেলে সন্ধ্যাবেলায় ঘণ্টা দেড়েক চর্চা করল কিছু বিদ্বজ্জন। কোনও কোনও বাংলা চ্যানেল আবার ঈশিতাকে খুঁজতে বেরোল। কিন্তু পাওয়াই গেল না তাকে।

বিপ্লব কেঁদে মধুরিমাকে বলল, 'বৌদি, আমার ইএমআই আছে!'

কিন্তু অমলকান্তি অদৃশ্য। সে সকালে হাঁটে। লোকাল ট্রেনে চড়ে। অচেনা জায়গায় চায়ের দোকানে বসে মানুষের কথা শোনে। আর ভাবে।

একদিন মধুরিমা দেখে অমলকান্তি একটা খাতা খুলে বসেছে। মলাটের ওপরে লেখা-- 'ঊষার আলো'।

মধুরিমা অবাক। 'নতুন উপন্যাস?'

অমলকান্তি ধীরে বলে, ''হয়তো 'অন্ধ শর্বরী'-র না-লেখা পরের অংশটা।''

'কতদিন লাগবে?' মধুরিমা শুধোয়।

'জানি না। হয়তো তিন বছর। হয়তো পাঁচ।'' এ যেন পুরোনো অমলকান্তি।

মধুরিমা হেসে বলল, 'তাহলে আবার আমরা গরিব হব।'

অমলকান্তিও হাসল। 'হই খানিকটা। কিন্তু এবার অন্তত নিজের কাছে ধরা পড়ব না।'

এর পরের কয়েক মাসে সাহিত্য মহলে নানা গুজব। কেউ বলল, অমলকান্তি হিমালয়ে গেছে। কেউ বলল, সে গোপনে ইংরেজিতে লিখছে। একজন তরুণ কবি পোস্ট করল, 'মূলধারার সাহিত্য অমলকান্তিকে গ্রাস করেছে।' এই পোস্টে ৪৮৭টা লাইক পড়ল, যদিও কবির নিজের কবিতায় সাধারণত তিনটে লাইক পড়ে-- একটা তার নিজের, একটা তার প্রেমিকার, একটা ভুল করে।

নৃপেন দে একদিন এলেন অমলকান্তির বাড়িতে। তিনি এখন মস্ত প্রকাশক। নরম গলায় বললেন, 'জানো, তোমার প্রথম বই ছাপার সময় ভাবিনি তুমি এতদূর যাবে। একটা কথা বলি?'

অমলকান্তি তাকায়। নৃপেনবাবুর প্রতি তার একটা সফট কর্নার আছে।

'তোমার এখনকার বইগুলোর খুব বিক্রি। কিন্তু 'অস্থির দিনযাপন' এখনও মানুষ বুক-শেলফে আলাদা করে রাখে।' বললেন নৃপেনবাবু।

এমন কথা আজকের অমলকান্তিকে কেবল একজনই বলতে পারে নির্দ্বিধায়। অমলকান্তি হেসে ফেলে। 'তাহলে বুঝি এখনও দেরি হয়নি...'

নৃপেনবাবু বলেন, 'সত্যিকারের লেখকের কখনও দেরি হয় না। শুধু ডেডলাইন মিস হয়।' দুজনেই হেসে ওঠে।

রাতে অমলকান্তি আবার খাতা খুলল। অনেকক্ষণ ধরে শুধু একটা লাইন লিখল। তারপর কাটল। আবার লিখল। আবার কাটল। মধুরিমা পাশ থেকে বলল, 'এই তো, তুমি আবার আগের মতো হয়েছ।' তার গলায় স্বস্তি। 'কিন্তু জানো তো, ঈশিতা নামে ওই মেয়েটাকে কেউ খুঁজেই পাচ্ছে না।'

অমলকান্তি মায়াময় রহস্যের হাসি হাসে। 'কে বলতে পারে, ঈশিতা হয়তো কোনও গল্পেরই চরিত্র!'

কেঁপে ওঠে মধুরিমা। গল্প? কার গল্প? কিন্তু জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থমকে যায় সে। কেন যেন জিজ্ঞেস করতে ভয় করে তার।

অমলকান্তি জানালার বাইরে তাকায়। দূরে লোকাল ট্রেনের শব্দ। কোথাও একজন ফেরিওয়ালা চ্যাঁচাচ্ছে। কোথাও কেউ আবার প্রেমে পড়ছে। কেউ হারিয়েও যাচ্ছে কোথাও-- তলিয়ে যাচ্ছে অতলে।

সে কলম তুলে আবার শুরু করল লিখতে। না, এবার আর কোনও ডেডলাইন নেই।

উত্তরের সাহিত্যিক

অম্বরীশ ঘোষ

অম্বরীশ ঘোষ আদ্যোপান্ত একজন অক্ষরকর্মী। জন্ম আলিপুরদুয়ারে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। শিক্ষকতা করেন একটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। শৈশব থেকেই সাহিত্যচর্চা শুরু, কলেজ জীবন থেকে শুরু লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনা। সম্পাদিত লিটল ম্যাগাজিন 'এক পশলা বৃষ্টি' আজ বাংলা ভাষাভাষী সকল স্থানে জনপ্রিয়। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, শিশু সাহিত্য, লোকসংস্কৃতি- সাহিত্যের নানান ক্ষেত্রেই লিখে চলেছেন প্রতিনিয়ত। প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে রয়েছে তিনটি কাব্যগ্রন্থ, তিনটি লোকসংস্কৃতি কেন্দ্রিক প্রবন্ধ, তিনটি গল্প গ্রন্থ এবং একটি শিশু-কিশোর উপন্যাস। প্রকাশিতব্য বই আরও তিনটি। শিশু-কিশোর উপন্যাসটি ইতিমধ্যেই পাঠ্য হয়েছে একাধিক বেসরকারি বিদ্যালয়ে। 'এক পশলা বৃষ্টি' পত্রিকার একুশটি সংখ্যা এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে প্রান্তীয় উত্তরের বরেণ্য সংখ্যা, নিম্নবর্গের কণ্ঠস্বর সংখ্যা, কিন্নরদের কলমে বিশেষ সংখ্যা, দুই বাংলার সাক্ষাৎকার সংখ্যা, স্থান নাম সংখ্যা বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়েছে। ভারত বিচিত্রা, কবি সম্মেলন, আবার বিজল্প, হ্যালো টেস্টিং, গুহালিপি, মল্লার পদ্য, দাগ, প্রবাহ তিস্তা তোর্ষা, বিবর্তন, বকলম, দৃশ্যমুখ, বিনিদ্র প্রভৃতি অসংখ্য পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লিখে চলেছেন। ঝুলিতে রয়েছে আজকাল সেরা পত্রিকা সম্মান, অভিজয়ন্তিকা সেরা পত্রিকা সম্মান, পদ্যবন্ধু সম্মান, বকলম সম্মাননা, কালীনী সম্মাননা, লক্ষ্মী নন্দী স্মৃতি সম্মান, নন্দন সম্মাননা, সৃজন সাহিত্য সম্মান সহ আরও অসংখ্য সম্মান ও পুরস্কার। তাঁর সাহিত্যের আড্ডাঘর আড্ডাপ্রেমীদের বিশেষ পছন্দের স্থান।

অণুগল্প

কাগজের নৌকো

জিকেল দে

রাত একটা। বছর বারোর অয়ন তখনও টেবিল ল্যাম্পের আলোয় ঝুঁকে বসে আছে। ল্যাপটপের স্ক্রিনে তার ক্লাস সিক্সের কোডিং প্রোজেক্টের কালারফুল উইন্ডো খোলা। পাশে পড়ে আছে এক ডজন খাতা আর সায়েন্স এগজিবিশনের জন্য বানানো স্মার্ট সিটির থ্রি-ডি মডেল। সুমিতা দরজার আড়াল থেকে ছেলের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ছেলেটা সকাল ছ'টায় ঘুম থেকে ওঠে, তারপর স্কুল, অনলাইন টিউশন, অলিম্পিয়াডের প্রিপারেশন আর প্রোজেক্টের পাহাড়। ওর শৈশবটা যেন কর্পোরেট ইঁদুরদৌড়ের ট্র্যাকে হারিয়ে গেছে।

পরদিন সকালে স্কুলের সায়েন্স ফেয়ারে অয়নের সেই মডেল প্রথম পুরস্কার পেল। প্রিন্সিপাল স্টেজে অয়নের হাতে ট্রফি তুলে দিলেন। অডিটোরিয়ামে করতালির ঝড়। সুমিতা আর ওঁর স্বামী গর্বে হাততালি দিলেন। অয়নের মুখেও চওড়া হাসি।

স্কুল থেকে ফেরার পথে হঠাৎ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। জলপাইগুড়ির চেনা রাস্তা নিমেষে জলে ভেসে গেল। ট্রফিটা শক্ত করে বুকে চেপে ধরে অয়ন গাড়ির কাচ দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে। রাস্তার ধারে দুটো বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে। গায়ে ভেজা জামা, পায়ে জুতো নেই। কোনও আধুনিক স্কুলের সিলেবাসের ভারও তাদের পিঠে নেই। কিন্তু হাতে আছে একটা কাগজের নৌকো। বৃষ্টির ঘোলা জলে তারা পরম আনন্দে সেই নৌকোটা ভাসিয়ে দিচ্ছে, আর হাততালি দিয়ে খিলখিল করে হাসছে। অয়নের চোখ দুটো কেমন চকচক করে উঠল। সে মায়ের হাতটা টেনে নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা মা, এই কাগজের বোটটা কীভাবে বানায়?'

সুমিতা ছেলের দিকে তাকালেন। তার ছেলে প্রোজেক্টের 'স্মার্ট সিটি' বানাতে পারে, কিন্তু একটা কাগজের নৌকো বানাতে জানে না। সুমিতা আলতো করে ছেলের মাথাটা নিজের বুকে টেনে নিলেন। বৃষ্টির শব্দের মাঝে তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, আধুনিক শিক্ষার এই উজ্জ্বল আলোতেও কোথাও একটা মস্ত অন্ধকার রয়ে গেছে।

জীবনের মাঠে

উৎপল সরকার

পড়ন্ত বিকেল। মায়া টকিজের পাশে বিএম ক্লাবের মাঠের কোনায় লম্বা ঘাসগুলো দুলছে হালকা হাওয়ায়। বহু বছর পর নিজের শহর আলিপুরদুয়ারে ফিরেছে ইশান। কলকাতায় বেসরকারি চাকরির ব্যস্ততায়, দূরের জীবনে, এই মাঠটাকে সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। তবু আজকে মন আপনাআপনি তাকে এখানে টেনে এনেছে। মাঠের এক কোণে ডিউস বলে কয়েকজন কিশোর ক্রিকেট খেলছে। বলটা গড়িয়ে এসে ইশানের পায়ের কাছে থামল। সে বল তুলে ছুড়ে দিতেই ছেলেগুলোর একজন হেসে বলল, 'দাদা, খেলবে নাকি?' ইশান একটু থমকে গেল। কতদিন ব্যাট হাতে নেয়নি! তবু অদ্ভুত টানে এগিয়ে গেল। খেলা শুরু হল। প্রথম কয়েকটা বলে একটু অস্বস্তি, তারপর ধীরে ধীরে পুরোনো ছন্দ ফিরে এল। ব্যাটে বল লাগতেই টক করে যে শব্দ উঠল, তা যেন তার শৈশব ও কৈশোরের দরজা হাট করে খুলে দিল। হঠাৎ মনে পড়ল, এই মাঠেই সে একসময় স্বপ্ন দেখত— বড় খেলোয়াড় হবে, রেলে প্লেয়ার্স কোটায় সরকারি চাকরি করবে।

খেলা শেষ হলে ছেলেটি বলল, 'দাদা, তুমি তো দারুণ খেল! এতদিন কোথায় ছিলে?' ইশান মৃদু হেসে বলল, 'এই মাঠেই ছিলাম... শুধু একটু দূরে সরে গিয়েছিলাম।' সূর্য ডুবতে শুরু করেছে। আকাশে লালচে আলো। ইশান অনেকক্ষণ চুপচাপ একা দাঁড়িয়ে ভাবছিল। সব স্বপ্ন পূরণ না-ও হতে পারে, কিন্তু কিছু জায়গা মানুষকে নিজের মতো করে আগলে রাখে। সেদিন বাড়ি ফেরার পথে তার মনে হল, কখনো-কখনো ফিরে আসতে পারাটাই সবচেয়ে বড়।

১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান। কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে।
ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com

কবিতা

ছায়ানীল অরণ্যের দেশে

রানা সরকার

এই নৈঃশব্দ্য, ছায়া নিবিড় রাত্রির প্রহর জাগে আরণ্যক বিলাপে-
এখানে শিউলির চেনা গন্ধ ছড়িয়েছে এতকাল দূর বিভুঁইয়ের কোণে;
কুঁড়িরা ঝরে আছে প্রয়াত বেলায় শীতল বনবিতানের পথে-
এখানে দূষণ ছুঁয়ে আছে মনোমোহনার একাকি ভুবনে।

বনস্থলির কথায় অচেনা মোহ নিশ্চুপ কখনও ফেরে বিষাদ বিকেলে-
পর্যটনী বেলায় রাজাভাতখাওয়া স্টেশনে সকৌতুক সিগন্যাল থেমে থাকে-
অযত্নের সন্ধ্যা মালতী বহুকাল নির্বাসনে এখন, তিমির আঁধার সকরুণ বন্দি রেখেছে এক নজর মিনার-
এখানে প্রজাপতি উড়ন্ত ঘুড়ির মতো উড়ে যায় চিরায়ত অনিশ্চিত খেয়ালে।

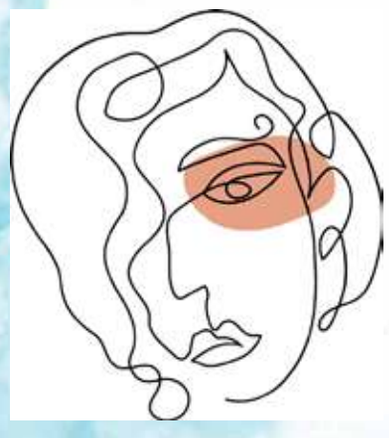

এই পান্থনিবাস থেকে বার্তা ফেরে, নীলবর্ণের ট্রেন আড়ালে দাঁড়ায় এসে রুগ্ন স্টেশনে;
যুদ্ধ শেষে, শ্বেতশুভ্র নিশান উড়েছিল একদিন-
একদিন প্রতিপক্ষ যুদ্ধবাজ রাজার সঙ্গে কোচ রাজের যুদ্ধ হয়েছিল তুমুল;
যুদ্ধের স্মারক, বার্তা সহ সন্ধির কথায় আজও উজ্জ্বল, প্রেক্ষাপটে ধ্বংস ছিল দৃশ্যত নির্ভুল।

এখানে পান্থশালায় সারারাত হ্যালোজেন জ্বলে নিভে, কুয়াশায় মগন থাকে লুপ্ত বন্দর-
এই সন্ধিস্থলে পরম আহারের অবশিষ্ট কিছু বুনো মাদকতায় প্রোথিত ছিল এতকাল!
লোক বিশ্বাসে বনদেবতা তুষ্ট এখানে, এই সানুদেশে ঘুমিয়ে আজ দরাজ অন্তর;
এখানে প্রান্তিক নিবিড়তায় ভাত উৎসবে ব্যাপ্ত কোলাহল এগিয়েছে, ছুঁয়েছে বহু দূর।

সহস্র বছর শেষে লোকশ্রুত আজও গল্প গাথায় যুদ্ধের কথা, বিরল প্রহরকে কাঁপিয়ে দেয় নিবিষ্ট দুপুরে-
দিনের মধ্যাহ্নে ভোজনের পর্ব জুড়ে উল্লসিত জনতা শান্তির সপক্ষে এঁকেছিল স্মারক এক বিমুগ্ধ প্রহরে...
যুদ্ধের কাহিনী জুড়ে আজও বনাঞ্চলে উদ্ধত মশাল জ্বলে, বিন্যস্ত ফসলের খেত ছেড়ে দাঁতাল হাতিরা সরেছে দূরে-
মাঝরাতে ডাউন ট্রেনের কামরা বন্যজ্যোৎস্নার মুখোমুখি, প্রবাসের যাত্রীরা এইভাবেই ফিরে আসে প্রমোদ সফরে।

আজও এক ভাত উৎসবের গন্ধ ফেরে চেনা এই আরণ্যক প্রবাসে, অন্তহীন আহ্লাদ প্রকট হয় ছায়া নিবিড়ে-
জয়ন্তীর পথে রাজাভাতখাওয়ার নীরব পথ মরু আগন্তুকের বিস্ময় নিয়ে পথ ভাঙে জন-বিজ্ঞানের দেশে-
মধ্য রাতের বর্ণময় ট্রেনটি এগোয়নি অন্যত্র কোথাও, রেলের সজাগ কামরায় মৃদু কণ্ঠের বোহেমিয়ানের সুর ভাসে অজানা গভীরে।
দুরন্ত ট্রেনের শব্দ রাত্রির কাছে ফিরেছে বারংবার, রেল সড়কের ইতিবৃত্ত জেগে আছে হারানো অতীতে।

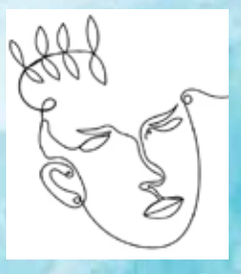

সিন্ধু সভ্যতা আর মাধবীলতা

আজিজুল হক

একটা বিরাট স্থাপত্যের ভগ্নস্তূপে আমার বাস,
সিন্ধু সভ্যতার স্নানাগারে স্নান সেরে
আর্যপুত্র তখন শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় অবাধ উন্মত্ততায় ভাঙছে প্রাচীন সৌধগুলো,
ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে আমার অতীত।
প্রশ্বাস আর নিঃশ্বাসের ব্যবধানে
যেখানে পরাগরেণুর মতো ভেসে বেড়াচ্ছে
অগণিত দৃশ্যপট...
দূরে দাঁড়িয়ে বাবরের মাথায় হাত বুলিয়ে হাসছে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।
আমি এক বিরাট স্থাপত্যের বাসিন্দা
যার প্রতিটি ইটের দেয়াল ও চুন সুর্কির স্পর্শগুলো তো বটেই
এমনকি তার গা ছুঁয়ে যাওয়া বৃষ্টিফোঁটা ও রোদন ভরা বসন্তও
মাধবীলতাকে চেনে।
ঝরে পড়া আমার অতীত
ক্রমশ স্তূপের আকার নিচ্ছে একপাশে,
স্থবির হয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে মাধবীলতার অবয়ব,
মিছিল চলছে তখন দাঙ্গা কবলিত এলাকায়!

কলঙ্ক

মাল্যবান মিত্র

একদিন, একটি কবিতা
জন্মদাতা কবিকে খুন করল।
খবরটা প্রথম ছাপা হয়েছিল
একটি অন্ধ প্রজাপতির ডানায়।
সকাল থেকে শহরের সব ঘড়ি
উলটো দিকে রক্তক্ষরণ করতে লাগল,
আর অভিধানের ভেতর
শব্দেরা ধর্মঘট ডাকল।
অভিযোগ—
কবি নাকি বাস্তবতার সঙ্গে প্রতারণা করেছে।
বিচারসভায় হাজির করা হলো কবিতাটিকে।
তার শরীরজুড়ে কালি নয়,
জন্মদাগের মতো জ্বলছিল কিছু নক্ষত্র।
বিচারক জিজ্ঞেস করলেন—
'কলঙ্ক কার?'
কবিতা হাসল।
তার হাসি থেকে ঝরে পড়ল
কয়েকটি মৃত সভ্যতা,
একটি অসমাপ্ত চুম্বন,
আর একটি ঈশ্বরের ভাঙা মুখোশ।
তারপর সে ধীরে বলল—
'কবি আমাকে লেখেনি।
আমিই বাধ্য করেছি লিখতে।'
সেদিন থেকে
কেউ আর জানে না—
কবিতাটির কলঙ্ক ছিল,
নাকি কলঙ্কেরই একটি কবিতা ছিল।

পৃথিবীর পাঠশালা

মাথায় আঘাত পেয়ে সংগীতজ্ঞ

ডেরেক আমাতো নামের এক ব্যক্তি জীবনে কোনওদিন পিয়ানো বাজাতে জানতেন না। একদিন সুইমিং পুলের অগভীর জলে ঝাঁপ দিয়ে তিনি মাথায় প্রচণ্ড চোট পান। হাসপাতাল থেকে ফিরে তিনি যখন এক বন্ধুর বাড়িতে পিয়ানো দেখেন, তখন হঠাৎ তাঁর আঙুলগুলো জাদুর মতো পিয়ানোর রিডের ওপর চলতে শুরু করে। তিনি কোনও গানের স্বরলিপি না জেনেই নিখুঁতভাবে জটিল সব সুর বাজাতে থাকেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানে একে অ্যাকোয়ার্ড স্যাভেন্ট সিনড্রোম বলা হয়। মাথায় চোট লাগার পর মস্তিষ্কের এক অজানা অংশ খুলে গিয়ে তিনি হঠাৎ এক মহান সংগীতজ্ঞে পরিণত হন।

নুড়ি পাথরের বিশাল রাজপ্রাসাদ

ফ্রান্সের এক সাধারণ পোস্টম্যান ফার্দিনান্দ শেভাল প্রতিদিন চিঠি বিলি করতে গিয়ে রাস্তা থেকে অদ্ভুত সুন্দর নুড়ি পাথর কুড়িয়ে পকেটে ভরে আনতেন। টানা তেত্রিশ বছর ধরে তিনি চিঠি বিলির পর রাতে বাড়ি ফিরে সেই পাথরগুলো দিয়ে নিজের বাগানে এক বিশাল এবং অপরূপ সুন্দর প্রাসাদ তৈরি করেন। তিনি কোনও স্থপতি ছিলেন না, তবুও তাঁর বানানো ওই প্রাসাদে হিন্দু মন্দির থেকে শুরু করে আরবের মসজিদের নিখুঁত ছোঁয়া ছিল। একজন সাধারণ মানুষের একা হাতে তৈরি এই আশ্চর্য প্রাসাদ আজ ফ্রান্সের অন্যতম বড় পর্যটনকেন্দ্র।

নিজের শরীরে বন্দি জীবন

দক্ষিণ আফ্রিকার বারো বছরের কিশোর মার্টিন হঠাৎ এক অজানা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে কোমায় চলে যায়। ডাক্তাররা বলেন তার মস্তিষ্কের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, দু'বছর পর তার জ্ঞান ফেরে, অথচ সে শরীর নাড়াতে বা কথা বলতে পারত না। সে তার চারপাশে ঘটা সবকিছু শুনতে এবং বুঝতে পারত, কিন্তু কাউকে তা বোঝাতে পারত না। টানা বারো বছর ধরে সে আক্ষরিক অর্থেই একটি জ্যান্ত লাশের মতো নিজের শরীরে বন্দি ছিল। অবশেষে চোখের সূক্ষ্ম নড়াচড়া দেখে এক নার্স বুঝতে পারেন যে মার্টিন বেঁচে আছে।

লোভ দেখিয়ে বিশাল জালিয়াতি

বিশ শতকের শুরুতে আমেরিকার চার্লস পঞ্জি নামের এক ব্যক্তি সাধারণ মানুষকে লোভ দেখিয়েছিলেন যে, তাঁকে টাকা দিলে নব্বই দিনে সেই টাকা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। প্রথম দিকের কিছু মানুষকে তিনি সত্যিই টাকা দ্বিগুণ করে ফেরত দেন। এই খবর ছড়িয়ে পড়লে লাখ লাখ মানুষ তাদের সারাজীবনের সঞ্চয় পঞ্জির হাতে তুলে দেন। আসলে তিনি কোনও ব্যবসাই করতেন না, নতুন লোকেদের টাকা দিয়ে পুরোনো লোকেদের ধার মেটাতেন। কয়েক মাসের মধ্যে এই বিশাল জালিয়াতির চক্র ভেঙে পড়ে। তাঁর নামেই আজ বিশ্বে পঞ্জি স্কিম কথাটি চালু আছে।

নেপালে পালাতে পারেন অভিষেকের আপ্তসহায়ক

উত্তরেও সুমিতের খোঁজ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ জুন : উত্তরবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের 'ত্রাতা' সুমিত রায় এখন ফেরার। যে নেতার হাত ধরে কলকাতার ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তর পর্যন্ত অনায়াসে পৌঁছে যেতেন উত্তরবঙ্গের বহু জেলা স্তরের নেতা, সেই সুমিত এখন বেপাত্তা।

শনিবার ভোর থেকে অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিতের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছে পুলিশ। দলের অন্দরের খবর, উত্তরবঙ্গ এবং কলকাতার ক্যামাক স্ট্রিটের মধ্যে এক অদৃশ্য অথচ অত্যন্ত মজবুত সেতু ছিলেন এই সুমিত।

বালি-পাথর পাচার থেকে শুরু করে গোরু পাচারের সমস্ত হিসাব, সব কিছুই সুমিতের মাধ্যমে হয়ে এসেছে বলে অভিযোগ। উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলার জেলা সভাপতি থেকে শুরু করে ব্লক স্তরের বহু তৃণমূল নেতার সঙ্গে তাঁর 'দহরম-মহরম' ছিল।

অভিযোগ, টিকিট পাওয়া, সংগঠনে পদ ধরে রাখা, সব কিছুর জন্যই উত্তরবঙ্গের একটা বড় অংশের তৃণমূল নেতার একমাত্র ভরসা ছিলেন এই ব্যক্তি। তবে জাহাঙ্গিরের মতো সুমিতও নেপালে গা-ঢাকা দিয়েছেন কি না, তাঁকে নেপালে যেতে উত্তরবঙ্গের কোনও তৃণমূল নেতা সহযোগিতা করেছেন কি না, পুলিশ সেসব খতিয়ে দেখছে। তবে, এদিন সকাল থেকে পুলিশ সুমিতের খোঁজ শুরু করায় উত্তরবঙ্গের অনেক তৃণমূল নেতা-নেত্রীই আতঙ্কে রয়েছেন।

■ অভিষেকের সঙ্গে নেতাদের মধ্যস্থতাকারী ছিলেন সুমিত
■ বালি-পাথর থেকে গোরু, মোষ পাচারের কাটমানি সুমিতের কাছে ক্যামাক স্ট্রিটে পৌঁছাত
■ সুমিত নেপালে পালাতে পারেন, সন্দেহ পুলিশের

গত ছয়-সাত বছরে তৃণমূলের রাশ যেভাবে ধাপে ধাপে অভিষেকের হাতে এসেছে, ঠিক সেসময়েই সুমিত দলের অন্দরে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন।

উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলার জেলা সভাপতি, জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে অভিষেকের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করতেন সুমিত। জেলার নেতাদের অনেকে সময়মতো ক্যামাক স্ট্রিটে এই সুমিতের কাছে সেলামি পৌঁছে দিতে হয়েছে বলে অভিযোগ। শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি থেকে উত্তর দিনাজপুর, উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলার একাধিক নেতা-নেত্রী সুমিতের নির্দেশকে অভিষেকের নির্দেশ বলেই ধরে নিয়ে কাজ করেছেন। সুমিতের আবদার মেটাতে তাঁরা কলকাতায় ছুটে গিয়েছেন। আবার অভিষেকের সঙ্গে একটু কথা বলার জন্যও এই ব্যক্তির কাছেই কাকুতিমিনতি করতে হত বলে খবর।

অভিযোগ, শিলিগুড়ি মহকুমা সহ উত্তরবঙ্গের জেলায় জেলায় বালি, পাথর পাচার, উত্তরবঙ্গ হয়ে গোরু, মোষ পাচারের কারবারের কাটমানির হিসাবও সুমিতের মাধ্যমেই যথাস্থানে পৌঁছে যেত। জেলার নেতারা মাসে ৫০ লক্ষ টাকা নিলে সেখান থেকে ৪০ লক্ষ টাকাই ক্যামাক স্ট্রিটে পৌঁছে দিতে হয়েছে বলে অভিযোগ। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা ভোটে কোচবিহারের এক নেতাকে প্রার্থী করার নামে এক কোটি টাকা নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। যদিও পরবর্তীতে ওই নেতা আর টিকিট পাননি, টাকাও ফেরত পাননি বলে অভিযোগ।

দলের উত্তরবঙ্গে অভিষেক-ঘনিষ্ঠ এক তৃণমূল নেতার কথায়, 'জেলায় কে দলের পদ পাবেন, জেলা পরিষদ থেকে পঞ্চায়েতে কে টিকিট পাবেন, কে পদাধিকারী হবেন, সবটাই সুমিত নিয়ন্ত্রণ করতেন। তবে উনি সবসময় গিভ অ্যান্ড টেক পলিসিতে কাজ করেছেন। এমনকি বালি-পাথর সহ সমস্ত পাচারের ঘটনায় কোনও পুলিশ বাধা দিলে তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়টিও সুমিতের মাধ্যমেই হয়েছে।'

পুলিশের একাংশ মনে করছে, ফলতার জাহাঙ্গির খানের মতো সুমিত রায়ও নেপালে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারেন। সেটা যেমন তদন্ত করে দেখা হচ্ছে, পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের কোনও তৃণমূল নেতা তাঁকে নেপালে পালাতে সাহায্য করেছেন কি না, সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

আকাশছোঁয়ার রূপকথা

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ১৩ জুন : উত্তরবঙ্গ মানেই বঞ্চনা আর পিছিয়ে পড়া, এই চেনা ধারণাটাকেই কার্যত এক ফুঁ-এ উড়িয়ে দিলেন কোচবিহারের দেবাশিস রায়। তল্লিগুড়ি গ্রামের এক সাধারণ কৃষক পরিবারের ছেলে আজ ভারতীয় বায়ুসেনার গর্বিত ফ্লাইং অফিসার। শনিবার হায়দরাবাদের এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমি থেকে সাফল্যের সঙ্গে পাশ করার পর দেবাশিসের মাথায় যখন অফিসার পদের টুপি উঠল, তখন গর্বে ও আনন্দে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি বাবা বিক্রম রায়।

চাষবাস করেই সারাজীবন কাটিয়ে দিয়েছেন বিক্রমবাবু। তাঁর সর্বোচ্চ স্বপ্ন ছিল, ছেলে অন্তত সেনাবাহিনীর একটা চাকরি পাক। খাকি উর্দির বাইরে আকাশছোঁয়া নীল উর্দির স্বপ্ন দেখার সাহস বা সুযোগ, কোনওটাই তাঁর ছিল না। হায়দরাবাদ থেকে আবেগঘন গলায় তিনি জানালেন, তল্লিগুড়ি হাইস্কুলের বরাবর ফার্স্ট বয় দেবাশিস পড়াশোনার পাশাপাশি বাবার সঙ্গে জমিতে চাষের কাজও করত। এরপর শিলিগুড়ি কলেজে ভূগোল নিয়ে পড়ার পর শুরু হয় আসল লড়াই। আশ্চর্যের বিষয় হল, দেবাশিস প্রথমে বায়ুসেনায় একজন সাধারণ 'এয়ারম্যান' হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য ছিল আরও উঁচুতে। তাই এয়ারফোর্স কমন অ্যাডমিশন টেস্ট ক্র্যাক করে আজ তিনি সোজা ফ্লাইং অফিসার। এই কঠিন লড়াইয়ে রাত

জেগে পড়ার ব্যাপারে স্ত্রী অনুশ্রী যেভাবে দেবাশিসকে অবিরাম উৎসাহ জুগিয়েছেন, তা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করেন শ্বশুর বিক্রম।

বংশে বা গোটা গ্রামে এই প্রথম কেউ বায়ুসেনার পাইলট হলেন। এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমি থেকে পাশ করা ২০০ জন ক্যাডেটের মধ্যে নিজেদের গ্রামের দামাল ছেলেটিকে নিয়ে এখন রীতিমতো উৎসবে মেতেছে গোটা তল্লিগুড়ি। এবার থেকে গ্রামের মাথার ওপর দিয়ে নীল আকাশ চিরে কোনও বিমান গেলেই দেবাশিসের মায়ের হয়তো মনে হবে, ওই বুঝি আমার ছেলে যাচ্ছে! আপাতত গ্রামের আকাশছোঁয়া হিরোর ছুটিতে বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় দিন গুনছেন সকলে।

পদ্মে ঠাঁই নয়

প্রথম পাতার পর

বাংলার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দলের রাজ্য শাখাকে জানিয়ে দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভোটে তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যান করার পর ওই দলের নেতাদের সরাসরি গ্রহণ করলে জনমনে ভুল বার্তা যেতে পারে। বিদ্রোহী সাংসদরা এনডিএ-র অংশ হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয় ও সাংগঠনিক অবস্থান আলাদা থাকবে। ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংশ্রব ত্যাগ করলেও বিদ্রোহী ও পদত্যাগীদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় মোড়া।

বরং বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদের কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতি, প্রশাসনিক অনিয়ম বা অন্য কোনও অভিযোগ থাকলে এবং তা আইনের চোখে প্রমাণিত হলে তাঁদের কোনও বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে কাম্য নয়। আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে। তবে সুখেন্দুশেখরকে তাঁর প্রশাসনিক ও সাংসদীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোনও কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। প্রকাশ চিকবড়াইককে চা শিল্প সংক্রান্ত কোনও কমিটি বা বোর্ডের দায়িত্ব দেওয়ার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বারবার ফোন করা হলেও সুদীপ সাড়া দেননি। ফলে তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া জানা সম্ভব হয়নি। তবে কড়া ভাষায় লোকসভায় তৃণমূলের প্রাক্তন দলনেতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেওয়ার পাশাপাশি মমতার ওপর অভিমান প্রকাশ করেছেন দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। কলকাতায় তিনি শনিবার বলেন, 'এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাপ্য পাওনা ছিল। এই ধরনের জিনিসপত্রকে তিনি মাথায় করে রেখেছিলেন। তাপস রায়কে চলে যেতে হয়েছিল সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য।'

শারীরিক অসুস্থতার কারণে সম্প্রতি রাজনীতিতে খুব সক্রিয় ছিলেন না সুদীপ। কুণালের মতে, অনেকের আপত্তি না শুনে নেত্রী সুদীপকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে গুরুত্বপূর্ণ পদ দিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, 'মানুষ হিসেবে তাপস রায় ভালো। আমি বলেছিলাম বলে আমাকে সাসপেন্ড করে দিয়েছিলেন। আজ দেখুন কে ভালো, কে খারাপ। দু'দিন আগে ফোন করে বলেছি, দিদির বাড়িতে সিআইডি গিয়েছে, তুমি কোথায়? আমাকে বললেন, নয়না যাচ্ছেন।' কুণাল কটাক্ষ করে বলেন, 'নয়নাদি কালীঘাটে পৌঁছাননি। বরং সুদীপদা ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়ি পৌঁছে গিয়েছেন। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় যাওয়া মানে বিজেপির বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি। শুধু একজন পরচুলওয়ালা লোক নয়, তাঁর সঙ্গে ভ্রাম্যমাণ বিউটি পার্লার পাওয়া যাবে।' সৌগত রায়ের পাশাপাশি লোকসভায় সুদীপই তৃণমূলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ মুখ। একসময় তাঁকে সরিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লোকসভার দলনেতা করা হলেও তিনি টুঁ শব্দটি করেননি।

তাঁর বিদ্রোহী শিবিরে পা বাড়ানো সেই চাপা অভিমান ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করা হচ্ছে। বিজেপিতে সরাসরি ঠাঁই না পেলেও বিদ্রোহীদের আপাতত ব্লু-প্রিন্ট হল, সোমবার লোকসভার অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করে নিজেদের 'আসল তৃণমূল' হিসেবে দাবি করা। এনডিএ-র শরিক হিসেবে তাঁরা লোকসভায় ট্রেজারি বেঞ্চের দিকে বসার জায়গা চাইবেন। দলের নাম ও প্রতীক চেয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দরজাতেও কড়া নাড়বেন তাঁরা।

তার আগে রবিবার সন্ধ্যায় ভূপেন্দ্রর বাড়িতে ফের একপ্রস্থ বৈঠক করবেন বিদ্রোহীরা। এরপর দিল্লির বঙ্গ ভবনে নৈশভোজে উপস্থিত থাকার কথা ২২ জন লোকসভা সাংসদ এবং সুখেন্দুশেখর রায় ও প্রকাশ চিকবড়াইকের মতো রাজ্যসভার পদত্যাগীদের। বৈঠক ও নৈশভোজে উপস্থিত থাকার কথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। তৃণমূলের কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র রায় বসুনিয়া এই পরিস্থিতির পুরো দায় চাপিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাড়ে।

তাঁর অভিযোগ, অভিষেকের হাতে দায়িত্ব যেতেই দলটা কর্পোরেট সংস্থায় পরিণত হয়েছে। তিনি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে চাকরের মতো ব্যবহার করেন। এই স্বৈরাচারী আচরণের জন্য সবাই ক্ষুব্ধ। রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে তাঁরা এনডিএ-কে সমর্থন করছেন বলে জগদীশের দাবি। সেই সমর্থনের বিনিময়ে তাঁদের তেমন কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা কম। বিজেপি বরং দীর্ঘদিন ধরে সংগঠনে কর্মরত এবং কঠিন সময়ে দলের পতাকা বহন করা নেতাদের অগ্রাধিকার দেওয়ার পক্ষে। সেই কারণে বিজেপির প্রাক্তন লোকসভা সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়কে রাজ্যসভায় পাঠানোর সম্ভাবনা আছে।

চারাগাছ রোপণ

শিলিগুড়ি, ১৩ জুন : শিলিগুড়ি কলেজে অধ্যাপকরা মিলে শনিবার কলেজ প্রাঙ্গণে চারাগাছ রোপণ করেন। ২০টি পেয়ারা গাছ লাগানো হয়েছে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ সুজিত ঘোষ। কলেজের অধ্যাপক বিদ্যাবতী আগরওয়াল বলেন, 'বারুইপুরের পেয়ারা গাছ লাগানো হয়েছে। ছয় মাসের মধ্যে ফলন শুরু হবে। কলেজ প্রাঙ্গণে নিম বন তৈরি করার পর অনেক পাখি আসছে। পেয়ারা গাছ বড় হলে আরও পাখি আসবে। কলেজের পরিবেশ আরও সুন্দর হবে।'

শ্লীলতাহানি

প্রথম পাতার পর

ছাত্রের কাছ থেকে এক হাজার টাকা চায়। ভয়ে ওই ছাত্র তার এক আত্মীয়ের কাছ থেকে মিথ্যা বলে অনলাইনে টাকা চায়। এরপর দুই দফায় ওই ছাত্র বিষ্ণু মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে ৩০০ ও ৭০০ টাকা আত্মীয়ের মাধ্যমে দেয়। ওই ছাত্রীর সোনার হার দুষ্কৃতীরা ছিনিয়ে নেয়।

এদিকে, ছেলে ও মেয়ে বাড়ি না ফেরায় তাদের পরিবারের সদস্যদের সন্দেহ হয়। কেননা, ছাত্রীর মোবাইলে ফোন করে যোগাযোগ করতে পারেননি বাড়ির লোকজন। শুক্রবার এনজেপি থানায় দাঁড়িয়ে ছাত্রীর মা বলেন, 'রাতে মেয়ে ফিরতে দেরি করায়, প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিয়ে আমরা ওই এলাকায় গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ শুরু করি। বিষয়টি টের পেয়ে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। না হলে আরজি কর হাসপাতালে যেমন ঘটনা হয়েছিল, তেমনটা মেয়ের সঙ্গে ঘটতে পারত। আমার মেয়ে ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে রয়েছে। এর আগেও এভাবে ভয় দেখিয়ে ওই তিনজনের বিরুদ্ধে টাকা তোলার অভিযোগ রয়েছে।' ছাত্রীর বাবা টোটো চালান। মেয়ে ফিরে এসে গোটা ঘটনাটি বলার পর এলাকার লোকজন দুষ্কৃতীদের খোঁজ শুরু করেন। তিনজন কারা সেটাও দুই পড়ুয়ার পরিবার জানতে পারে বলে খবর। ছাত্রীর পরিবার সূত্রে খবর, এক দুষ্কৃতীর কাছ থেকে তার পরিচিত একজনের মাধ্যমে ঘটনার ভিডিও জোগাড় করা হয়। ওই ছাত্রীর বাবা বলেন, 'ভেবেছিলাম নতুন সরকারের আমলে সুরক্ষা বাড়বে। কিন্তু এখনও অন্ধকার পরিস্থিতি। ওই ছাত্র আমার বন্ধুর ছেলে। আমার মেয়ের সঙ্গে ছোট থেকে পড়াশোনা করে। অভিজিৎ, বিষ্ণু ও গৌরব নামে তিনজন এই ঘটনার পেছনে রয়েছে বলে জানতে পেরেছি।'

ওই ছাত্রের মা বলেন, 'আমার ছেলের কাছ থেকে তিনজন টাকা চায়। আমার ছেলে যাতে আমার বা আমার স্বামীর বদলে অন্য কোনও আত্মীয়ের কাছে অনলাইনে টাকা জোগাড় করে দেয়, সেটা ওই তিনজনই বলে দেয়। আমার ছেলে রেস্তোরাঁয় বিলের কথা বলে আমার দিদির ছেলের কাছ থেকে অনলাইনে টাকা বিষ্ণু মণ্ডলের অ্যাকাউন্টে পাঠায়।'

বচসায় জড়ালেন কুণাল-অভিষেক

কলকাতা, ১৩ জুন : মুষল পর্ব চলছেই। বৈঠকের মধ্যেই বচসায় জড়ালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। শনিবার সন্ধ্যায় দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়রা। তাঁদের সামনেই অভিষেকের আপ্তসহায়কের খোঁজে তল্লাশির প্রশ্নে বাকবিতণ্ডায় জড়ান কুণাল ও অভিষেক। কোনওমতে থামান কল্যাণ ও মমতা। বৈঠকের পরেও তাঁদের বাদানুবাদ চলতে থাকে বলে খবর। এদিকে, বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীতে যোগ দেওয়ার গুঞ্জনের মধ্যেই যুব সভাপতি পদে সাংসদ সায়নী ঘোষকে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হল অভিনেতা অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পাশাপাশি, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জায়গায় উত্তর কলকাতা জেলা সভাপতি করা হয় কুণালকে।

এদিনই মমতাকে চিঠি দিয়ে দলের প্রাথমিক সদস্যপদ ছাড়লেন প্রাক্তন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। তিনি বলেন, 'তৃণমূলে থেকে কাজ করার সুযোগ নেই।'

সিন্ডিকেটের গ্রাসে

প্রথম পাতার পর

অলিখিত নিয়ম মেনেই করতে হত রাস্তার কাজ। সেটাই সর্বনাশের শুরু। ভয়ে এতদিন মুখ না খুললেও ক্ষমতা পরিবর্তনের পর মুখ খুলছেন উত্তরের অনেক ঠিকাদার এবং এজেন্সির আধিকারিকরা। ইতিমধ্যেই এজেন্সির আধিকারিকদের কয়েকজন মিলে দুর্নীতির প্রামাণ্য নথি একত্রিত করে কীভাবে দুর্নীতি হত তা লিখিতভাবে রাজ্য সরকারের নবগঠিত দুর্নীতি দমন বিভাগে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছেন।

তৈরির কিছুদিনের মধ্যেই কেন ভেঙে যেত রাস্তা? প্রশ্নের উত্তরে একাধিক ঠিকাদার বিস্ময়কর তথ্য দেখিয়েছেন। মজবুত ও টেকসই রাস্তা তৈরির জন্য ভালো গুণগতমানের বিটুমেন, ক্যাটনিক এবং এলডিএ-এর ব্যবহার জরুরি। রাস্তার নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে এই তিনটি উপাদান খুবই পরিচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ। ইঞ্জিনিয়াররা জানিয়েছেন, বিটুমেন বা সহজ ভাষায় যাকে পিচ বলা হয় তা রাস্তা তৈরির আসল 'আঠা' বা বাইন্ডার। রাস্তা তৈরির সময় পাথরকুচিগুলোকে একে অপরের সঙ্গে শক্ত করে ধরে রাখা এবং রাস্তাকে জলরোধী করে তোলাই এর প্রধান কাজ। ক্যাটনিক-এর বড় গুণ হল, ভেজা আবহাওয়া বা বৃষ্টির মধ্যেও পাথরের সঙ্গে খুব দ্রুত ও চমৎকারভাবে জুড়ে যায়। বিশেষ করে ভারী বৃষ্টিপ্রবণ এলাকায় বর্ষাকালে রাস্তা তৈরি বা জরুরি তাপ্পি দেওয়ার কাজে এটি অত্যন্ত কার্যকরী। এলডিএ একটি প্রযুক্তিগত উপাদান হিসেবে রাস্তা তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। বিটুমেনের সঙ্গে পাথর যেন জল পেয়ে আলগা না হয়ে যায়, তার জন্য মিশ্রণে এক ধরনের বিশেষ রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। আবার অনেক সময় মিশ্রণের ফাঁকফোকর ভরাট করতে ফিলার হিসেবেও তা ব্যবহৃত হয়, যা রাস্তার স্থায়িত্ব বাড়ায়।

ইন্ডিয়ান অয়েল, ভারত পেট্রোলিয়াম, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম- মূলত এই তিন সংস্থা থেকেই রাস্তা তৈরির ওই উপাদানগুলি কেনা হয়। এই তিন সংস্থার উপাদানগুলির গুণগতমান ভালো হিসাবেই ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু এসআরডিএ-তে কাটমানি সিন্ডিকেটের অলিখিত নিয়ম মেনে ঠিকাদারদের ওইসব উপাদান কিনতে হত কলকাতার একটি অনামী সংস্থা থেকে। সেই সংস্থার বিটুমেন বা ক্যাটনিকের গুণগতমান খারাপ হলেও দাম নেওয়া হত সরকারি সংস্থার চাইতেও বেশি। ঠিকাদারদের কাছে সেই সংস্থার কোড নেম ছিল 'এ-ওয়ান'। সূত্রের খবর, শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, গোটা রাজ্যেই এসআরডিএ'র সব প্রকল্পের যাবতীয় সরঞ্জাম বেশি দামে বাধ্যতামূলকভাবে ঠিকাদারদের কিনতে হত ওই সংস্থা থেকেই। সংস্থার অবাঙালি মালিকের সঙ্গে পঞ্চায়েত দপ্তরের এক শীর্ষস্থানীয় আমলার লেনদেনের জেরেই সর্বত্র ওই অলিখিত নিয়ম চালু করা হয়েছিল। জলপাইগুড়ির এক ঠিকাদারের কথা, 'কেউ ভালো কাজের জন্য অন্য সংস্থা থেকে বিটুমেন বা ক্যাটনিক কিনলে তার বিল পাশ হত না। নানা অছিলায় বিল আটকে দেওয়া হত। ইচ্ছে করে হয়রান করা হত। পরবর্তীতে বিলের কাগজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে সামগ্রী কেনার রসিদ জমা দিতে হত।'

অনামী সংস্থা থেকে সামগ্রী কেনায় কত টাকার হেরফের হত? কাগজকলমে হিসেব কষে তা বুঝিয়ে দেন এসআরডিএ'র এক ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর কথায়, 'পথশ্রীর এক কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করতে বিটুমেন, ক্যাটনিক এবং এলডিএ মিলিয়ে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার সামগ্রী দরকার। কলকাতার সংস্থা যে গুণগতমানের সামগ্রী সরবরাহ করে তার বাজারমূল্য খুব বেশি ধরলেও ২০ লক্ষ টাকা হবে না।' অর্থাৎ এক কিমি রাস্তা তৈরির সামগ্রীর দামেই ১০ লক্ষ টাকার হেরফের। উত্তরবঙ্গে হাজার হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরির কাজে শুধু সামগ্রী কিনতেই কত কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। রাজ্যের হিসেব ধরলে দুর্নীতির অঙ্ক আকাশছোঁয়া। আক্ষেপের সুরে ওই ইঞ্জিনিয়ার বলেন, 'এরপর ঠিকাদারদের ১০-১২ শতাংশ হারে কাটমানি দিতে হত। এভাবে টাকা বিলির পর ঠিকাদাররা নিজেদের মুনাফা রাখত। ফলে কোনওভাবেই রাস্তার মান ভালো হওয়া সম্ভব নয়।'

চক্রব্যূহে অভিষেক

প্রথম পাতার পর

পাইয়ে দেওয়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকা নিয়েছিলেন অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত। শুক্রবার মধ্যরাতে সুমিতের মোবাইলের লাস্ট লোকেশন অভিষেকের বাড়ির আশপাশে দেখাচ্ছিল বলে পুলিশের দাবি।

সেই সূত্র ধরে রাত তিনটে নাগাদ কেন্দ্রীয় বাহিনী সঙ্গে নিয়ে কালীঘাটে পৌঁছায় শালবনি থানার পুলিশ। দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকির পরও আবাসনের গেট না খোলায় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে ডেকে ভাঙা হয় গেট। অভিষেকের ফ্ল্যাটের দরজাও ভেঙে ঢোকে পুলিশ। এই হানার খবর পেয়ে সাতসকালে ছুটে যান তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তল্লাশি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। যদিও প্রায় দেড় ঘণ্টার তল্লাশিতে সুমিত বা কোনও নথির হদিস মেলেনি। তল্লাশি পর্বের ভিডিও রেকর্ড করা হয়েছে জানিয়ে অভিষেকের চাঁছাছোলা চ্যালেঞ্জ, 'কিছু পেয়েছে কি না পুলিশকেই জিজ্ঞাসা করুন।' এই পুলিশি অভিযান নিয়ে ফের তৃণমূলের অন্দরের ফাটল প্রকট হয়েছে। সাংসদ সাগরিকা ঘোষ একে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও অপারেশন লোটাস আখ্যা দিলেও দলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন সুমিতের বিরুদ্ধে। রাজ্যসভার তৃণমূলের উপ দলনেতা সাগরিকা ঘোষের অভিযোগ, 'এই অভিযান মানসিক নির্যাতন ও ভয় দেখানোর চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। যাঁরা বিজেপির সামনে মাথা নত করছেন না, অপারেশন লোটাসের নামে তাঁদের নিশানা করা হচ্ছে। প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও ষড়যন্ত্রমূলক এই আচরণকে ধিক্কার।' তবে কুণালের বক্তব্য, 'পুলিশ সুমিতের কান ধরে টেনে আনুক, এঁরা পার্টির বারোটা বাজিয়েছেন।' ক্যামাক স্ট্রিট তাঁর কাজ পছন্দ করত না এবং তিনি তেল মারতে যাননি বলে কুণাল কটাক্ষ করেন। বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের আবার হুঁশিয়ারি, দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত কাউকেই ছাড়া হবে না। অভিষেককে একের পর এক মামলায় ঘিরে আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চাপে রাখার চেষ্টা বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু পুলিশ, সিআইডি, সিবিআই বা ইডি নয়, অভিষেককে তলব করেছে ত্রিপুরার একটি আদালতও। ২০২১ সালে ভোট পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরার খোয়াই থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। সেই মামলায় অভিষেককে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে খোয়াই আদালত। আবার বেআইনি নির্মাণ নিয়ে কলকাতা পুরসভার নোটিশের খাঁড়া ঝুলছে তাঁর ঘাড়ে। তৃণমূলের মধ্যে বিদ্রোহীদের নিশানাতেও তিনি। তৃণমূলের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, অভিষেকের প্রতি তৃণমূল নেত্রীর 'অন্ধ ভালোবাসা' দলের বিপদ বাড়িয়ে তুলেছে।

ডাম্পিং গ্রাউন্ডে বিকল্প

প্রথম পাতার পর

বিগত বাম পুর বোর্ডের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মুকুল সেনগুপ্তের পরামর্শ, 'ওইসময় আমরা বিকল্প হিসেবে পুঁটিমারিতে ২২ একর জমি কিনেছিলাম। সেটা ব্যবহার করা যেতে পারে। আমরা ক্ষমতায় থাকাকালীন ওখানে সীমানা প্রাচীরও দিই।'

মেয়র গৌতম দেব অবশ্য এদিন সাফ জানিয়ে দিলেন, 'অন্য কোথাও আর ডাম্পিং গ্রাউন্ড করব না। এখানেই সব থাকবে। আমি আজ মন্ত্রী শংকর ঘোষের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, পুরমন্ত্রীকে এখানকার পরিস্থিতি বোঝাবেন। বাইরে থেকে আর আবর্জনা আসবে না।' শংকরও বললেন, 'আমি বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করব। পাশাপাশি, যে সমস্ত জায়গায় বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ নিয়ে সমস্যা রয়েছে, তার সমাধানে আলাদা পরিকল্পনা তৈরির চেষ্টা হবে।'

তিন দশক আগেও ৫২ একরের বড় এই জমির আশপাশ ছিল শুনসান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চারপাশে মাথা তুলছে একের পর এক নির্মাণ। গোটা সেবক রোড এখন জাঁকজমকপূর্ণ। নগরায়ণের ছোঁয়া শহরজুড়ে। শিলিগুড়ির ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি জনসংখ্যা তো বটেই, ভিনজেলা-রাজ্য থেকেও নানা সূত্রে মানুষ এ শহরে থাকছেন বাড়ি-ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে। ফলে, চাপ বেড়েছে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের ওপর।

পুরনিগমের এক কর্তার কথায়, 'এমনিতেই চাপ সারাবছর থাকে। দুটো প্ল্যান্টে খুব বেশি পরিমাণ আবর্জনা একদিনে পৃথকীকরণ করা সম্ভব হয় না। তারপর বাইরে থেকে আসতে শুরু করলে আরও মুশকিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থায় বদল আনা জরুরি। প্ল্যান্টের সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে।'

আরও উন্নতি প্রয়োজন, মনে করেন শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র গঙ্গোত্রী দত্ত-ও। তিনি বলছিলেন, 'আমি মেয়র থাকাকালীন সমস্যা কতটা গভীর, বুঝেছি। যদিও, দ্বিতীয় ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি তো মুখের কথা নয়। দিনে যে পরিমাণ আবর্জনা জমে, তার তো অর্ধেকও সেগ্রেগেশন করা সম্ভব হয় না। ফলে, এখানেই আরও বড় এবং উন্নত ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে প্রশাসন।'

বিশ্বকাপে রঙিন দার্জিলিংয়ের 'নকশিকাঁথা'

প্রথম পাতার পর

খদ্দের সামলানোর ফাঁকেই প্রমাণ দিলেন ফোনের ভিডিও দেখিয়ে, 'এই দেখুন, ৬ বছরের ছেলে সেদিন জার্সি না নিয়ে বাড়ি যাবে না। সঙ্গে Ronaldo আর 7 লেখা চাই। জার্সি গায়ে রোনাল্ডোর সিউউউ সেলিব্রেশন করে তবে গেল দোকান থেকে।'

কার্সিয়াংয়ের মকাইবাড়ির রাকেশ রাই গাড়িতে ব্রাজিলের জোড়া পতাকা লাগিয়েছেন। সঙ্গে রয়েছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের পাঁচতারা স্কার্ফ, ব্যানার। রয়েছে শোপিস জার্সি-প্যান্টও। চকবাজারের স্ট্যান্ডে কথাবার্তার মাঝেই হঠাৎ এক তরুণী এসে রাকেশের হাতে উপহারের প্যাকেট ধরিয়ে দিলেন। প্যাকেট খুলতেই বছর তেইশের তরুণের ভুবনভোলানো হাসির ঔজ্জ্বল্য বেড়ে গেল কয়েকগুণ। এখানেও ব্রাজিলের জার্সি! সাংবাদিকসুলভ নির্লজ্জ উৎসাহ থেকে জানা গেল, তরুণী লরেটো কলেজের ছাত্রী। যাতায়াতে রাকেশের বাহনই ছিল ভরসা। তাই কলেজের শেষ দিনে ব্রাজিল সমর্থক দাজুকে বইনির ছোট্ট উপহার। চোখের সামনে এমন ঘটনায় পাহাড়ের সমাজ-সংস্কৃতি পরিষ্কার হয়ে যায় সমতলের তরুণের কাছে।

শিলিগুড়ির এক বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন বছর চল্লিশের পেমা লাওয়াংচুক। গরমের ছুটিতে দার্জিলিংয়ের বাড়িতে ফিরে গিয়েছেন। বিশ্বকাপ মানেই তাঁর কাছে শৈশবের অমলিন স্মৃতি, 'ছোটবেলায় আমরা বিভিন্ন খাবার রান্না করে প্রতি সপ্তাহে একজন করে আত্মীয়ের বাড়ি যেতাম। খেলা দেখার সঙ্গে চলত আড্ডা আর খাওয়া-দাওয়া।'

পাড়ায় পাড়ায় একসঙ্গে বসে খেলা দেখার চল যে এখনও রয়েছে, সে কথা জানালেন হ্যাপিভ্যালি চা বাগানের অরুণ সুব্বা। রাজমিস্ত্রির কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে বলে গেলেন, '১৯৮৬ সালে মারাদোনার বিশ্বকাপ জয়, তখন থেকেই খেলা দেখছি। এবারে টি এস্টেটের কমিউনিটি হলে পর্দা লাগানো হয়েছে। একসঙ্গে ম্যাচ দেখা হবে।' স্কুটারে স্টার্ট দিতেই পতপত করে উড়তে শুরু করল আলবিসেলেস্তে পতাকা।

প্রাণকেন্দ্র ম্যাল রোড সহ শহরের একাধিক গলিপথে মাথার ওপর টাঙানো হয়েছে শয়ে-শয়ে জার্মানি, পর্তুগাল, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনার পতাকা। উজ্জ্বল উপস্থিতি ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ক্রোয়েশিয়া, স্পেনেরও। পথচলতি মানুষজন দেদার ছবি তুলছেন। সঙ্গে সঙ্গে চলছে হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুকে স্টোরি আপডেট। প্রায় প্রতিটি দোকানের সামনে এবং ভেতরে পতাকা লাগিয়েছেন দোকানদাররাও।

চকবাজার থেকে ম্যাল রোডে যাওয়ার গলিপথের এক দোকানে আর্জেন্টিনার জার্সি খুঁজছিলেন বছর পঞ্চাশের রবার্ট ছেত্রী। চৌরাস্তার বাসিন্দা রবার্ট পাড়ার এক খুদে মেসিভক্তকে কথা দিয়েছেন জার্সি এনে দেবেন। জার্সি দেখার ফাঁকে দার্জিলিংয়ের ফুটবল ফিভার নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'এখানে আপনি হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, খ্রিস্টান সব ধর্মের মানুষ পাবেন। আমরা একসঙ্গে আনন্দ উদযাপন করি আর ফুটবলটাকে অন্তর থেকে ভালোবাসি।'

ত্রিনিদাদের বিখ্যাত উত্তর-ঔপনিবেশিক লেখক সিএলআর জেমস বলেছিলেন, 'যারা শুধু ক্রিকেট জানে, তারা ক্রিকেটের কীই বা জানে?'

একথা ধার করে বলা যায়, দার্জিলিংয়ের ফুটবল প্রীতি বুঝতে গেলে ঘুরে আসতে হবে শৈলরানির সমাজ কাঠামোর অলিগলিতেও। পত্তনের শুরু থেকেই দার্জিলিং শহরে বাস ভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং ভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই নানা জনগোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে সংস্কৃতির আদানপ্রদান এবং আন্তর্বিবাহের ফলে তৈরি হয়েছে এক সমৃদ্ধশালী মিশ্র সংস্কৃতির।

পরিমল ভট্টাচার্য তাঁর 'দার্জিলিং' বইতে লিখেছেন, 'জীবন বৈচিত্র্যের এই বর্ণময় সুতোয় ধীরে ধীরে বুনে উঠল দার্জিলিঙের সেই নকশিকাঁথা...'। আর ফুটবল তো বরাবরই বিভেদ ঘুচিয়ে মানুষকে একে অপরের কাছে এনেছে। তাই ফুটবল বিশ্বকাপ যেন দার্জিলিংয়ের মিশ্র সংস্কৃতির এক মহান উদযাপন হয়ে উঠেছে। বিদ্বেষ ও হানাহানির এই দমবন্ধ সময়ে প্রাণোচ্ছল দার্জিলিং বয়ে আনুক মুক্তির ঠান্ডা বাতাস।

ফুটবলের বিশ্বায়ন

প্রথম পাতার পর

আমেরিকান পপ তারকা কেটি পেরির গান, আলোর ঝলকানি আর প্রযুক্তির মেলবন্ধনে পুরো স্টেডিয়ামটাই যেন একটা জাদুমঞ্চ হয়ে উঠল। মনে হচ্ছিল আকাশের সব তারা যেন একলহমায় মাঠের বুকে নেমে এসেছে।

এরপর মাঠে বল গড়াতেই শুরু আসল উন্মাদনা। আমেরিকা বনাম প্যারাগুয়ে। গ্যালারির সিংহভাগই মার্কিন সমর্থক, তবে প্যারাগুয়ের লাল-সাদা জার্সির উপস্থিতিও একেবারে ফেলার মতো নয়। বল নিয়ে মার্কিনিরা যখনই বিপক্ষের বক্সে ঢুকছে, সত্তর হাজার গলার সেই সমবেত গর্জন টিভির পর্দায় বসে কোনওদিন অনুভব করা সম্ভব নয়। প্রথমার্ধেই আমেরিকার তিন গোল, গ্যালারি তখন ফাটছে 'ইউএসএ, ইউএসএ' চিৎকারে। ভাগ্যিস প্যারাগুয়ে একটা গোল শোধ করেছিল, না হলে ম্যাচটা বড্ড একপেশে হয়ে যেত। শেষদিকে আমেরিকা আরও একটা গোল দিয়ে নিজেদের দাপট প্রমাণ করে দিল।

খেলা শেষে ভিআইপি লাউঞ্জে সময় কাটানোর সুযোগ থাকলেও আমরা বাড়ির পথ ধরলাম। এত মানুষ একসঙ্গে বেরোচ্ছে, অথচ কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্খলা নেই। ফিরতি পথে ভাবছিলাম, একটা সামান্য ফুটবলের কী অসীম ক্ষমতা! বিভেদে ভরা এই পৃথিবীতে এতগুলো দেশকে, এত মানুষকে কত সহজেই না এক সুতোয় বেঁধে দিল এই বলটা।

ফিফার নিষিদ্ধ করা হাইতির সেই জার্সি

যে মানচিত্র অভিবাসীর গল্পকার...

পরিবর্তনের পর যে জার্সিতে বিশ্বকাপ খেলবে হাইতি

স্বস্তিক চৌধুরী

হাইতি, সরকারিভাবে হাইতি প্রজাতন্ত্র। ক্যারিবিয়ান সাগরের বুকে একটুকরো দ্বীপাঞ্চল। পশ্চিমে রয়েছে কাস্ত্রোর ভূখন্ড ও জামাইকান উপকূল। ক্ষুদ্র দেশ, স্বল্প জনবসতি। কিন্তু বহু ইতিহাসের ফিসফাঁস শোনা যায় বালুচরে সরে যাওয়া শুকনো পাতায় কান পাতলে। বলা হয়, আদিম তাইনো ভাষা থেকে 'হাইতি' শব্দটি এসেছে, যার অর্থ 'উঁচু পর্বতের দেশ'। সেন্ট-ডমিনিক রিপাবলিকই হয়ত পরিচয় হত যদি না বিপ্লবী জঁ-জাক দেসালিন বলে কোনও এক কৃষ্ণাঙ্গ অসম লড়াইতে নামতেন। হাইতি আমেরিকার প্রথম দেশ হিসেবে স্থায়ীভাবে দাসপ্রথা বিলুপ্ত করে। ত্রাতার ভূমিকায় দেসালিন। শোনা যায় হাইতি নামটিও পূর্বপুরুষদের লড়াইয়ের প্রতি তাঁর একমাত্র শ্রদ্ধার্ঘ্য। আবার আফ্রিকায় জন্মগ্রহণকারী হাইতিয়ানদের সবাধিক ব্যবহৃত ভাষা আয়িতি-তোমেতে-তে অর্থ করলে দাঁড়ায় 'আজ থেকে এই ভূমি আমাদের!' যে ভূমির লড়াইতে লেগেছিল রক্তের দাগ। রক্ত মুছলে স্পষ্ট হয় বীরগাঁথা। যা মেশে ঘামে-জার্সিতে-নব্বই মিনিটে। তবু ফিফা বড়ো বালাই। স্পষ্ট নির্দেশ, কোনও 'রাজনৈতিক' বার্তা দেওয়া যাবে না ব্যবহৃত স্পোর্টস কিটে। রাজনৈতিক বিশ্বাস আর পুঁজি সমান্তরাল যায় না যে! কিন্তু ফুটবল তো বরাবরই রাজনৈতিক। ভয়ঙ্করভাবে রাজনৈতিক। কত ছিন্নমূলের শেষ আশ্রয় ওই চামড়ার বিস্ময়গোলক। তাই ফুটবল থেকে রাজনীতির দাগ কেড়ে নেওয়া যায়, কিন্তু আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে থাকা ফুটবল কী আলাদা হয়?

১৯৭৪ সালের পর দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ খেলবে হাইতি। দলের ২৬ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১০ জনের জন্ম হাইতিতে। তাঁদেরও মধ্যে কেবল একজন, উডেনস্কি পিয়ের খেলেন হাইতির একটি ক্লাবের হয়ে। তবু ফুটবল তাঁদের জাতীয় গর্বের প্রতীক। গত বছর যোগ্যতা অর্জনের ম্যাচটিও অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮ নভেম্বর। কী অদ্ভুত কিন্তু অনিবার্য সমাপতন। ঠিক ২২২ বছর আগে ভার্টিয়েসের যুদ্ধের পর গোটা নগরী যেদিন মেতেছিল বিজয় উৎসবে। সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্স ও আমেরিকার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে যে জয় ছিনিয়ে এনেছিল কালো মানুষের অধিকার। ফুটবল ধারাভাষ্যকার নিকো ক্যান্টরও সেই যোগ্যতা অর্জনের অমোঘ মুহূর্তে তাই আশ্রয় নিয়েছিলেন জঁ-জাক দেসালিনের। পুঁজিবাদ না চাইলেও, ফুটবল ভয়ঙ্করভাবে রাজনৈতিক।

১৯৫০ সাল। বিশ্বকাপ আয়োজন করছে ব্রাজিল। মূলত অভিবাসীদের নিয়েই গঠিত হয়েছিল মার্কিন দল। শক্তিশালী ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে হেড করে এগিয়ে গেল যুক্তরাষ্ট্র। নেপথ্যে হাইতিয়ান জো গেটজেনস। হাইতির হয়ে খেলা শুরু করলেও পেটের টানে পাড়ি যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্তি। কিন্তু অদ্ভুতভাবে দেশে ফিরে নিখোঁজ হয়ে যান জো। শোনা যায় স্বয়ং রাষ্ট্রপতির হাতেই নাকি নিহত হন এই ফুটবলার। তবে সেই স্বৈরাচারী শাসক ফ্রাঁসোয়া ডুভ্যালিয়ারের রাজত্বকালের অবসানও খানিক প্রত্যাশিত ভঙ্গিতেই হয়েছিল। ছিয়াশি সালে যখন তাঁর পুত্র দেশের মসনদে, ক্ষিপ্ত জনতার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যায়। শোনা যায় শাসনের অবসানে ডুভ্যালিয়ারের সমাধিসৌধটিও অক্ষত থাকেনি। শাসক ঘনিষ্ঠ কাউকে দেখলেই ক্ষিপ্ত জনগণ পাথর মারতে শুরু করে। তাঁর পুত্র জঁ-ক্লোদ ডুভ্যালিয়ারও লুকিয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। ধৈর্য্য আর রাগের সমীকরণ বড়ো নিষ্ঠুর। কোনও শাসককেই ক্ষমা করে না। শুধু পড়ে থাকে কিছু পাথর কিংবা কালের নিয়মে ডিমের টুকরো।

যাই হোক, ফুটবলে ফেরা যাক। ২০১০ বিশ্বকাপ। একবিংশ শতকেও দুর্দশাগ্রস্ত হাইতিরা মোকাবিলা করছেন অভিবাসী সমস্যার। জোজি আল্টিডোর, এক অভিবাসী হাইতি তরুণ নিয়মিত খেলেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে। ২০২৩ সালে হাইতির নারী দল বহু বাধা অতিক্রম করে পৌঁছে যায় বিশ্বকাপের মঞ্চে। যেদলের অধিকাংশ খেলোয়াড় বেড়ে উঠেছেন এক অস্থির সময়ে। চরম দারিদ্রপীড়িত দেশ ২০১০ সালে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে। অনুমানিক দু'লাখ কুড়ি হাজার মানুষ নিহত হন। ক্ষতিগ্রস্ত আরও বেশি। সঙ্গে জুড়েছে রাজনৈতিক অবক্ষয়। কোভিড পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রপতি জোভেনেল মইসকে হত্যা করা হয় তাঁর নিজের বাসভবনে। সারাদেশেই যার পরবর্তীতে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলি সক্রিয় হয়। বাড়তে থাকে হত্যা, সঙ্গে চূড়ান্ত অস্থিরতা। আদতে ফ্রান্সের আদিম হিংস্র রাজনৈতিক বিষ প্রোথিত গোটা হাইতি জুড়ে। ১৮২৫ সালে হাইতিকে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতির বিনিময়ে একটি বিধ্বংসী ক্ষতিপূরণের শর্ত আরোপ করেছিল ফ্রান্স। যার মেয়াদ পূর্ণ হয়েছে আগেই, কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে হাইতি। এছাড়াও দীর্ঘ সময় ধরে চলা দাসপ্রথা ও বর্ণবিদ্বেষের কলঙ্ক আজও বোঝা হয়ে রয়েছে দ্বীপরাষ্ট্রের ঘাড়ে। তবু ১৯৭৪ সালে দেশটি পৌঁছে যায় বিশ্বকাপে। মানো সাননের নেতৃত্বে জামানি পাড়ি দেয় জঁ-জাক দেসালিনের দেশের যোদ্ধারা। সেই সময়টাও বড়ো কঠিন। দেশে মার্কিন মদতপুষ্ট একনায়ক জঁ-ক্লোদ ডুভ্যালিয়ারের শাসন। তবু ফুটবল জোগায় দুর্দমনীয় স্পর্ধা। সাহস দেয় কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়ানোর। প্রথম ম্যাচেই বিপজ্জনক প্রতিপক্ষ ইতালি। তারা দুর্ভেদ্য 'ক্যাতেনাচিও' (দরজার খিল) রক্ষণের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপেছিল হাইতি। চোয়াল শক্ত করেছিলেন সানন। সামান্য জায়গা পেয়েই ডিফেন্ডারকে ড্রিবল করে এগিয়ে গেলেন খানিক, যেভাবে প্রতিনিয়ত অসীম দারিদ্রকে পাশ কাটাচ্ছেন হাইতিরা। এগিয়ে চললেন তে-কাঠির দিকে। বল চলে যায় সবুজ গালিচা চিড়ে সাদা জালের চুম্বনে। ইতালির মতো প্রতিপক্ষ খেলার শুরুতেই পিছিয়ে যায়। ফুটবল জন্ম দেয় এক অনন্য কিংবদন্তীর। যদিও পরাজিত হয় হাইতিরা। সহজ জয়ের ভাগ্য কোনোদিনই ছিল না তাঁদের। তবু কেউ কেউ ইতিহাস লিখে যায়। যেখানে কালো মানুষের কান্না ছাপিয়ে স্থান পায় জঁ-জাক দেসালিনের বিপ্লব। উয়েফা কাঁপানো মেলচি ডায়েল ডুমোরনের ডান পায়ের জাদু। মানো সাননের ফুটবল। পোর্ট-অ-প্রিন্সের বেল এয়ার এলাকায় চে গেভারা, ফিদেল কাস্ত্রোর ঠিক পাশেই আজও জ্বলজ্বল করছে এম্যানুয়েল মানো সাননের প্রতিকৃতি। গায়ে নীল জার্সি। যে জার্সি আবারও গায়ে চাপাচ্ছে হাইতিরা। ফুটবল সত্যিই ভয়ঙ্করভাবে রাজনৈতিক!

নজরে আগামীর তারকারা

বাজৌমানা তোরে (আইভরি কোস্ট)

আইয়ুব বোয়াদ্দি (মরক্কো)

আরমান্দো গঞ্জালেজ (মেক্সিকো)

আলি জসিম (ইরাক)

গিলবার্তো মোরা (মেক্সিকো)

কান উজুন (তুরস্ক)

ব্রায়ান গুতেরেজ (মেক্সিকো)

হুসেম আউয়ার (আলজিরিয়া)

ইয়ান দিওমান্দে (আইভরি কোস্ট)

রিকার্ডো পেপি (আমেরিকা)

মহম্মদ আমৌরা (আলজিরিয়া)

লুকা ভুসকোভিচ (ক্রোয়েশিয়া)

লুকাস হেরিংটন (অস্ট্রেলিয়া)

কেরিম আলাজবেগোভিচ (বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা)

জোহান মানজাম্বি (সুইৎজারল্যান্ড)

জেসিম ইয়াসিন (মরক্কো)

লুইস সুয়ারেজ (কলম্বিয়া)

আলেসান্দ্রো সারকাটি (অস্ট্রেলিয়া)

ইব্রাহিম মাজা (আলজিরিয়া)

নিকো পাজ (আর্জেন্টিনা)

ফ্যাসিস্ট স্যালুট ও একটি টেলিগ্রাম

অর্পণ গুপ্ত

তিনের দশকে ইউরোপীয় রাজনীতি একেবারে আড়াআড়ি ভেঙে গেল ডান ও বামপন্থায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তিচুক্তি ভঙ্গ এবং পূর্ব ইউরোপ সহ রাশিয়ায় কমিউনিজমের উত্থান দ্রুত শক্তি বাড়াতে লাগল দক্ষিণপন্থী রাজনীতির। এই দশকের গোড়াতেই আডলফ হিটলার এবং বেনিতো মুসোলিনীর আবির্ভাব তামাম দুনিয়াকে অস্থির করে তুলল এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগোতে লাগল পৃথিবী। ফ্যাসিবাদী শক্তির যে 'আল্টিমেট কন্ট্রোল' তত্ত্ব অর্থাৎ জনগোষ্ঠীর ওপর শাসকের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের খিদে তার পরিণতি যে কী হতে পারে ১৯৩৪ সালের ইতালি বিশ্বকাপেই তা দেখে নিয়েছিল দুনিয়া। ১৯৩০ সালে যখন বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হয় তখন স্থির হয় যে একবার লাতিন আমেরিকা ও পরেরবার ইউরোপ- এই নিয়ম মেনেই হবে বিশ্বকাপ। সেই মতোই ১৯৩০ সালে উরুগুয়ে, ১৯৩৪ সালে ইতালির পর ১৯৩৮ সালে বিশ্বকাপের আসর বসার কথা ছিল আর্জেন্টিনায়। কিন্তু রাজনীতি বড় বালাই। ১৯৩৬ সালের পর ইউরোপীয় রাজনীতি এমন জায়গায় পৌঁছোল যে ফিফার ক্ষমতায় কুলোল না ইউরোপ থেকে বিশ্বকাপকে দূরে রাখা। তাই বিক্ষুব্ধ হয়ে লাতিন আমেরিকার দুই মহাশক্তিধর দেশ আর্জেন্টিনা আর উরুগুয়ে বয়কট করল বিশ্বকাপ। কিন্তু ফিফা কর্তারা এটুকু নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন এমন দেশে বিশ্বকাপ আয়োজন করতে যাতে আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব সেখানে না পড়ে। তাই ইতালি বা জার্মানির বদলে বিশ্বকাপের আসর বসল ফ্রান্সে। প্রথমবারের জন্য জুলে রিমের দেশে জুলেরিমে কাপ!

কিন্তু এই বিশ্বকাপে বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব পড়ল সবাধিক। চারবছর আগে ইতালিতে যেমন মুসোলিনী মাঠে সরাসরি প্রভাব খাটাতে শুরু করেছিলেন, এবারে তার চেয়ে খানিক বদলে গেল ফ্যাসিবাদের প্রকাশভঙ্গী। যেমন, বিশ্বকাপের আগেই জার্মানি অস্ট্রিয়া দখল করে নেয় ও অস্ট্রিয়ার খেলোয়াড়দের বাধ্য করে জার্মানির হয়ে খেলতে।

তবে, বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্রভাবের গল্পটা শুরু হয় বিশ্বকাপে বল গড়ানোর কয়েকদিন পর। বিশ্বকাপে ইতালি যখন মাঠে নামে তখন ইতালির সরকার ঠিক করে যে তাদের খেলোয়াড়দের কালো পোশাক পরে নামতে হবে এবং ডান হাত তুলে ফ্যাসিস্ট স্যালুট করতে হবে। ইতালির কোচ ভিট্টোরিও পোজো সেই সময়ের স্মৃতিচারণায় লিখছেন- 'আমরা মাঠে কতক্ষণ স্যালুট করছিলাম আমার আর মনে নেই, কিন্তু বিষয়টা খুব একটা স্বস্তিদায়ক ছিল না আমাদের এবং আমাদের গ্যালারিজোড়া অসংখ্য সমর্থকদের জন্য'- কেন? আসলে ফ্রান্সে ইতালির সমর্থকেরা দলের এই কীর্তির জন্য বাকি সমর্থকদের থেকে নানারকম বিদ্রুপ পাচ্ছিলেন। ফ্যাসিস্ট বিরোধীরা এই স্যালুটকে একেবারেই ভাল চোখে দেখেনি। একই জিনিস ঘটে জার্মানির ক্ষেত্রেও।

স্মৃতির বিশ্বকাপ অন্তিম পর্ব

নরওয়ের বিরুদ্ধে ইতালির প্রথম ম্যাচে শুধু স্যালুট-ই যে অভিনব বিষয় ছিল তা নয়। সমগ্র ইতালি দলটাই মাঠে নামে কালো পোশাকে। ফুটবল দলকে সামরিক শক্তির মতো করে দুনিয়ার সামনে দেখানোর মধ্যে যে আত্মশ্লাঘা তা পুরোপুরি পেতে চেয়েছিলেন মুসোলিনী- সঙ্গে ছিল 'ফ্যাসিও লিতোরিও'; এটি হল এমন এক চিহ্ন যা বুকে নিয়ে মাঠে নামছিল ইতালির ফুটবলারেরা। কী সেই চিহ্ন? প্রাচীন রোমের অনেকগুলি কাঠের লাঠিকে একসঙ্গে বেঁধে তার গায়ে একটি কুঠার লাগিয়ে রাখা-ইতালির অতীত গৌরবকে ফিরিয়ে এনে উগ্রজাতীয়তাবাদী চেতনায় দেশকে উদ্বুদ্ধ করতে এই চিহ্নকে মুসোলিনী ফিরিয়ে আনেন তিনের দশকে। নরওয়ে ম্যাচের পর থেকে প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই কালো জার্সি ও ফ্যাসিও লিতোরিও বুকে নিয়েই মাঠে নামে ভিটোরিও পোজোর ইতালি।

যদিও ইতালি খুব একটা ভাল কিন্তু একেবারেই খেলতে পারছিল না। প্রথম ম্যাচে নরওয়ের কাছে প্রায় হেরে যেতে বসেছিল তারা; কোনওরকমে গোলকিপার অলিভিয়ারির সৌজন্যে বেঁচে যায় তারা। ইতালি দলের ওপর রাষ্ট্রের ও রাজনীতির যে বিপুল চাপ পড়েছিল তাতে দলটা নানা মানসিক সমস্যায় পড়তে থাকে। পরের ম্যাচে ফ্রান্সের বিপক্ষে যদিও তারা ৩-১ জেতে।

বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে আবার শোরগোল পড়ে যায় একটি ঘটনায়। শোনা যায় ফাইনালে ইতালি নামার আগে ইতালির ড্রেসিংরুমে এসে পৌঁছায় একটি টেলিগ্রাম। সে টেলিগ্রামে লেখা ছিল মাত্র তিনটি শব্দ- 'Do or Die'; প্রেরকের নাম বেনিতো মুসোলিনী। ইতালির মিডিয়া ও সরকার এই খবরটির সত্যতা নস্যাৎ করে দিলেও ইউরোপে কিন্তু খবরটা বারুদের মতো ছড়ায়। ফরাসি সংবাদমাধ্যমের তরফে বলা হয়- 'ইতালি বিশ্বকাপ খেলছে খেলোয়াড়দের গানপয়েন্টে রেখে'- সত্যিই ১৯৩৮ বিশ্বকাপে ইতালির এই 'টেলিগ্রাম মিথ'-এর পর ফাইনালে ইতালি না জিতলে দেশজুড়ে কী প্রতিক্রিয়া হতে পারত তা কল্পনাতীত। ১৯৩৪ সালের পর ১৯৩৮ সালেও বিশ্বকাপে রাজনীতি প্রবেশ করল স্বমহিমায়। যদিও এই বিশ্বকাপের আগে স্প্যানিশ সিভিল ওয়ারে ফ্র্যাঙ্কোকে ইতালির সমর্থন, মুসোলিনীকে একাধিকবার হত্যার চেষ্টাসহ একাধিক ঘটনায় বিশ্বকাপের মঞ্চে রাজনীতি যে আসবে আঁচ তার পাওয়া যাচ্ছিল। আর বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার কয়েকমাস বাদেই শুরু হয়ে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

ফিফা বরাবর রাজনীতিকে ফুটবল থেকে দূরে রাখতে চেয়েছে, পারেনি। আজ প্রায় নব্বই বছর পর আমেরিকা-কানাডা-মেক্সিকোয় বিশ্বকাপ হচ্ছে। এবারের বিশ্বকাপেও জিও-পলিটিক্স এক প্রধান নিয়ন্ত্রক। ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি থেকে শুরু করে ইরানের টিম ম্যানেজমেন্টের একাধিকজনকে ভিসা অনুমোদন না দেয়া- রাজনীতির খেলা জোরালোভাবে আছে। আসলে, ফুটবল এখানেই স্বতন্ত্র। তার উত্থান যেহেতু মাটির একেবারে নীচ থেকে তাই সমাজের রাজনৈতিক পটভূমির মাটি তার গায়ে লেগে থাকবেই।

১৯৩৮ বিশ্বকাপে কালো পোশাকে ফ্যাসিস্ট স্যালুট দিচ্ছে ইতালি দল

নেটফ্লিক্স তারকার প্রেমে মশগুল এমবাপে

এস্তার এক্সপোসিতোর সঙ্গে একান্ত সময় কাটানোর ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন কিলিয়ান এমবাপে।

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

নিউ জার্সি, ১৩ জুন : আন্তোনেল্লা রোকুজ্জো বা জর্জিনা রডরিগেজ— ফুটবল বিশ্বের কাছে নামগুলো এখন পরিচিত ব্র্যান্ডের মতোই। কিন্তু এস্তার এক্সপোসিতো? নামটা শুনে খানিকটা হোঁচট খেলেন কি? নেটফ্লিক্স স্প্যানিশের নিয়মিত দর্শক হলে অবশ্য একডাকে চিনে ফেলার কথা। বিশ্বকাপের ঘোরলাগা আবহে মার্কিন দেশের আনাচে-কানাচে কান পাতলে এখন এই নামটাই শোনা যাচ্ছে। লিওনেল মেসি বা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর বিশ্বকাপের মঞ্চে পারফরমেন্সের বিচারে যদি কেউ সবচেয়ে আলোচিত হন, তিনি কিলিয়ান এমবাপে। আর মাঠের সেই নায়কই এখন মাঠের বাইরে সংবাদমাধ্যমের নজরে তাঁর নতুন সম্পর্কের গুঞ্জনের কারণে। বিখ্যাত 'ওয়াগস' বা ফুটবলারদের স্ত্রী-বান্ধবীদের তালিকার এক নম্বরে এখন জ্বলজ্বল করছে এস্তারের নাম।

এমবাপের সঙ্গে নাম জড়ানোর আগেও অবশ্য খবরের শিরোনামে এসেছেন 'এলিট' ওয়েব সিরিজের এই স্প্যানিশ নায়িকা। ২০২৪ সালে বার্সেলোনার এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মাইকেল জ্যাকসনের কন্যা প্যারিস জ্যাকসনের সঙ্গে পাশাপাশি বসে তাঁর এক অদ্ভুত শীতল স্নায়ুযুদ্ধ ক্যামেরায় ধরা পড়েছিল, যা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়। ফুটবল মহলের একাংশ মজা করে বলছেন, প্যারিসের ক্লাবে মেসির সঙ্গে এমবাপের সেই বহুচর্চিত শীতল সম্পর্কের মতোই এস্তারেরও বিতর্কের সঙ্গে বেশ সখ্য রয়েছে! তবে মাত্র ১৬ বছর বয়স থেকে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো ২৬ বছরের এই তরুণী শুধু বিতর্কে নয়, প্রতিভাতেও নজর কেড়েছেন। ২০১৩ ও ২০১৫ সালে মাদ্রিদ থিয়েটার পুরস্কার জয় থেকে শুরু করে 'এলিট'-এর কার্লা রোসনের চরিত্রে তাঁর অভিনয় তাঁকে বিশ্বজোড়া খ্যাতি দিয়েছে। ইনস্টাগ্রামে তাঁর কয়েক কোটি ফলোয়ার। লুই ভুঁত থেকে শুরু করে বুলগারির মতো বিশ্বখ্যাত গয়না প্রস্তুতকারী সংস্থার গ্লোবাল অ্যাম্বাসাডর তিনি।

গ্ল্যামারের এই চূড়ান্ত আলোর নীচেও অবশ্য অন্ধকারের চোরাস্রোত থাকে। এক সাক্ষাৎকারে এস্তার নিজেই স্বীকার করেছিলেন, 'এলিট-এর পর থেকে কেন যেন নিরাপত্তাহীনতা কাজ করে। সাফল্যের চূড়া থেকে নেমে আসাটা বড্ড ভীতিপ্রদ।' তবে কেরিয়ারের সেই নিরাপত্তাহীনতা আপাতত ঢেকে গিয়েছে ব্যক্তিগত জীবনের রোমান্টিক আলোয়। গত মার্চ মাস থেকেই সম্ভবত এই সম্পর্কের বীজ বোনা শুরু। প্রথমে সপ্তাহান্তের ছুটি কাটাতে প্যারিসে দুজনকে একসঙ্গে দেখা যায়। তারপর এমবাপের ব্যক্তিগত জেটে মাদ্রিদে ফেরা এবং এমবাপের গাড়িতে একই কফি কাপ ভাগ করে নেওয়ার দৃশ্য পাপারাৎজিদের ক্যামেরায় ধরা পড়ার পর গুঞ্জন ডানা মেলে। স্যান্টিয়াগো বার্নাবিউয়ের ভিআইপি বক্সেও এস্তারের নিয়মিত উপস্থিতি নজরে আসতে থাকে।

গত এপ্রিলের এক রোমান্টিক ডিনারের পর, মে মাসে ইবিজার নীল জলের ধারে দুজনকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে চুম্বনরত অবস্থায় দেখা যায়। মাদ্রিদের এক সাংবাদিক সম্পর্কের কথা জিজ্ঞেস করলে স্প্যানিশ সুন্দরী শুধু রহস্যের হাসি হেসে বলেছিলেন, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এখন এক দুর্দান্ত সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এই মন্তব্যই যেন জল্পনার আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। সরকারিভাবে এমবাপে বা এস্তার কেউই এখনও এই সম্পর্কে সিলমোহর দেননি ঠিকই, তবে ইবিজার সেই ঘনিষ্ঠ ফ্রেম বুঝিয়ে দিচ্ছে, আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। আর বিশ্বকাপ ফুটবলের মহারণে বল গড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে, গ্যালারি থেকে নিউ জার্সির ক্যাফে- সব জায়গাতেই এখন এমবাপে-এস্তার রোম্যান্স এক আলাদা রং ছড়াচ্ছে।

বিশ্বকাপে আজ

অস্ট্রেলিয়া বনাম **তুরস্ক**
১৪ জুন, সকাল ৯.৩০ মিনিট

জার্মানি বনাম **কুরাসাও**
১৪ জুন, রাত ১০.৩০ মিনিট

নেদারল্যান্ডস বনাম **জাপান**
১৫ জুন, রাত ১.৩০ মিনিট

আইভরি কোস্ট বনাম **ইকুয়েডর**
১৫ জুন, ভোর ৪.৩০ মিনিট

সুইডেন বনাম **তিউনিশিয়া**
১৫ জুন, সকাল ৭.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : ইউনাইটেড স্পোর্টস চ্যানেল ও জিও৫ অ্যাপ

হেক্সা-মিশনে বিজ্ঞানের ছোঁয়া

ভিনিসিয়াসদের গোপন অস্ত্র 'স্মার্ট ভেস্ট'

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

নিউ জার্সি, ১৩ জুন : আমেরিকার কংক্রিটের অরণ্যে, যেখানে আকাশচুম্বী ইমারতগুলো যেন মানুষের স্বপ্নের চেয়েও উঁচু, সেখানে হলুদ জার্সির আড়ালে এবার নীরবে কাজ করছে এক অন্য জাদুকর। সাম্বার সেই চিরচেনা, বাঁধনছাড়া আবেগের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গিয়েছে নিখুঁত বিজ্ঞানের স্পন্দন। মরক্কোর বিরুদ্ধে শনিবারের মহারণের ফলাফল এতক্ষণে আপনাদের চোখের সামনে। কিন্তু মেটলাইফ স্টেডিয়ামের সবুজ ক্যানভাসে ভিনিসিয়াস জুনিয়ারদের পায়ের ছন্দের যে ছবিই আঁকা হোক না কেন, তার নেপথ্যে ছিল এক অদ্ভুত প্রস্তুতি। গত চব্বিশ বছরের খরা কাটাতে, বুকে ছয় নম্বর তারাটি তুলে নেওয়ার অদম্য বাসনায় কালো আনসেলোত্তির ব্রাজিল এবার পুরোপুরি ভরসা রাখছে 'স্মার্ট ভেস্ট' বা সেন্সরযুক্ত বিশেষ অন্তর্বাসের ওপর।

ফুটবল মাঠে ব্রাজিলের খ্যাতি বরাবরই তাদের সহজাত শিল্প আর আবেগের জন্য। কিন্তু গত পাঁচটি বিশ্বকাপের ব্যর্থতার হিমশীতল শূন্যতা এবার সেলেকাওদের বাধ্য করেছে অঙ্কের খাতায় আরও তীক্ষ্ণ হতে। পর্দার আড়ালে স্পোর্টস সায়েন্টিস্টরা এখন খেলোয়াড়দের প্রতিটা পদক্ষেপের ওজন মাপছেন। দৌড়ের গতি, হৃৎস্পন্দন থেকে শুরু করে চোট সারিয়ে ওঠার খতিয়ান- সবকিছুই ধরা পড়ছে ওই স্মার্ট ভেস্টের অদৃশ্য জালে। দেখতে অনেকটা স্পোর্টস ব্রার মতো এই ভেস্টের পকেটে লুকোনো জিপিএস হাজার হাজার মাইল দূর থেকেও ফুটবলারদের শারীরিক অবস্থার মানচিত্র কোচের চোখের সামনে তুলে ধরে। কার পেশিতে কতটা টান পড়ছে বা চোটের ঝুঁকি কতটা, তা মেপেই ঠিক হচ্ছে কে প্রথম একাদশে থাকবেন আর কেই বা নামবেন পরিবর্ত হিসেবে।

তবে ফুটবলে পরিসংখ্যানই সব শেষ কথা নয়। ব্রাজিলের স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগের প্রধান গুইলহের্মে পাসোস ডেটা ঘাঁটতে গিয়ে একবার অবাক হয়ে দেখেছিলেন, দলের এক ফুটবলার গোটা ম্যাচে মাত্র ৬ কিলোমিটার দৌড়াচ্ছেন, যেখানে বাকিরা তার প্রায় দ্বিগুণ ছুটছেন। শুধু জিপিএস-এর অঙ্কে ছেলেটি চূড়ান্ত ব্যর্থ। কিন্তু আনসেলোত্তির কোচিং স্টাফরা যখন ভিডিও অ্যানালিসিস করলেন, দেখা গেল পুরো অন্য ছবি। ওই ফুটবলারটি মাঠে এতটাই বুদ্ধিমান যে, সব সময় নিখুঁত ট্যাকটিকাল পজিশনে দাঁড়িয়ে খেলছেন। অকারণে দৌড়ানোর তাঁর প্রয়োজনই হচ্ছে না! অর্থাৎ, প্রযুক্তি শুধু পথ দেখায়, কিন্তু সেই দুর্গম পথে হাঁটার জন্য প্রয়োজন একজন নিপুণ নাবিকের।

ঠিক এখানেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন কোচ আনসেলোত্তি। টিটের আমলের সেই খোলামেলা, হাসিমুখের মেজাজ আজ উধাও। ইতালীয় কোচের চোখেমুখে এখন জমাট বাঁধা গাম্ভীর্য। যে দেশের অপর নাম ফুটবল, তাদের ২২ বছরের ব্যর্থতার পাহাড় যেন তাঁর কাঁধে। তাঁর দর্শনে, 'মনে ভয় না থাকলে সিংহকে তুমি বিড়াল ভেবে বসতে পারো।' এই 'ভয়' কোনও দুর্বলতা নয়, বরং ইউরোপীয় ঘরানায় তা হল লক্ষ্যে অবিচল থাকার এক চূড়ান্ত সতর্কতার বর্ম।

আর এই ইউরোপীয় কাঠিন্যের সঙ্গেই এক অদ্ভুত কাব্যিক রসায়ন তৈরি হয়েছে ভিনিসিয়াসের।

স্মার্ট ভেস্ট গায়ে ব্রাজিলের অনুশীলনে নেইমার।

> ব্রাজিলের স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগের প্রধান গুইলহের্মে পাসোস ডেটা ঘাঁটতে গিয়ে একবার অবাক হয়ে দেখেছিলেন, দলের এক ফুটবলার গোটা ম্যাচে মাত্র ৬ কিলোমিটার দৌড়াচ্ছেন, যেখানে বাকিরা তার প্রায় দ্বিগুণ ছুটছেন। শুধু জিপিএস-এর অঙ্কে ছেলেটি চূড়ান্ত ব্যর্থ। কিন্তু আনসেলোত্তির কোচিং স্টাফরা যখন ভিডিও অ্যানালিসিস করলেন, দেখা গেল পুরো অন্য ছবি। ওই ফুটবলারটি মাঠে এতটাই বুদ্ধিমান যে, সব সময় নিখুঁত ট্যাকটিকাল পজিশনে দাঁড়িয়ে খেলছেন। অকারণে দৌড়ানোর তাঁর প্রয়োজনই হচ্ছে না!

রিয়াল মাদ্রিদে আনসেলোত্তির ছাত্র হিসেবে জোড়া চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতার সুবাদে দুজনের বোঝাপড়া এখন নিখুঁত। বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক আগে ভিনিসিয়াস যেন অসম্ভব শান্ত, এক ধ্যানের মুদ্রায়। তাঁর কথায়, 'কোচ আমাকে মাঠে সেরাটা দেওয়ার চূড়ান্ত স্বাধীনতা দেন। আমার গোলের চেয়েও দলের প্রয়োজনটা আগে। আমাদের বিশ্বকাপ তো সেই ২০২২ সালের হারের পর থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে।'

বিশ্বকাপের মঞ্চে এখন মিলিয়ন ডেটা নিমেষে বিশ্লেষণ করছে 'ফুটবল এআই প্রো' নামক আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। কিন্তু মেটলাইফের ওই সবুজ গালিচায় হেক্সা-মিশনের ভাগ্য নির্ধারণ করবে প্রযুক্তি, ইউরোপীয় মগজ আর লাতিন আবেগের এক আশ্চর্য ত্রিভুজ। স্মার্ট ভেস্টের নিখুঁত বিজ্ঞান আনসেলোত্তির ছককে নিখুঁত করবে ঠিকই, কিন্তু আমেরিকার বুকে শেষ হাসিটা তোলা থাকবে ওই আনসেলোত্তি-ভিনিসিয়াস ম্যাজিক আর ফুটবলীয় বুদ্ধির জন্যই।

প্রথম ম্যাচ খেলতে ন্যাশভিলে পৌঁছে গেলেন জাপানের তাকেফুসা কুবোরা।

বসনিয়ার দাপট থামিয়ে প্রথম পয়েন্ট 'লে রুজ'দের

কানাডাকে সমতায় ফিরিয়ে উচ্ছ্বাস সাইলে লারিনের।

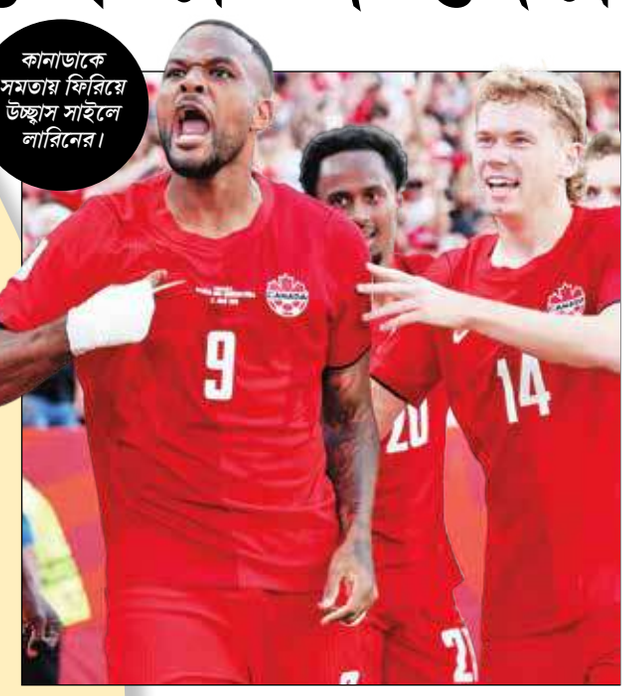

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সন্দীপন রায়

কানাডা- ১ (লারিন)
বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা ১ (লুকিচ)

টরন্টো, ১৩ জুন : টরন্টোর ট্রিনিটি-বেলউডস পার্ক আজ যেন কোনও স্বপ্নিল ক্যানভাসে রূপ নিয়েছিল। ডাউনটাউনের চেনা যান্ত্রিকতাকে ভাসিয়ে দিয়ে সাতসকালে সেখানে আছড়ে পড়েছিল 'দ্য ভয়েজার্স'দের লাল-সাদা ঢেউ। বাতাসে উড়ছিল লাল এবং সাদা ফ্লেয়ারের ধোঁয়া, ফাটছিল আতশবাজি, আর হাজার হাজার কণ্ঠের 'ও কানাডা' গান সুর মেলাচ্ছিল লেক ওন্টারিওর হিমেল হাওয়ায়। জলপাইগুড়ির সেই চেনা ফুটবল-পাগল আবেগের একটা আন্তর্জাতিক সংস্করণ চোখের সামনে মেলছিল তার ডানা। স্টেডিয়ামে মাইকেল বুবলে আর অ্যালানিস মরিসেটের সুরের মায়াজাল যখন কাটল, তখন গ্যালারিজুড়ে এক অদ্ভুত ব্যাকুলতা। অধিনায়ক আলফোনসো ডেভিস হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে বেঞ্চে, আর টরন্টোর বুকে তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বাঁশি।

সবুজ গালিচায় বল গড়াতেই শুরু হল শৈলী আর শক্তির এক ক্ল্যাসিক লড়াই। কিন্তু ২১ মিনিটেই গ্যালারি স্তব্ধ করে দিল বসনিয়া। কর্নার থেকে উড়ে আসা বল সেয়াদ কোলাসিনাচের মাথা ছুঁয়ে আসতেই চলন্ত ট্রেনের মতো ছুটে এসে জোরালো হেডারে জাল কাঁপিয়ে দিলেন জোভো লুকিচ। স্তব্ধতার মাঝেই জেগে উঠল কানাডা। প্রথমার্ধে জোনাথন ডেভিডের নীচু শট বিপক্ষ কিপারের দস্তানায় জমা পড়ল, আর তানি ওলুয়াসেয়ি ফাঁকা জায়গায় বল পেয়েও আকাশে ওড়ালেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ওলুয়াসেয়ির সেই ক্রুইফ টার্ন আর হেডারের জবাব দিল কোলাসিনাচের এক অতিমানবীয় গোললাইন ক্লিয়ারেন্স। কানাডার রিচি লারিয়ার নিশ্চিত গোল যখন কোলাসিনাচ গোললাইন থেকে ওড়ালেন, তখন মনে হচ্ছিল ভাগ্য বোধহয় আজ বিমুখ। কিন্তু বদলি হিসেবে সাইলে লারিন মাঠে নামতেই দৃশ্যপট বদলে গেল। ৭৮ মিনিটে প্রমিজ ডেভিডের পাস ধরে বক্সে এক অনবদ্য টার্ন, আর লারিনের চকিত বুলেটের মতো শট কাঁপিয়ে দিল বসনিয়ার জাল।

লহমায় বিএমও ফিল্ডের গ্যালারিতে নেমে এল এক অদ্ভুত উন্মাদনা। দীর্ঘ ছয় ম্যাচের হারের বৃত্ত ভেঙে বিশ্বকাপের মঞ্চে নিজেদের প্রথম ঐতিহাসিক পয়েন্টটি ছিনিয়ে নিল কানাডা। কানায় কানায় পূর্ণ স্টেডিয়ামের আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তখন আছড়ে পড়ছে মেক্সিকান ওয়েভ আর সমবেত 'ওলে, ওলে, ওলে' ধ্বনি। মাঠের সেই অভূতপূর্ব আনন্দের ঢেউ ডাউনটাউনের কফি শপ থেকে শুরু করে সাবওয়ে স্টেশন পর্যন্ত ছুঁয়ে গেল।

ম্যাচের পর আবেগে ভাসলেন গোলস্কোরার লারিন, বললেন, 'যখনই দেশের প্রয়োজন হয়েছে, আমি গোল করেছি। ঘরের মাঠে এই পয়েন্ট আমাদের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রেরণা দেবে।' কোচ জেসি মার্শ কিছুটা আফসোস প্রকাশ করলেও মেনে নিলেন দ্বিতীয়ার্ধের আগ্রাসী রূপের কথা, তাঁর কথায়, 'প্রথমার্ধে আমরা গুটিয়ে ছিলাম, কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ছেলেদের চোখে আগুন দেখেছি। এই শিক্ষা আমাদের পরের ম্যাচে সাহায্য করবে।' উলটোদিকে বসনিয়ার কোচ বারবারেজ এটিকে বাস্তবসম্মত ফল মেনে নিয়ে ছেলেদের একটু মনমরা দশা কাটানোর কথাই ভাবছেন। বরফের দেশ আজ রাতে ঘুমোবে না, লারিনের পা ধরে যে রূপকথা লেখা শুরু হল, তার পরবর্তী স্টেশন এখন ভ্যাঙ্কুভারের বিসি প্লেস।

ড্র ১

মুখোমুখি ৩
জাপানের জয় ০
নেদারল্যান্ডসের জয় ২

জাপান-নেদারল্যান্ডস, দুই ফুটবল দর্শনের লড়াই

ডালাস, ১৩ জুন : টোটাল ফুটবল বনাম সামুরাইদের গতির লড়াই। ইউরোপের আভিজাত্যের সঙ্গে এশিয়ার স্পর্ধার লড়াই। গ্যালারিতে ডাচদের উন্মাদনার সঙ্গে জাপানিদের শৃঙ্খলার লড়াই।

অনেকরকম ভাবেই বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডস বনাম জাপান ম্যাচটাকে ব্যাখ্যা করা যায়। রবিবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে দুই দেশ এবারের বিশ্বযুদ্ধে মুখোমুখি হতে চলেছে। দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ফুটবল দর্শনের লড়াই দেখবেন ফুটবলপ্রেমীরা।

নেদারল্যান্ডস ফুটবল টিম মানেই চোখে ভেসে উঠবে 'টোটাল ফুটবল'। সাত ও আটের দশকে যে ফুটবল দর্শনে মুগ্ধ হয়েছিল ফুটবলপ্রেমীরা। তবে খেতাব জয় অধরাই থেকে গিয়েছে ডাচদের। তিনবার বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠেও খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। এবার দলের দায়িত্বে কোচ রোনাল্ড কোয়েম্যান। ১৯৯৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত বিশ্বকাপে তিনিই ছিলেন ডাচদের অধিনায়ক। এবার সেই মার্কিন মুলুকে তাঁকে দেখা যাবে ডাগআউটে। কোয়েম্যান কিন্তু চিরাচরিত ফুটবল দর্শন থেকে বিন্দুমাত্র সরছেন না। ফ্র্যাঙ্কি ডি জং, কোডি গাকপো, মেম্ফিস ডিপেদের নিয়ে খেতাব জয়ের স্বপ্ন দেখছেন ডাচ কোচ। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই জাপানের মতো শক্ত প্রতিপক্ষ। 'সামুরাই ব্লু'-দের বধ করতে কোয়েম্যানের টোটকা, বল পজেশন ধরে রেখে উইং দিয়ে আক্রমণ গড়ে তোলা।

উলটোদিকে জাপানও তাল ঠুকছে। কোচ হাজিমে মোরিয়াসুর হাত ধরে সম্পূর্ণ ভোল বদলে গিয়েছে 'সামুরাই ব্লু'-দের। তবে বিশ্বকাপে মাঠে নামার আগেই বড় ধাক্কা খেয়েছে তারা। চোটের জন্য দল থেকে ছিটকে গিয়েছেন অধিনায়ক ওয়াতারু এনডো। বিশ্বকাপ খেলা সম্ভব নয় দেখে তিনি আবার নিজের অবসরের কথাও ঘোষণা করেছেন। তড়িঘড়ি পরিবর্ত হিসেবে বরুসিয়া মনচেনগ্ল্যাডবাখের স্ট্রাইকার মাকিনো সুতোকে দলে ডাকা হয়েছে। ডাচদের আটকাতে দ্রুত কাউন্টার অ্যাটাক ও প্রেসিং ফুটবলে আস্থা রাখছেন কোচ হাজিমে মোরিয়াসু। এদিকে, জাপানের বর্ষীয়ান ডিফেন্ডার ইউটো নাগামোটোর সামনে এশিয়ার প্রথম ফুটবলার হিসেবে টানা পাঁচটি বিশ্বকাপ খেলার নজির হাতছানি দিচ্ছে।

আপাতত ডাচদের টোটাল ফুটবল নাকি জাপানিদের শৃঙ্খলা, কে জিতবে তার উত্তরের অপেক্ষায় ফুটবল দুনিয়া।

ট্রাম্পের ফোনে শুরু, রেইনার গোলে শেষ

হলিউডের আলোয় মার্কিন ফুটবলের নতুন ভোর

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়

ইউএসএ-৪ (ববদিয়া-আত্মঘাতী, বালোগুন-২, রেইনা)
প্যারাগুয়ে-১ (মরিসিও)

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১৩ জুন : রেফারির শেষ বাঁশিটা যখন বাজল, লস অ্যাঞ্জেলেস স্টেডিয়াম তখন যেন একটা টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া তারার মেলা। গ্যালারিতে উড়ছে হাজারো ছোট ছোট আমেরিকান পতাকা। হলিউডের শহরে শুক্রবারের এই রাতটা আক্ষরিক অর্থেই একটা সুপারহিট ব্লকবাস্টার। চার বছর ধরে তিলে তিলে যে স্বপ্নটা বুনছিল আমেরিকা, তার শুরুটা হল ৪-১ গোলের এক রুদ্ধশ্বাস জয়ে, আর প্রতিপক্ষ হিসেবে উড়ে গেল প্যারাগুয়ে।

খেলার শেষে মাঠের মাঝখানে ফুটবলারদের সেই উল্লাস, কান্না, একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া- এই সবই বলে দিচ্ছিল এই জয়টা শুধু তিন পয়েন্টের নয়, একটা জাতির ফুটবল-উন্মাদনায় মেতে ওঠার জয়। ব্রডকাস্টার বক্সে বসে জ্লাটান ইব্রাহিমোভিচ বলছিলেন, 'ম্যাচের আগে আমরা বিশ্বাস রাখার কথা বলেছিলাম। এই প্রথমার্ধের পর বলি- হ্যাঁ, এবার বিশ্বাস করা শুরু করুন। এই আমেরিকান দলটা সত্যিই বড় কিছু করতে পারে।'

অথচ ম্যাচের আগে একটা চোরা টেনশন ছিল। গ্যালারিতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নেই, কিন্তু তাঁর ফোনকল এসে পৌঁছেছিল ড্রেসিংরুমে। দুই মিনিটের সেই কলে ট্রাম্প কোচ মৌরিসিও পচেত্তিনো এবং টিমকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছিলেন, 'আমি জানি তোমরা দারুণ একটা দল। তোমরা এবার শেষ পর্যন্ত যেতে পারো।' পচেত্তিনোও কথা দিয়েছিলেন দেশকে গর্বিত করার। আর মাঠে নেমে পুলিসিচরা অক্ষরে অক্ষরে সেই কথা রাখলেন।

প্রথমার্ধটা ছিল যেন 'ম্যাড ম্যাক্স'-এর কোনও ফ্রেনেটিক সিকোয়েন্স। বল পায়ে মাঠে তখন শিল্পের ছোঁয়া রাখছেন ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিচ আর ধ্বংসলীলা চালাচ্ছেন ফোলারিন বালোগুন। ৭ মিনিটেই পুলিসিচ-ওয়েস্টন ম্যাককেনির জুটিতে প্যারাগুয়ের ডিফেন্ডার দামিয়ান ববদিয়ার পায়ে লেগে প্রথম আত্মঘাতী গোল। তারপর ৩০ মিনিটে পুলিসিচের পাস থেকে বালোগুনের অনবদ্য ফিনিশ। প্রথমার্ধের শেষলগ্নে, যখন মনে হচ্ছিল বিরতির বাঁশি বাজবে, ঠিক তখনই নিজের দ্বিতীয় গোলটা করে আমেরিকার লিড ৩-০ করে দেন বালোগুন।

অথচ এই বালোগুনের জন্ম ব্রুকলিনে হলেও বড় হওয়া লন্ডনে, ইংল্যান্ডের যুব দলে সুযোগ পাওয়া। মায়ের জেদে আর আমেরিকান ফ্যানদের ইনস্টাগ্রাম মেসেজের বন্যায় মাত্র তিন বছর আগে, ইংল্যান্ড ছেড়ে আমেরিকার জার্সি গায়ে চাপান। আজ সেই সিদ্ধান্তকেই যেন সোনায় মুড়ে দিলেন তিনি। ৭১ শতাংশ বল দখল আর নিরলস প্রেসিংয়ে প্যারাগুয়ের রক্ষণভাগকে ফালাফালা করে দিয়েছিলেন আমেরিকানরা। যদিও দ্বিতীয়ার্ধে পুলিসিচকে তুলে নেওয়ায় খেলার গতি কিছুটা কমে, আর ৭৩ মিনিটে একটি গোলও শোধ করে প্যারাগুয়ে। কিন্তু ইনজুরি টাইমে জিওভান্নি রেইনার বাঁকানো শটে করা চতুর্থ গোলটা বুঝিয়ে দেয়, এই রাতে আমেরিকার রাশ আলগা হওয়ার নয়।

লস অ্যাঞ্জেলেসের এই রাতে হলিউডের তাবড় তারকারা যেমন ছিলেন, তেমনই ছিলেন সাধারণ আমেরিকানরাও। যাঁদের অনেকেই ফুটবলের এই উন্মাদনা আগে সেভাবে দেখেননি, তাঁরাও আজ গ্যালারিতে 'ইউ-এস-এ' রবে মেতেছিলেন। কোচ পচেত্তিনো অবশ্য এই জয়েই ভেসে যেতে রাজি নন। তাঁর লক্ষ্য আরও অনেক দূরে। চোটের আশঙ্কায় পুলিসিচকে তুলে নেওয়ার পর পচেত্তিনো জানিয়েছেন, খুব বড় কোনও সমস্যা নেই। পুলিসিচের পা এবং আমেরিকার স্বপ্ন- দুটোই এখন আগামী সপ্তাহে সিয়াটলে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। এই রাতের পর আমেরিকা হয়তো এবার বিশ্বাস করতে শুরু করবে, ফুটবলের বিশ্বকাপটা শুধু অংশগ্রহণ করার নয়, জেতারও।

এক হারানো ফ্লাইটের গল্পে বোনা বালোগুনের স্বপ্ন

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১৩ জুন : পঁচিশ বছর আগে ব্রুকলিন বিমানবন্দরে এক অন্তঃসত্ত্বা তরুণীকে যদি বিমানে ওঠার অনুমতি দেওয়া হত, তাহলে হয়তো শুক্রবার রাতে লস অ্যাঞ্জেলেসের গ্যালারিতে বসে থাকা টম ক্রুজ বা ডেভিড বেকহ্যামদের এমন উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়া হত না। ফ্লোরেন্স বালোগুন নামের সেই তরুণী লন্ডন থেকে নিউ ইয়র্কে এসেছিলেন ছুটি কাটাতে। কিন্তু ফেরার সময় মেডিকেল ক্লিয়ারেন্স না থাকায় তাঁকে বিমানে উঠতে দেওয়া হয়নি। বাধ্য হয়ে ব্রুকলিনে আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে যান তিনি, আর সেখানেই জন্ম নেয় এক শিশু-ফোলারিন বালোগুন।

মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পরিবার ফিরে যায় লন্ডনে। নাইজিরীয় বাবা-মায়ের সন্তান ফোলারিনের বেড়ে ওঠা, ফুটবলে হাতেখড়ি, আর্সেনালের অ্যাকাডেমিতে নিজেকে প্রমাণ করা- সবই ওই ইংল্যান্ডে। কিন্তু রক্তে নাইজিরিয়া আর বড় হওয়া ইংল্যান্ডে হলেও, জন্মসূত্রে পাওয়া আমেরিকার প্রতি তাঁর একটা আলাদা টান ছিল। মা ফ্লোরেন্স সবসময় ছেলেকে বলতেন, তাঁর ব্রুকলিনে আটকে পড়া আর সেখানে ফোলারিনের জন্ম নেওয়ার পেছনে নিশ্চয়ই ভাগ্যের কোনও গভীর ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে।

সেই ইঙ্গিত আজ বাস্তবের সবুজ গালিচায় এক নিখুঁত রূপকথায় পরিণত হয়েছে। ২০২৩ সালে আমেরিকার হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নেন ফোলারিন। আর আজ, ১৯৩০ সালের পর আমেরিকার প্রথম ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপের এক ম্যাচে জোড়া গোল করার অনন্য রেকর্ড তাঁর নামের পাশে। ম্যাচ শেষে আবেগাপ্লুত বালোগুনের গলায় শোনা গেল সেই দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নপূরণের তৃপ্তি। এক মায়ের ফেলে আসা ফ্লাইট আর অদম্য বিশ্বাস, আজ আমেরিকার ফুটবলের সবচেয়ে সুন্দর গল্পটা লিখে ফেলল।

জোড়া গোল করা ফ্লোরিয়ান বালোগুনের (২০) কাঁধে চড়ে উল্লাস ক্রিস রিচার্ডসের।

আমেরিকার একের পর এক গোল গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে উপভোগ করলেন টম ক্রুজ ও ডেভিড বেকহ্যাম।

চার গোলের জাদুতে আড়মোড়া ভাঙছে আমেরিকা

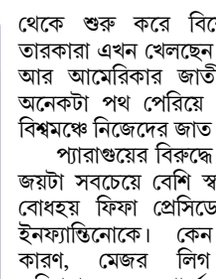

ডলারের দেশে স্বস্তিতে ফিফাও

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জয় মণ্ডল

নিউ ইয়র্ক, ১৩ জুন : গতকাল রাতের পর থেকে ম্যানহাটনের নিয়ন আলোয় এখন যেন অন্য এক মায়াবী সুর ভাসছে। এত দিন নিউ ইয়র্ক নিকস আর এনবিএ ফাইনালসের উত্তাপে পুড়ছিল গোটা শহর। বাস্কেটবলের দাপুটে আস্ফালনে ফুটবলের শৈল্পিক কিক অফ প্রায় হারিয়েই যেতে বসেছিল। কিন্তু প্যারাগুয়েকে ৪-১ গোলে চূর্ণ করে আমেরিকা দল যেন এক ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মুখটা আচমকা খুলে দিল! আজ যখন কুইন্সের স্পোর্টস বারগুলোর পাশ দিয়ে হাঁটছিলাম, দেখলাম নিকস-এর নীল-কমলা জার্সির ভিড়ে উঁকি মারছে আমেরিকার জাতীয় দলের চেনা রং। একটা দুরন্ত জয় যেন রাতারাতি এই শহরের অহংকারী স্পোর্টস ক্যালেন্ডারের হিসেব বদলে দিয়েছে।

দীর্ঘ চার দশকের বেশি এই নিউ ইয়র্ক শহরে কাটানোর পর আমেরিকার স্পোর্টস কালচার আমার লেন্সের খুব চেনা। পেশায় চিত্রগ্রাহক হওয়ার সুবাদে সেই ১৯৯৪ সালের বিশ্বকাপের সময়কার আমেরিকাকেও দেখেছি। মনে আছে, তখন এই দেশে নিজস্ব কোনও পেশাদার ফুটবল লিগই ছিল না। আমেরিকান ফুটবল, বেসবল আর বাস্কেটবলের প্রবল গর্জনের কাছে সকার ছিল যেন সিন্ধুর কাছে বিন্দু। কিন্তু এই বত্রিশ বছরে হাডসন নদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। মেজর লিগ সকার বা এমএলএস আজ বিশ্বের অন্যতম ধনী লিগ। খোদ লিওনেল মেসি থেকে শুরু করে বিশ্বের তাবড় তারকারা এখন খেলছেন এই দেশে। আর আমেরিকার জাতীয় দলটাও অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে আজ বিশ্বমঞ্চে নিজেদের জাত চেনাচ্ছে।

প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে এই দাপুটে জয়টা সবচেয়ে বেশি স্বস্তি দিয়েছে বোধহয় ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনোকে। কেন জানেন? কারণ, মেজর লিগ সকারের কমিশনার ডন গার্বারের ভাষায় আমেরিকা হল 'বিশ্ব ফুটবলের এটিএম'। ফিফা খুব ভালো করেই জানে, এই দেশে একবার ফুটবলের জোয়ার এলে স্পনসরশিপ, ব্রডকাস্টিং আর মার্চেন্ডাইজিং থেকে যে পরিমাণ অর্থের বর্ষণ হবে, তা ইউরোপ বা এশিয়ার বাজারকেও ছাপিয়ে যেতে পারে। কিন্তু মুশকিল হল, আমেরিকানরা বরাবরই শুধু জয়ীদেরই পুজো করে। প্রথম ম্যাচে আমেরিকা যদি হেরে যেত, তাহলে টিকিটের আকাশছোঁয়া দাম আর বাস্কেটবলের উন্মাদনার ভিড়ে এই টুর্নামেন্ট নিয়ে সাধারণ মানুষের যেটুকু আগ্রহ ছিল, সেটাও হয়তো কর্পূরের মতো উবে যেত।

কিন্তু ৪-১ গোলের ওই জাদুকরী স্কোরলাইন যেন একটা ম্যাজিক কাঠির মতো কাজ করেছে। যে আফগান ট্যাক্সিচালক কাল পর্যন্ত জানত না এই দেশে বিশ্বকাপ হচ্ছে, আজ সকালে সেই আমাকে জিজ্ঞেস করছে, আমেরিকার পরের ম্যাচ কবে! তরুণ প্রজন্ম, যারা চুরানব্বইয়ের বিশ্বকাপ দেখেনি, তারা এখন 'টিম ইউএসএ'-র জন্য গলা ফাটাতে তৈরি হচ্ছে। টাইমস স্কোয়ারের পেল্লায় বিলবোর্ডগুলোতে এখন শুধু কিলিয়ান এমবাপে বা মেসির মুখ নয়, জায়গা করে নিচ্ছেন ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিচরাও।

আমেরিকার জয়ে উচ্ছ্বসিত সাধারণ সমর্থকরা। লস অ্যাঞ্জেলেসে।

ফুটবল তো আসলে স্রেফ একটা খেলা নয়, এ এক চিরন্তনী আবেগ, ঘামে ভেজা এক চলমান কবিতা। ফিফার টাকার অঙ্ক আর আমেরিকার কর্পোরেট জাঁকজমকের নীচেই লুকিয়ে থাকা এই আসল আবেগটা কি এবার আড়মোড়া ভেঙে জাগবে? গতকাল রাতের পর এদেশের ফুটবলপ্রেমীরা কিন্তু সেই নতুন ভোরেরই স্বপ্ন দেখছে। বাস্কেটবলের দেশে ফুটবল তার নিজস্ব সিংহাসন খোঁজার যে মরিয়া লড়াই শুরু করল, আগামী দিনগুলোতে তারই সাক্ষী হতে চলেছে গোটা বিশ্ব।

বিশ্বকাপ আনকাট

ভুল শুধরে দিল ভিএআর

বিশ্বকাপে এই প্রথম খাটল 'ভুল খেলোয়াড় শনাক্তকরণ' আইন! ইউএসএ বনাম প্যারাগুয়ে ম্যাচে রেফারি ড্যানি ম্যাকিংলি ভুল করে মার্কিন অধিনায়ক টিম রিমকে হলুদ কার্ড দেখিয়েছিলেন। কিন্তু ভিএআর প্রযুক্তির সাহায্যে ডাচ রেফারি মাঠের স্ক্রিনে গিয়ে নিজের সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেন। রিমের কার্ড তো বাতিল হয়ই, উলটে ডাইভিংয়ের অপরাধে প্যারাগুয়ের মিগুয়েল আলমিরনকে হলুদ কার্ড দেওয়া হয়। রেফারির এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে গ্যালারিজুড়ে ধন্দ তৈরি হলেও শেষমেশ ৪-১ গোলে ম্যাচ জিতে মাঠ ছাড়ে মৌরিসিও পচেত্তিনোর আমেরিকা।

বুটের রঙে গোলাপি জোয়ার

এবারের বিশ্বকাপে ফুটবলারদের পায়ে পায়ে ঘুরছে একটা নতুন ট্রেন্ড— গোলাপি বুট! নাইকি, অ্যাডিডাস থেকে শুরু করে পুমা- সব বড় ব্র্যান্ডই এবার ফুটবলারদের জন্য বিশেষ গোলাপি রঙের বুট বাজারে এনেছে। হঠাৎ এই গোলাপি রঙের প্রতি ঝোঁক কেন? নাইকির গ্লোবাল ফুটবল ফুটওয়্যার দলের কর্মকর্তা ওডিঙ্গা নিমাকো জানিয়েছেন, খেলোয়াড় ও গ্রাহকদের তরফ থেকেই এই উজ্জ্বল রঙের চাহিদা ছিল তুঙ্গে। আসলে বড় টুর্নামেন্টে এই ধরনের চড়া রং ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাস ও পারফরমেন্স বাড়িয়ে দেয়। তাই মাঠ কাঁপাতে এবার 'পিঙ্ক'ই নতুন ব্ল্যাক!

প্রেমিকার টানে ট্রুডো

নিজের দেশের ম্যাচ ছেড়ে আমেরিকার খেলা দেখতে হাজির কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো! গত শুক্রবার টরন্টোতে যখন বসনিয়ার বিরুদ্ধে লড়ছিল কানাডা, ৫৪ বছর বয়সি ট্রুডো তখন সোজা চলে যান লস অ্যাঞ্জেলেসের সোফাই স্টেডিয়ামে ইউএসএ বনাম প্যারাগুয়ে ম্যাচ দেখতে। কারণটা অবশ্য রাজনৈতিক নয়, একদমই রোমান্টিক! আসলে ট্রুডোর প্রেমিকা পপ স্টার কেটি পেরি ওই ম্যাচের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পারফর্ম করছিলেন। খেলা চলাকালীন ভিআইপি বক্সে দুজনকে বেশ অন্তরঙ্গ মেজাজে ম্যাচ উপভোগ করতে দেখা যায়, যেখানে প্যারাগুয়েকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দেয় আমেরিকা।

টরন্টোয় বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নোরা ফাতেহির নাচ। শুক্রবার।

ফাঁকা সিটের আজব সাফাই

গুয়াদালাহারায় দক্ষিণ কোরিয়া বনাম চেক প্রজাতন্ত্রের ম্যাচে গ্যালারির বেশ কিছু অংশ ফাঁকা থাকা নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছে ফিফা। টিকিট বিক্রির সংখ্যা প্রায় ৪৫ হাজার বলা হলেও, টিভির পর্দায় মাঝের আসনগুলো খাঁ খাঁ করতে দেখা গেছে। টিকিটের আকাশছোঁয়া দামের কারণেই এই অবস্থা বলে নিন্দুকেরা সরব হতেই অদ্ভুত এক সাফাই দিয়েছে ফিফা। তাদের দাবি, টিকিট স্ক্যান করে সমর্থকরা স্টেডিয়ামে ঢুকলেও, অনেকে সিটে না বসে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে খেলা দেখছিলেন! ফিফার এমন আজব যুক্তি শুনে হেসে খুন ফুটবলপ্রেমীরা।

ইংল্যান্ডের সরঞ্জাম চুরি

বিশ্বকাপে মাঠে নামার আগেই বড়সড়ো বিপাকে ইংল্যান্ড দল! কানসাস সিটিতে নিজেদের বেস ক্যাম্পে পৌঁছানোর আগেই চুরি হয়ে গেল টমাস টুচেল ও তাঁর দলের অনুশীলনের সরঞ্জাম। শুক্রবার রাতে ফুটবলারদের বুট ও বলবোঝাই গাড়িটি যখন সোয়াইপ সকার ভিলেজে আসছিল, তখনই তাতে হানা দেয় চোরেরা। কানসাস সিটি পুলিশ ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং দুজনকে গ্রেপ্তারও করেছে। তবে ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে আগামী বুধবারের হাইভোল্টেজ ম্যাচের আগে এই চুরির ঘটনায় হ্যারি কেনদের প্রস্তুতিতে যে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটল, তা বলাই বাহুল্য।

পায়ে হেঁটে বিশ্বকাপে

প্রিয় দলকে সমর্থন করতে মানুষ কত কী-ই না করে! স্কটল্যান্ডের ২২ বছর বয়সি সমর্থক ক্রেগ ফার্গুসন যা করলেন, তা এককথায় অবিশ্বাস্য। লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে বোস্টন- টানা চার মাস ধরে প্রায় চার হাজার কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দিলেন তিনি, তাও আবার গায়ে স্কটল্যান্ডের জার্সি আর পরনে ঐতিহ্যবাহী কিল্ট গলিয়ে। দীর্ঘ ২৮ বছর পর স্কটল্যান্ড বিশ্বকাপে ফেরায় এই অভিনব 'টার্টান ট্রেকের' সিদ্ধান্ত নেন ক্রেগ। এই দীর্ঘ যাত্রায় চার জোড়া জুতো খুইয়েছেন তিনি, পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য চ্যারিটির জন্য সংগ্রহ করেছেন ১ মিলিয়ন পাউন্ডের বেশি অর্থ!

ভিসা বাতিলের ধাক্কা ঘানায়

ঘানার বিশ্বকাপ অভিযানে বড় ধাক্কা! টরন্টোয় পানামার বিরুদ্ধে দলের প্রথম ম্যাচে খেলতে পারবেন না সহ অধিনায়ক থমাস পার্টেও। লন্ডনে একাধিক ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত থাকার কারণে কানাডা সরকার তাঁর ভিসা আবেদন বাতিল করে দিয়েছে। ফলে ঘানার এই তারকা মিডফিল্ডারকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেস ক্যাম্পেই আটকে থাকতে হচ্ছে। তবে টুর্নামেন্টের পরের ম্যাচগুলো যেহেতু আমেরিকায় খেলা হবে, তাই ইংল্যান্ড এবং ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামতে তাঁর কোনও বাধা নেই। তবে প্রথম ম্যাচেই দলের সেরা তারকাকে না পাওয়া ঘানার জন্য বেশ চিন্তার।

গোলিয়াথ জার্মানির সামনে কুরাসাও

হিউস্টন, ১৩ জুন : লড়াইটা অসম, একইসঙ্গে আকর্ষণীয়ও বটে।

দেশটার মোট আয়তন ৪৪৩ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা দেড় লক্ষের সামান্য বেশি। চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানির সামনে নেহাতই 'লিলিপুট' প্রথমবার বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী কুরাসাও। ভারতীয় সময় রবিবার রাতে একে অপরের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে দুই দেশ। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে ঘিরে উপমা খুঁজতে গিয়ে সেই 'ডেভিড বনাম গোলিয়াথের লড়াই'-এর কথাই বারবার মনের মধ্যে ঘুরে-ফিরে আসছে।

কুরাসাও তাদের সীমিত শক্তি নিয়ে 'গোলিয়াথ' জার্মানির সামনে 'ডেভিডের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারবে কি না, তা সময়ই বলবে। তবে বিশ্বমঞ্চে তাদের উত্থান রূপকথার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। গ্রুপের প্রথম ম্যাচে চারবারের চ্যাম্পিয়ন জার্মানি ধারে-ভারে নিঃসন্দেহে কুরাসাওয়ের চেয়ে কয়েকশো মাইল এগিয়ে। তবে কোচ ডিক অ্যাডভোকাটের হাত ধরে অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বিশ্বকাপের মঞ্চে উঠে এসেছে তারা। এমনকি ডাচ কোচ নিজেও এক ইতিহাসের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। রবিবার জার্মানির বিরুদ্ধে ম্যাচে কুরাসাওয়ের ডাগআউটে দাঁড়ালেই বিশ্বকাপ ফুটবলে সবচেয়ে বেশি বয়সি কোচের স্বীকৃতি পাবেন ৭৮ বছরের অ্যাডভোকাট।

জার্মানির বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে নামার আগে কুরাসাও কোচের বার্তা, 'সবচেয়ে ছোট দেশের কোচ হিসেবে বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন জীবনের অন্যতম সেরা মুহূর্ত। জানি আমরা ফেভারিট নই। তবে আমরা বিস্ময় উপহার দিতে পারি।' সীমিত শক্তি নিয়েও তিনি যে গ্রুপ পর্বের বাধা টপকানোর স্বপ্ন দেখছেন তা তাঁর মন্তব্যেই স্পষ্ট।

উলটোদিকে গত দুটো বিশ্বকাপ একেবারেই ভালো যায়নি জার্মানির। রাশিয়া ও কাতারের মাটিতে গ্রুপ পর্বও অতিক্রম করতে পারেনি তারা। তুলনায় এবার কিছুটা হলেও নিজেদের গুছিয়ে নিতে পেরেছে জার্মান ব্রিগেড। কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যানের হাত ধরে নতুন করে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন জোশুয়া কিমিচ, ফ্লোরিয়ান রিৎজরা। শেষ পাঁচ ম্যাচে তাদের ১৮ গোল যেন জানান দিচ্ছে, 'ডাই ম্যানশ্যাফট' তৈরি তাদের রাজত্ব ফিরে পেতে। নাগেলসম্যানের আক্রমণাত্মক কৌশল নিঃসন্দেহে কুরাসাও রক্ষণের জন্য অগ্নিপরীক্ষা। জার্মান কোচ অবশ্য সতর্ক। জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও প্রতিপক্ষকেই হালকাভাবে নিচ্ছেন না। নাগেলসম্যান খুব ভালোভাবেই জানেন, একটা বড় ব্যবধানে জয় বিশ্বকাপের বাকি পথচলায় তাঁর দলকে বাড়তি আত্মবিশ্বাস এনে দেবে।

এদিকে, বিশ্বকাপ শুরুর আগে জার্মান ফুটবলে নতুন বিতর্ক জামাল মুসিয়ালাকে নিয়ে। একদিকে জুরগেন ক্লপ, টমাস মুলারদের পরামর্শ, তাঁকে ছাড়াই দল সাজান নাগেলসম্যান। অন্যদিকে, কিংবদন্তি লোথার ম্যাথাউসকে পাশে পাচ্ছেন মুসিয়ালা। চোট সারিয়ে ফেরার পর থেকেই চেনা ছন্দে নেই বায়ার্ন মিউনিখ তারকা। তাঁর পারফরমেন্স হতাশ করেছে সমর্থকদের। সেই প্রেক্ষাপটেই ক্লপ, মুলারদের মন্তব্য। তবে ম্যাথাউস বলছেন, জার্মানির বিশ্বজয়ের স্বপ্নে মুসিয়ালার মতো প্রতিভাবান ফুটবলারের ভূমিকা অপরিহার্য। কিংবদন্তি ফুটবলারের কথায়, 'মুসিয়ালাকে বসিয়ে দেওয়া কোনও সমাধান নয়। বরং ওকে আত্মবিশ্বাস জোগানো প্রয়োজন।'

> মুসিয়ালাকে বসিয়ে দেওয়া কোনও সমাধান নয়। বরং ওকে আত্মবিশ্বাস জোগানো প্রয়োজন।
> **-জার্মানির কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যানকে পরামর্শ লোথার ম্যাথাউসের।**

জুলিয়ান নাগেলসম্যানের নজরদারিতে তৈরি হচ্ছেন জোশুয়া কিমিচ।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **শুভ জন্মদিন পল্লবী।** আনন্দে, সুখে, শান্তিতে কাটুক তোমার এই বিশেষ দিন। -অনির্বাণ।

মাদকচক্রে মাসকট-হানা

লিমা, ১৩ জুন : বিশ্বকাপে মেতে গোটা বিশ্ব, আর এই সুযোগটাই দারুণভাবে কাজে লাগাল পেরুর পুলিশ! লিমায় এক মাদক পাচারকারীকে ধরতে পুলিশের স্পেশাল 'গ্রিন স্কোয়াড' হাজির হল সোজা বিশ্বকাপের মাসকটের ছদ্মবেশে! পুলিশের কাছে খবর ছিল, ওই পাচারকারী আদ্যোপান্ত এক ফুটবল-পাগল। তাই সন্দেহ এড়াতে 'ম্যাপেল' এবং 'ক্লাচ'-এর বিশাল পোশাক পরে দরজা ভেঙে সোজা তার ডেরায় হানা দেয় পুলিশ। হুড়োহুড়িতে মাসকটের মাথা খসে পড়ার জোগাড় হলেও, মিশন কিন্তু ১০০ শতাংশ সফল! উদ্ধার হয়েছে প্রচুর মাদক ও অস্ত্র। এর আগে হ্যালোইনেও এমন মজার ছদ্মবেশে অপরাধীদের ধরে ভাইরাল হয়েছিল লিমার এই দুঁদে পুলিশবাহিনী।

সেমিতে হার, বিদায় সিন্ধুর

সিডনি, ১৩ জুন : সেমিফাইনালে হার। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ব্যাডমিন্টন থেকে বিদায় পিভি সিন্ধুর। শনিবার শেষ চারের ম্যাচে বিশ্বের তিন নম্বর শাটলার জাপানের আকানে ইয়ামাগুচির বিরুদ্ধে নেমেছিলেন সিন্ধু। ৪৩ মিনিটের লড়াইয়ে স্ট্রেট গেমে পরাস্ত হন ভারতীয় তারকা। প্রথম গেমে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হলেও দ্বিতীয় গেমে কার্যত একপেশে জয় ছিনিয়ে নেন জাপানি শাটলার। ম্যাচের ফল ইয়ামাগুচির পক্ষে ২২-২০, ২১-১২। সিন্ধুর এই হারের সঙ্গে সঙ্গে এবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ভারতের শেষ প্রদীপটিও নিভে গেল।

নেটফ্লিক্স তারকার প্রেমে মশগুল এমবাপে

ভিনিসিয়াসদের গোপন অস্ত্র 'স্মার্ট ভেস্ট'

-খবর আঠারোর পাতায়

কানসাস সিটিতে আর্জেন্টিনার বেসক্যাম্পেও শোভা পাচ্ছে লিওনেল মেসির কাটআউট।

মেসিকে ঘিরেই আবর্তিত বিশ্বকাপ

ডেম্বেলে-পচেত্তিনোর মুখে শুধুই মুগ্ধতা

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

নিউ জার্সি, ১৩ জুন : প্রস্তুতি ম্যাচের শেষদিকে নেমে গোল পেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু এবারের বিশ্বকাপে তাঁকে ঘিরে উন্মাদনার সেই চেনা কোলাহল যেন একটু স্তিমিত। হতেই পারে, আমেরিকার মাটিতে তিনি এখন আর নিছক অতিথি নন, ঘরের ছেলেই। বিশ্বকাপের প্রচারের সব আলো অঘোষিতভাবে তাঁর কাঁধেই ছিল। তাছাড়া ৩৮ বছরের এক মহীরুহ সম্পর্কে নতুন করে আর কী-ই বা বলার থাকতে পারে! লিওনেল মেসি মানেই তো একটা যুগের নিশ্চিন্ত আশ্রয়। তাই তাঁকে নিয়ে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আর নিখাদ ভালোবাসা থাকলেও, সেটা জাহির করার বাড়াবাড়িতে আর কেউই হয়তো যেতে চাইছেন না।

কিন্তু ফুটবল বিশ্ব ভোলে না। বয়স বাড়লেও প্রতিভা যে মরচে পড়ে না, সেই অমোঘ সত্যটাই মনে করিয়ে দিচ্ছেন প্যারিস সাঁ জাঁ-তে একদা মেসির সতীর্থ ওসমানে ডেম্বেলে। গত বিশ্বকাপের ফাইনালে মুখোমুখি হওয়া এই ফরাসি তারকা যখন স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম 'মার্কা'-র কাছে মেসির বন্দনায় মাতেন, তখন সেই শ্রদ্ধার গভীরতা টের পাওয়া যায়। আগামী মঙ্গলবার সেনেগালের বিপক্ষে নামার আগে ডেম্বেলে সাফ বলছেন, '৩৮ বছর বয়স হয়ে গিয়েছে মানেই মেসি ফুরিয়ে গিয়েছে, এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। বার্সেলোনায় থাকতে আমরা দেখেছি ও কী কী করতে পারে। আমার দেখা ফুটবলারদের মধ্যে মেসিই সেরা। এই বয়সেও ও ভয়ংকর বিপজ্জনক। আমাদের ট্রফি জিততে হলে ওকে নিয়ে সতর্ক থাকতেই হবে, নাহলে হয়তো দেখব ফের একবার মেসিই কাপ নিয়ে চলে গেল!"

ফুটবল মহলে কানাঘুষো ছিল, কাতারেই হয়তো তাঁর শেষ বিশ্বকাপ। কিন্তু এনডোর্সমেন্ট, ব্র্যান্ডিং আর অগণিত ভক্তের আবেগের কাছে মাথা নোয়াতেই হয়। তবে গতবারের সেই শ্বাসরোধী অনন্ত চাপটা এবার আর নেই। ডেম্বেলের কথার রেশ ধরেই আমেরিকার কোচ মৌরিসিও পচেত্তিনোও এক সুর গেয়েছেন। প্যারাগুয়েকে প্রথম ম্যাচে উড়িয়ে দিলেও আর্জেন্টিনাকে সমীহ করে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি, 'মেসির ট্রফি ধরে রাখার ক্ষমতা আছে। আর্জেন্টিনা এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা ও ধারাবাহিক দল। ওদের হারানো সবার পক্ষেই কঠিন।' এমনকি এটাই মেসির শেষ বিশ্বকাপ কি না, তা নিয়েও সন্দিহান এই প্রাজ্ঞ কোচ।

> **৩৮ বছর বয়স হয়ে গিয়েছে মানেই মেসি ফুরিয়ে গিয়েছে, এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। বার্সেলোনায় থাকতে আমরা দেখেছি ও কী কী করতে পারে। আমার দেখা ফুটবলারদের মধ্যে মেসিই সেরা। এই বয়সেও ও ভয়ংকর বিপজ্জনক।**
>
> **-ওসমানে ডেম্বেলে**

ফ্রান্সের আক্রমণভাগ ডেম্বেলে আর এমবাপেকে নিয়ে সাজানো থাকলেও, কাতার ফাইনালের স্মৃতি তাঁদের তাড়া করে ফেরে। তাই নক আউট নয়, ডেম্বেলের ফোকাসে এখন শুধুই গ্রুপ পর্ব। সেনেগাল ছাড়াও দিদিয়ের দেশাঁর দলের গ্রুপে রয়েছে বিতর্কিত ইরাক (২২ জুন) এবং নরওয়ে। অন্যদিকে, কানসাস সিটিতে আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম লড়াইয়ে নামবেন মেসিরা। পরের গন্তব্য ডালাসে অস্ট্রিয়া এবং শেষে জর্ডন।

খাতায়-কলমে টুর্নামেন্ট সবে শুরু। কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচে গোল করেই সোশ্যাল মিডিয়ায় মেসি লিখে দিয়েছেন- 'কাম অন, লেটস বি ক্লোজার দ্যান এভার'। মহাতারকার এই নীরব আত্মবিশ্বাসের হুংকার শুনেই হয়তো প্রমাদ গুনতে শুরু করেছেন ডেম্বেলে-পচেত্তিনোরা!

শুভমান ক্লাসিকে ম্লান গুরবাজ

আফগানিস্তান-১৯৪
ভারত-১৯৫/৩
(২২.৫ ওভারে)

ধরমশালা, ১৩ জুন : ছবির মতো সুন্দর স্টেডিয়াম।

পিছনে ধওলাধর পর্বতশ্রেণির পাহাড় চুড়ো। সাদা বরফ আর সবুজের অদ্ভুত মিশেল। প্রকৃতির সঙ্গে ব্যাট-বলের স্বাদ, একসঙ্গে রথ দেখা কলা বেচা। যদিও সকাল থেকে যে ভাবনায় জল ঢালছিল প্রকৃতিই! ম্যাচ শুরুর আগে বৃষ্টির দাপট। যার ধাক্কায় দুপুর দেড়টার বদলে বিকেল ৫.৪৫ মিনিটে ম্যাচ শুরু। পঞ্চাশের বদলে ২৫ ওভার।

বৃষ্টিবিঘ্নিত যে দ্বৈরথে আফগানিস্তানকে হারিয়ে ওডিআই বিশ্বকাপের প্রস্তুতি পর্বে ফিতে কাটা মেন ইন ব্লু-র। শুভমান গিলের (৬৬ বলে অপরাজিত ৮৪) চওড়া ব্যাটের সামনে হার মানল রহমানুল্লাহ গুরবাজের একক লড়াই, ৪৮ বলে ঝোড়ো সেঞ্চুরির দুরন্ত ইনিংস। দুই অভিষেককারী গুরনুর ব্রার (২৭/৩) ও হর্ষ দুবেকে (৪৭/৩) সঙ্গী করে মেঘলা আবহাওয়ায় মঞ্চ গড়ে দেন অর্শদীপ সিং (২৭/২)। ত্রয়ীর দাপটে গুরবাজের ১০২ রানের লড়াকু ইনিংসের পরও ১৯৪-তে গুটিয়ে যায় আফগানিস্তান।

জবাবে বাবা-মার উপস্থিতিতে শুভমানের আরও এক অধিনায়কোচিত ব্যাটিং, ক্লাসিক ইনিংস। রান তাড়ায় নেমে প্রথম ওভারেই রোহিত শর্মার চোট। পুল করতে গিয়ে সোজা হাতে গিয়ে বল লাগে। বার দুয়েক মাঠে দৌড়োতে হয় ফিজিওকে। তবে ময়দান ছাড়েননি হিটম্যান। কিন্তু দুর্ভাগ্য রোহিতের, ভালো শুরুর প্রয়াস থামে রানআউটে। মিড অনে ঠেলে দিয়ে দৌড়েছিলেন। একেবারে শেষ মুহূর্তে না করেন গিল। ক্রিজে ফিরতে পারেননি রোহিত (১৬)।

এদিন মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গে মহিন্দার অমরনাথের (৩৯ বছর ৩৬ দিন) বয়স্কতম ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে ওডিআই খেলার নজির ভাঙেন রোহিত (৩৯ বছর ৪৪ দিন)। প্রথম ভারতীয় ওপেনার হিসেবে মুকুটে ১৬ হাজার আন্তর্জাতিক রান। কিন্তু রানআউটে মঞ্চ বিগড়ে যায়। ভাগ্য অবশ্য সহায় ছিল শুভমানের, শুরুর দিকে গুরবাজ তাঁর ক্যাচ ফেলেন। জীবন পাওয়ার পুরোদস্তুর ফায়দা তুললেন গিলও।

রোহিত ফেরার পর শুভমান-ঈশানের ৭০ রানের জুটি জয় কার্যত নিশ্চিত করে দেয়। ১০ ওভারে ৮৪/১। ৩৭ বলে হাফসেঞ্চুরির পথে ৬২তম ইনিংসে দ্রুততম ৩০০০ ওডিআই রানের ভারতীয় রেকর্ড গড়েন শুভমান। সবমিলিয়ে হাসিম আমলার (৫৭) ঠিক পিছনেই। আফগান ইনিংসে স্লিপে বাঁদিকে কার্যত উড়ে গিয়ে দুরন্ত ক্যাচ নেন গিল। ব্যাট হাতেও সেই ঝলক।

ঈশান অপরদিকে (২২ বলে ৩৪) প্রথম থেকেই টপ গিয়ারে। গুগলিতে ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটারের উইকেট ছিটকে দিয়ে যে জুটি ভাঙেন রশিদ খান। শ্রেয়স আইয়ার (১২) ব্যর্থ ভরসা জোগাতে। অভিষেককারী জিয়াউর রহমান ফেরান ভারতের সহ অধিনায়ককে। তবে কোন অঘটন ঘটতে দেননি শুভমান ও লোকেশ রাহুল (১৯ বলে অপরাজিত ৩৯)। যার সুবাদে ৭ উইকেটে আফগান-বধে সিরিজে ১-০ এগিয়ে যাওয়া।

এর আগে আফগান ইনিংসজুড়ে গুরবাজ-শো (১০২)। প্রথম ওভারে অর্শদীপকে ছক্কা হাঁকিয়ে ঝড়ের ইঙ্গিত। পুরস্কারস্বরূপ ৮টি চার ও ৮ ছক্কায় ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম সেঞ্চুরি। অল্পের জন্য রেহাই ভারতের বিরুদ্ধে শাহিদ আফ্রিদির (৪৫ বলে) দ্রুততম একশোর নজির। শেষপর্যন্ত নিখুঁত ইয়র্কারে গুরবাজ ঝড়ে ব্রেক লাগিয়ে দলকে নিশ্চিন্ত করেন নীতীশ কুমার রেড্ডি (৩১/২)। অধিনায়ক হাশমাতুল্লাহ শাহিদি ২৭ ও আজমাতুল্লাহ ওমরজাই ২৬ রান করেন।

অর্ধশতরানের পথে দর্শনীয় ব্যাটিং শুভমান গিলের। শনিবার।

পাকিস্তানের কাছে হারা চলবে না

সতীর্থদের মনে করালেন জেমিমা

বার্মিংহাম, ১৩ জুন : 'অন্য যে কোনও দলের কাছে হারো, কিন্তু পাকিস্তানের কাছে হেরো না।'

এটাই বিশ্বকাপের আগে প্রতিটি ভারতবাসীর মনের কথা। সেই কথাটাই নিজের সতীর্থদের একবার মনে করিয়ে দিলেন জেমিমা রডরিগেজ।

রবিবার বার্মিংহামে টি২০ বিশ্বকাপের অভিযান শুরু করছে ভারত। প্রথম ম্যাচেই প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। হাইভোল্টেজ ম্যাচের আগে যুদ্ধংদেহি মেজাজে হরমনপ্রীত কাউররা। পরিসংখ্যানের বিচারে ভারতের থেকে অনেক পিছিয়ে পাকিস্তান। দুই দলের ১৬ বার সাক্ষাতে ১৩ বার শেষ হাসি হেসেছে ভারত। কিন্তু তারপরেও প্রতিপক্ষকে হালকাভাবে নিচ্ছে না ভারত। আক্রমণাত্মক ক্রিকেটই প্রধান অস্ত্র হরমনপ্রীতদের।

ভারত-পাক ম্যাচের বিশাল চাপকে উপভোগ করছেন জেমিমা রডরিগেজ। তাঁর কথায়, 'যখন থেকে ক্রিকেট খেলছি, তখন থেকে শুনছি পাকিস্তানের কাছে হারা যাবে না। এটা আমাদের সংস্কৃতির একটা অংশ হয়ে গিয়েছে। তবে মাঠে আমাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নিজেদের পরিকল্পনামতো খেলতে পারলে এই ম্যাচ আমরা জিতব।'

ভারতের ব্যাটিং লাইনআপ তারকাখচিত। স্মৃতি মান্ধানা, শেফালি ভার্মা, হরমনপ্রীত, জেমিমার মতো ব্যাটাররা রয়েছেন। কিন্তু বিশ্বকাপের আগে ভারতীয়দের চিন্তা দুই ওপেনারের ফর্ম। একেবারেই ছন্দে নেই স্মৃতি-শেফালি জুটি। তবে স্বস্তির খবর, দুইটি প্রস্তুতি ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরি করে ফর্মে ফিরেছেন ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত। ব্যাট হাতে ভরসা দিতে তৈরি জেমিমাও। তবে পাক-বধে ভারতের তুরুপের তাস উইকেটরক্ষক রিচা ঘোষ। ফিনিশারের ভূমিকায় এই বঙ্গ-তনয়া ভারতীয় দলকে নির্ভরতা দিচ্ছেন। যাঁর প্রশংসা শোনা গিয়েছে খোদ দলের ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীতের মুখেও।

উলটোদিকে তাল ঠুকছে পাকিস্তানও। দলের ক্যাপ্টেন ফাতিমা সানা ব্যাটিং লাইনআপকে নির্ভরতা দিতে তৈরি। এছাড়াও রয়েছেন গুল ফিরোজা, আয়েষা জাফররা। ভারতীয় ব্যাটিংকে তছনছ করতে পাকিস্তানের বড় অস্ত্র বাঁ হাতি স্পিনার নেসরা সান্ধু। সব মিলিয়ে এজবাস্টনের বাইশ গজে যুদ্ধের সমস্ত মশলা মজুত রয়েছে। আত্মবিশ্বাসী ভারত শেষ হাসি হাসবে নাকি পাকিস্তান বিশ্ব মঞ্চে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের চমকে দেবে, সেটাই এখন দেখার।

মহিলাদের টি২০ বিশ্বকাপে আজ

ভারত বনাম পাকিস্তান

সময় : সন্ধ্যা ৭টা, **স্থান :** বার্মিংহাম
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

পাকিস্তানের মুখোমুখি হওয়ার আগে ব্যাটিং অস্ত্রে শান জেমিমা রডরিগজের।

শতরানের পর বাইশ গজে চুম্বন রহমানউল্লাহ গুরবাজের।

রোহিতের উত্তরসূরি যশস্বী : শেহবাগ

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : কেরিয়ারের শেষপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছেন রোহিত শর্মা। ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপের পর হয়তো আলবিদা জানাবেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে। তার আগেই রোহিতের উত্তরসূরি হিসেবে যশস্বী জয়সওয়ালকে বাছলেন বীরেন্দ্র শেহবাগ। প্রাক্তন ওপেনারের বিশ্বাস, শুভমান গিল-যশস্বীর জুটি পারফেক্ট হবে ভারতের জন্য।

যশস্বী এখনও পর্যন্ত চারটি ওডিআই ম্যাচ খেলেছেন। গতবছর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভাইজ্যাগে ১২১ বলে ১১৬ রানও করেন। যদিও রোহিত-শুভমান জুটির ফলে সেভাবে সুযোগ মেলেনি। তবে যশস্বীকে নিয়ে আশাবাদী শেহবাগ এদিন বলেছেন, 'এই মুহূর্তে ওর জায়গা নেই। শুভমান অধিনায়ক। আর রোহিত খেলছে। তবে রোহিত অবসর নিলেই আশা করব যশস্বী ওডিআই ক্রিকেটে সুযোগ পাবে। যশস্বীর লড়াই মূলত হবে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের সঙ্গে। তবে আমার বাজি যশস্বী।' ঈশান কিষানকে নিয়েও উচ্চাশা পোষণ করলেন শেহবাগ। বলেছেন, 'ওডিআই দলে ফেরানো হয়েছে ওকে। ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম দ্বিশতরান রয়েছে ঈশানের। গুরুত্ব দিতেই হবে। তবে আমি ওডিআই, টি২০ সহ তিন ফরম্যাটেই যশস্বীকে দেখতে চাই।'

ঈশানকে দেখে ঋষভকে শিখতে বললেন পাঠান

ইরফান পাঠানের চিন্তায় আবার ঋষভ পন্থ। সাদা বলের জোড়া ফরম্যাটেই ভারতীয় দলে জায়গা হয়নি। তবে ইরফানের পরামর্শ, ঋষভকে বাতিলের তালিকায় ফেললে ভুল করবেন নির্বাচকরা। বলেছেন, 'লোকেশ রাহুল ও ঈশান কিষান দুইজন উইকেটকিপার-ব্যাটার। এর বাইরে রয়েছেন সঞ্জু স্যামসনও। সেক্ষেত্রে সাদা বলের ফরম্যাটে ঋষভ অনেকটাই পিছিয়ে গিয়েছে। তবে ওকে পুরোপুরি অবহেলা করা মুশকিল। ঋষভ ঈশানের প্রত্যাবর্তন থেকে শিক্ষা নিতে পারে। পাশাপাশি সাদা বলের ভারতীয় দলে ফেরার আশা না ছেড়ে দিয়ে পরিশ্রম চালিয়ে যাক।'

দাপট আরও এক 'সূর্যবংশী'র

শতরানের পর আশীর্বাদ সূর্যবংশী।

সমস্তিপুর (বিহার), ১৩ জুন : ভারতীয় ক্রিকেটে আরও এক সূর্যবংশী! বৈভব সূর্যবংশীর দাপট ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলে দিয়েছে ক্রিকেট দুনিয়ায়। এবার বৈভবের দশ বছরের ভাই আশীর্বাদের দাপট বাইশ গজে। সমস্তিপুরের এক ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্র্যাকটিস ম্যাচে শতরান করেছেন আশীর্বাদ। ভাইয়ের যে সাফল্যে খুশি বৈভবও।

শ্রীলঙ্কায় ত্রিদেশীয় 'এ' সিরিজ খেলতে ব্যস্ত বৈভব। তার মাঝেই ভাইয়ের যে সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন ভারতীয় ক্রিকেটের বিস্ময় বালক। সামাজিক মাধ্যমে ভাইয়ের ছবি ও স্কোরের স্ক্রিন শট পোস্ট করেছেন। লিখেছেন, 'অভিনন্দন আশীর্বাদ।' ৮৭ বলে ১০৩ রান করেন বৈভবের ভাই। ২০টি চার ও ১টি ছক্কা মারেন। আশীর্বাদের যে শতরানের হাত ধরে ম্যাচ জেতে তার দল। বৈভবরা তিন ভাই। দাদা উজ্জ্বল সূর্যবংশী অবশ্য দুই ভাইয়ের মতো ক্রিকেটার নন।

বিন্দোলের ড্র

রায়গঞ্জ, ১৩ জুন : টাউন ক্লাবের রায়গঞ্জ সুপার লিগ ফুটবলে শনিবার নর্দার্ন ইনডিপেন্ডেন্স অ্যাকাডেমি ১-১ গোলে ড্র করেছে বিন্দোল সকার অ্যাকাডেমির সঙ্গে। টাউনের মাঠে গোল করেন নর্দার্নের সাহিদ সাইবো ও বিন্দোলের অজয় চরে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

"আলো রানী দাস
(প্রয়াণ দিবসঃ ১৪ জুন, ২০২৪)
আজ তোমার প্রয়াণের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি, সময় গড়িয়েছে, কিন্তু তোমার অভাব একটুও কমেনি। তোমার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।
জাগৃহীনা কন্যা- দিপালী দাস ও পরিবারবর্গ। হায়দের পাড়া, শিলিগুড়ি।

পিছিয়ে গেল সেরেনার ফেরা

লন্ডন, ১৩ জুন : চার বছর পর টেনিস কোর্টে প্রত্যাবর্তন। শুরুটা ভালোই করেছিলেন ৪৪-এর সেরেনা উইলিয়ামস। লন্ডনের কুইন্স ক্লাবে চলা ডব্লিউটিএ প্রতিযোগিতায় জয় দিয়ে যাত্রা শুরু। তবে সেই যাত্রা থমকে গেল মাঝপথেই। নেপথ্যে হাঁটুর চোট। গত মঙ্গলবার কানাডার এমবোকোকে সঙ্গী করে প্রতিযোগিতায় ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র আদায় করে নেন সেরেনা। তার পরের দিনই সিঙ্গলসের ম্যাচে চেক প্রজাতন্ত্রের ক্যারোলিনা প্লিসকোভার বিরুদ্ধে খেলার সময় চোট পান। তৎক্ষণাৎ কোর্ট ছাড়তে হয় তাঁকে। চোট এতটাই গুরুতর যে প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেন সেরেনা। শোনা যাচ্ছে, উইম্বলডনে খেলার জন্য ওয়াইল্ড কার্ডের আবেদন করতে পারেন তিনি।

দাদ, হাজা, চুলকানি, গোড়ালি ফাটার মলম
তরুণ আয়ুর্বেদিক প্রডাক্টস্
হাই পাওয়ার স্ক্যাবিগন®
দুরন্ত চিকিৎসা শীঘ্র আরাম
Wanted Dealers & Distributors
For Trade Enquiry: 9438045440
সব ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা দাওয়া শেরপা - কে 24.03.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 38E 70339 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "অল্প টাকায় আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার চেষ্টা করাটা খুবই আকর্ষণীয়। ডিয়ার লটারি প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি সুযোগ দেয় যা অন্যান্য অনেক পুরস্কার দেওয়ার পাশাপাশি বেশ কয়েকজনকে কোটিপতিও তৈরি করে। আমি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য আন্তরিকভাবে সুপারিশ করছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ফাইনালে আরএসএসএফসিএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৩ জুন : শিলিগুড়ি ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের ১৬ দলীয় অনূর্ধ্ব-১৩ সামার কাপ টি২০ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল গোঁসাইরপুর আরএসএসএফসিএ। শনিবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ১৭ রানে হারিয়েছে এনআরআই-কে। প্রথমে আরএসএসএফসিএ ৮ উইকেটে ১৬৬ রান করে। প্রাঞ্জল সিংহর অবদান ৩৭ রান। তারিক আনোয়ার ৩৩ রানে ২ উইকেট নেয়। জবাবে এনআরআই ৫ উইকেটে ১৪৯ রানে আটকে যায়। ম্যাচের সেরা বিনীত রাউত ৫৩ রান করে। সৌমজিৎ চৌধুরীর শিকার ২৯ রানে ৩ উইকেট।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে আয়োজকরা জুবিলির বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করে ১৪২ রানে অল আউট হয়। এরপরই বৃষ্টি নামায় খেলা আর এগোয়নি। রবিবার ১০ ওভারের খেলা হবে। জয়ী দল ফাইনালে নামবে আরএসএসএফসিএ-র বিরুদ্ধে।

ম্যাচের সেরা হয়ে বিনিত রাউত।

কিশোর সংঘকে হারাল এনআরআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ জুন : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে শনিবার এনআরআই ৪-১ গোলে হারিয়েছে শিলিগুড়ি কিশোর সংঘকে। এনআরআইয়ের সুমিত কেরকেট্টা জোড়া গোল করেন। তাদের বাকি গোলগুলি প্রীত এক্কা ও বিবেক মিঞ্জের। এনআরআইয়ের একমাত্র গোলস্কোরার অনীশ রাই। ম্যাচের সেরা হয়ে প্রীত পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। রবিবার খেলবে রবীন্দ্র সংঘ ও জিটিএসসি।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন প্রীত এক্কা। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে।